ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা



অভিনব সংস্করণ

বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সমালোচন

সহিত

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি-এ, এম-বি

কর্ত্তৃক

—সম্পাদিত—

কলিকাতা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

১৩৩২

মূল্য ১॥০ মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভাদুড়ী,
জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং—
৩৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা



বী-প্রেস,
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
৩৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

ব্রজাঙ্গনা-কাব্য—

তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যের প্রথম সর্গে দেবেন্দ্র-রমণী সম্বন্ধে একস্থলে আছে,—

"———————বিরহবিধুরা,
ভ্রান্তি দূতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে।"

এইখানে পদাঙ্কদূতের * পদাঙ্ক সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়;—

"গোপী ভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দী বরাক্ষ
উন্মত্তেব স্খলিতকবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালম্।
অত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতী সহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম॥"

পদাঙ্কদূতের এই "বিরহবিধুরা", "ভ্রান্তিদূতী-সহায়া", "উন্মত্তেব গোপী"ই হইল ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের বীজ এবং এই বীজ কবির মনঃক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল সম্ভবতঃ তিলোত্তমাসম্ভব রচনার পূর্ব্বেই। মধুসূদন তিলোত্তমা রচনা শেষ করিয়া, জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও বিদ্যাপতির "পদাবলী" আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন তাঁহার বন্ধুবর ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে বলিলেন—"মধু, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি

---

* পদাঙ্কদূতম্—পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম ইহার রচয়িতা। ইঁহার আদি নিবাস শান্তিপুরে ছিল। পরে ইনি নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া সেইখানেই বাস করিতেন। ১৬৪৫ শকাব্দে এই কাব্যখানি রচিত হয়।

শোনাতে পার?" মধুসূদন যাহা লিখিবেন বলিয়া সংকল্প করিতেছিলেন। হঠাৎ ভূদেবের মুখ হইতে ঠিক, তাহারই ইঙ্গিত পাইয়া, তিনি অধিকতর আগ্রহে তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষিপ্র হস্তে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রজাঙ্গনা নামক এই গীতি-কাব্য খানি রচনা করিলেন। এই সময়ে একদিন তাঁহার পরিচিত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামক জনৈক ভদ্রলোক কবির মুখে পাণ্ডুলিপির কিছু-কিছু আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইলে, উদার-স্বভাব মধুসূদন তৎক্ষণাৎ এই কাব্যের স্বত্বাধিকার প্রদান করিয়া ছাপিবার জন্য পাণ্ডুলিপিখানি ঐ ভদ্রলোকের হস্তে প্রদান করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তারিখে মধুসূদনের লিখিত এক পত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি ব্রজাঙ্গনা রচনা শেষ করিয়া এবং ছাপিতে দিয়া, পরে মেঘনাদ-বধ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।—

"I enclose the opening invocation of my মেঘনাদ। You must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry has pronounced it magnificent. By the bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old রাধা and her বিরহ।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মধুসূদন মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা "এক সঙ্গে রচনা" করেন নাই। *

---

* "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত"-লেখক মহাশয়ের উক্তি —"মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা এক সঙ্গে রচনা" ভ্রান্তিমূলক। ব্রজাঙ্গনা কাব্যখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইয়াছিল—এমন কি, মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রথম ভাগ

এই গীতিকাব্যখানি মধুসূদনের প্রথম গীতিকাব্য; এবং দুঃখের বিষয় যে. উহাই তাঁহার শেষ গীতিকাব্য—ইচ্ছা থাকিলেও মনশ্চাঞ্চল্যে তিনি আর গীতিকাব্য লিখিতে পারেন নাই। তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যে যিনি বঙ্গ-সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন এবং মেঘনাদবধ-কাব্যে ঐ ছন্দের যথেষ্ট পরিপুষ্টি সাধন করিলেন, তাঁহারই লেখনী হইতে, ঐ দুই খানি কাব্য রচনার মধ্যে সুমধুর মিত্রাক্ষরের এই গীতি-কাব্যখানি রচিত হইতে দেখিয়া তাৎকালিক সাহিত্যসমাজ বাস্তবিকই চমকিত হইয়াছিলেন। শুধু চমকিত নহে,—বহু দিনের পরে এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্যখানিতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মজ্জাগত রসের আস্বাদন পাইয়া তাঁহারা মুগ্ধও হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমাশ্রুতে সিক্ত এই বাঙ্গালা দেশে রাধাভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত। বৈষ্ণব-যুগের পরে বহুকাল ধরিয়া আর কোন কবি রাধাভাবের এমন করুণ চিত্র বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরেন নাই। মধুসূদনের নিকট হইতে এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত দান—আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহা মাধুর্য্যে মহান্!

মধুসূদন বৈষ্ণব-পদাবলীর আলোচনা-কালে দেখিয়াছেন যে, তাহাতে কৃষ্ণবিরহে রাধিকার উন্মাদাবস্থা পরোক্ষ-ভাবে সখীদের মুখে বর্ণিত হইলেও, সাক্ষাৎ-ভাবে উন্মাদিনী

(পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পরে, উহার দ্বিতীয় ভাগের শেষ সর্গ যখন ছাপা হইতেছিল, এমন সময়ে ব্রজাঙ্গনা মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে বাহির হয়। (ঐ জীবন চরিতের ৩য় সংস্করণের ৪৩ সংখ্যক পত্র দেখ)। বোধ হয়, এইজন্যই ব্রজাঙ্গনা রচনার কাল-সম্বন্ধে কবির জীবনচরিতকার মহাশয়ের ভ্রান্তি ঘটিয়াছে।

রাধিকার চিত্র কোথাও নাই। তাই তিনি পদাঙ্কদূতের বিরহবিধুরা, ভ্রান্তিদূতী-সহায়া, উন্মত্তা গোপীকে উপাদেয় উপাদান-বস্তু-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া, আগাগোড়া রাধিকার ভূমিকায় এই গীতিকাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। কবি এই কাব্যে উদ্‌ভ্রান্তা রাধিকাকে ব্রজের পূর্ব্বস্মৃতির যত কিছু স্থান, সেই সব স্থানে ঘুরাইয়াছেন। সর্ব্বত্রই রাধিকার পূর্ব্বস্মৃতির hallucination, এবং কৃষ্ণ-সেবিত সকল স্থলেই রাধিকার অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি।

প্রথমেই, "বংশীধ্বনি ;"—(ইহা কি বন্ধুবর ভূদেবের অনুরোধ স্মরণে ?)—ব্রজে কৃষ্ণ নাই, তথাপি রাধিকার উদ্‌-ভ্রান্ত কর্ণে বংশীধ্বনি হইতেছে ;—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে বাঁশরী রে" ইত্যাদি।

এই ঘোর বিরহের দিনে সখীর ফুল তুলিবার বা ফুলমালা গাঁথিবার কথাই নয়, তবু উদ্‌ভ্রান্ত রাধিকা তাঁহার ভ্রান্ত দৃষ্টিতে পূর্ব্বস্মৃতির ফুলরাশি দেখিয়া সখীকে অনুযোগ করিতেছেন ;—

"কেন এত ফুল, তুলিলি, স্বজনি,
ভরিয়া ডালা ?"—ইত্যাদি। *

কৃষ্ণচূড়া-ফুল দেখিয়া ধরণীর প্রতি উন্মাদিনীর রাগ !—

"মোর কৃষ্ণচূড়া কেন পরিবে ধরণী ?"

* বহুকাল পূর্ব্বে (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে) তখন আমি কলিকাতায় বি-এ শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে ব্রজাঙ্গনার এই কবিতাটী স্থলে-স্থলে দু'একটী কথা সংযোগ-বিয়োগ করিয়া, খাম্বাজ-একতালায় গান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। গোলদীঘির ধারে বন্ধুবর্গের সহিত বসিয়া গান করিতাম। গানটী এই—

গোধূলি-কালে গোকুলের গাভীকুল গোষ্ঠে ফিরিতেছে, অথচ "রাখাল-চূড়ামণি" নাই দেখিয়া পাগলিনীর বিষাদ ;—

"আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব !"

কৃষ্ণ যে গোকুলেই নাই রাধিকার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে এ কথা স্মরণই হইতেছে না !

ব্রজে বসন্তের সুষমা দেখিয়া উন্মত্তা রাধিকার মনে কি চমৎকার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি !—

"আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব !"

মধুর বসন্তে কুঞ্জে-কুঞ্জে কতই শোভা ! সেখানে হয়ত কৃষ্ণ থাকিতে পারেন ;—

"কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুল-রতনে !"

"কেন এত ফুল তুলিলি স্বজনি,
(যতন করিয়ে), ভরিয়ে ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, (কহ লো, স্বজনি,)
পরে কি রজনী, তারার মালা ?
আর কি পরিব কভু ফুলহার ?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার ?
আশ বধুতার, কে আছে আমার ?—
হতভাগিনী ব্রজের বালা !
হায় লো, দোলাবি মালা কার গলে ?
আর কি সে নাচে তমালের তলে ?
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙ্গি পিকবর,
উড়ে গেছে, মোরে করে শোকাকুলা !
কবি মধুভণে, শুন ব্রজাঙ্গনে,
পাবে লো রমণে, রবে না জ্বালা।।

গানটী অতি শীঘ্র মুখে-মুখে প্রচারিত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত বড়ই লোক-প্রিয় ছিল। এখন আর ঐ গানটী কাহারও মুখে শুনিতে পাই না ; তাই এখানে গানটী লিপিবদ্ধ করিলাম।

নিকুঞ্জময় কুসুম প্রস্ফুটিত, সৌরভে দিক্‌সকল আমোদিত, পিককুল-কাকলী ও ভ্রমর-গুঞ্জনে বনভূমি মুখরিত। রাধিকা ভাবিতেছেন:—

"পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী,
ধূপরূপে পরিমল আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গম কলকল মঙ্গলধ্বনি।"

আর ভাবিতেছেন যে, এ সময়ে নিকুঞ্জে নিশ্চয়ই নিকুঞ্জবিহারী বিরাজ করিতেছেন। তাই তিনি সখীকে বলিতেছেন;—

"চল লো, নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি!
পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে
দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব-পদে,
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে।
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।" ইত্যাদি

এবং পূজা শেষে—

"চির-প্রেম বর মাগি ল'ব ওগো ললনে!"

এইখানে উন্মাদিনী রাধিকার মানসিক শ্যামপূজার শেষ হইল বটে, কিন্তু চিরবিরহী মানবের চিরন্তন কামনার করুণ-ধ্বনি পাঠকের হৃদয়ে রণিত হইয়া উঠিল!

এই কাব্যে ব্রজের কৃষ্ণবিরহ যেন বিরহোন্মাদিনী রাধিকার মূর্ত্তি ধরিয়া ব্রজের চারিদিকে হাহাকার করিয়া বেড়াইয়াছে,—কোথাও কৃষ্ণ আছেন ভাবিয়া, কোথাও কৃষ্ণ আসিতে পারেন ভাবিয়া, ও কোথাবা কৃষ্ণ থাকিতেন ভাবিয়া;—সকল

স্থলেই উন্মাদিনীর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি—কোথাও মননে, কোথাও স্মরণে, কোথাও বা অন্বেষণে!

কাব্যখানির ভাষাও বেশ বিষয়োপযোগী ও গীতিকবিতারই উপযুক্ত। ছন্দও স্বাধীন মিত্রাক্ষর—বাঁধাবাঁধি পয়ার, ত্রিপদী বা চতুষ্পদী নহে;—ভাষা ও ছন্দ যেন ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে। উপমা-রূপকাদি অলঙ্কার সংস্কৃতের আদর্শে। মধুসূদনের এই গীতিকাব্যখানিতে কি আদর্শে, কি ভাবে বা ভঙ্গিতে, কোন অংশেই পাশ্চাত্য প্রভাবের চিহ্ন লক্ষিত হয় না। মধুসূদন এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্যখানিতে বাঙ্গালীর প্রাণ দিয়া বাঙ্গালীর মজ্জাগত রাধাভাবের একটা সুন্দর অভিব্যক্তি দিয়াছেন।

মধুসূদন রাধা-ভাবের রস-মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছেন জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে। কিন্তু তাঁহাদের রাধিকায় ভোগ-লালসার প্রাচুর্য্য দেখিয়া, তিনি এই কাব্যে ভোগ-লালসার অতীত দিব্যোন্মাদের যে অনাবিল রসমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা—বৈষ্ণবাদর্শ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নয়। মধুসূদনের প্রাণে বৈষ্ণব-ভাব থাকিলেও, তিনি সাধক-বৈষ্ণব ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত। শুধু কাব্য-প্রতিভা-বলে কাব্যাংশে সাধক-কবির কতখানি সমকক্ষ হইতে পারা যায়, এই ব্রজাঙ্গনা-কাব্যখানি তাহার চমৎকার নিদর্শন। তবে, চণ্ডীদাসের সহিত মধুসূদনের তুলনাই হইতে পারে না, ব্রজাঙ্গনা-প্রসঙ্গে নব্য-বৈষ্ণবপন্থী কেহ-কেহ একথা ভাবিয়া দেখেন না। বৈষ্ণব-কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয়ভাবাবিষ্ট (আধুনিক ভাষায় "মিষ্টিক্") কবি

কিন্তু মধুসূদন, জয়দেব-বিদ্যাপতি-প্রমুখ বৈষ্ণব-কবিদিগের ন্যায় প্রধানতঃ বস্তুতন্ত্রের—রূপরসাদির কবি। চণ্ডীদাস রূপরসাদি স্পর্শ করেন না, এমন নয়; কিন্তু রূপ-রসাদির মধ্যে তিনি অবস্থান করেন না। রূপ-রসাদি স্পর্শ-মাত্র করিয়া তিনি অতীন্দ্রিয় ভাব-রাজ্যে উঠিয়া পড়েন। তাঁহার যত-কিছু ভাব-লীলা, কবিত্ব-সৌন্দর্য্য, সে সবই ভাব-জগতে। মধুসূদন এই শ্রেণীর কবি নহেন। জয়দেব-বিদ্যাপতির ন্যায়, রূপরসাদির রাজ্যই মধুসূদনের কবিত্ব-ক্ষেত্র এবং তাঁহার যাহা-কিছু কবিতা-মাধুরী, তাহা রূপ-রসাদির ক্ষেত্রেই মুঞ্জরিত। যদি কোন বৈষ্ণব কবির সহিত মধুসূদনের তুলনাই করিতে হয়, তবে বিদ্যাপতির সঙ্গেই তুলনা করা চলে এবং সে তুলনায় মধুসূদনকে কোন অংশেই হীন বলা চলে না। বরং জয়দেবের ন্যায় বিদ্যাপতির অনেক স্থলে যে-ভোগলালসার আধিক্য লক্ষিত হয়, মধুসূদনের এই দিব্যোন্মাদিনী রাধিকায় বিষয়-গুণে তাহার অবসরাভাব। বৈষ্ণব-তত্ত্বে রাধিকার এই দিব্যোন্মাদ, তন্ময়তার চরম পরিণতির পরিচায়ক। তাই উহা রাধাভাবের একটি উচ্চ স্তর বলিয়া পরিগণিত। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনায় রাধিকার আদর্শ এই স্তরের। তাঁহার এক পত্র হইতে ইহার একটু ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। পত্রখানিতে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক রসিকতার ভঙ্গিতে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন,—

"—Mrs Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have

been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours"

বৈষ্ণব-কবিদিগের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে মাধুর্য্য-ভাবাত্মক লীলারস পরিস্ফুটনের একটা গুহ্য (Esoteric) দিক্ ও ভাব আছে—যাহা সাধক-বৈষ্ণব ভিন্ন অপরের অধিগম্য নহে। মধুসূদন কবি হইলেও "বৈষ্ণব"-কবি ছিলেন না; আর তাঁহার প্রাণে বৈষ্ণব-ভাব থাকিলেও তিনি সাধক-বৈষ্ণব ছিলেন না। কাযেই তিনি কেবলমাত্র সাহিত্যিকের চক্ষে পদাবলী-সাহিত্যের বাহ্য (Exoteric) দিক্‌টা দেখিয়াই উহার স্থল-বিশেষকে কুৎসিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পরে বঙ্কিমচন্দ্রও ঠিক ঐ কারণেই বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যকে "মদন মহোৎসব" নাম দিয়া উহার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন।*

যাহা হউক, মধুসূদন পদাবলী-সাহিত্য হইতেই রাধা-ভাবের একটা উচ্চতর স্তরের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়াই, তিনি উহাতে ভোগ-লালসার প্রাচুর্য্যে ব্যথিত হইয়াছিলেন।

---

* শুধু বৈষ্ণব-সাধনার নহে, সকল ধর্ম্মের সাধনাঙ্গেরই একটা গুহ্যদিক্ ও ভাব আছে। বৈষ্ণব সাধকের কাছে পদাবলী-সাহিত্য কেবলমাত্র সাহিত্য ও কবিত্ব নহে, উহা তাঁহার সাধনায় (Emotional realisation এর) সহায়। শ্রীচৈতন্য, রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ-সাধকের সহিত নিভৃতে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলীর রস পরমানন্দে আস্বাদন ও উপভোগ করিতেন। সুতরাং এরূপ সাহিত্যের কেবলমাত্র বাহ্যদিক্ দেখিয়া ও বাহ্যভাব লইয়া নিন্দা করা সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে সমীচীন নহে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি, তাহার নিগূঢ় সাধনাই বা কিরূপ এবং সেই সাধনায় পদাবলী-সাহিত্যই বা কতটা সহায়—এ সব গোড়ার কথা আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

তাই, তিনি বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত তন্ময়তার পরিচায়ক দিব্যোন্মাদ-অবস্থা অবলম্বনে মহাভাবময়ীর তন্ময়-ভাবের অনাবিল একটী রসমূর্ত্তি, যতখানি তাঁহার কবিত্ব-শক্তিতে সম্ভব, তাহাই দিয়া গিয়াছেন।

বৈষ্ণব-সাধক এ কাব্যে প্রাণের পরিচয় পাইতে পারেন কি, না,—বলিতে পারি না;—কারণ, সাধকের অনুভূতি আমার নাই। তবে, সাহিত্যিক অনুভূতিতে এই কাব্যখানি যে বেশ প্রাণময় ও রসাল, তাহা এই কাব্যখানির প্রতি পাঠক-সমাজের সুদীর্ঘকালব্যাপী সমাদরই প্রকৃষ্ট রূপে সপ্রমাণ করিতেছে। এই ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে নবযুগের ভাব ও ভাষার মধ্য দিয়া উন্মাদিনী রাধায় বৈষ্ণব-প্রেমের যে নির্ম্মল রসচিত্র আমরা পাইয়াছি, বঙ্গসাহিত্য-সৌধে তাহা চিরোজ্জ্বলভাবে বিরাজমান থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগের প্রারম্ভে বৈষ্ণব-সাহিত্যের মাধুর্য্য ভাবাত্মক এই গীতিকাব্যখানি যদি নব শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনে আদর্শ-রাধাভাবেরউন্মেষ-কল্পে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়া থাকে;—যদি পাশ্চাত্যমুখ নব্য বাঙ্গালীকে তাহার নিজস্ব ধন বৈষ্ণবাদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিখাইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্য খানি রচনা করিয়া মধুসূদন ধন্য হইয়াছেন, বলিতে হইবে।

বীরাঙ্গনা-কাব্য

মেঘনাদবধ-কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ (ষষ্ঠ হইতে নবম সর্গ পর্য্যন্ত) রচনা শেষ করিয়া মধুসূদন "সিংহল-বিজয়" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, কি জানি কেন, কয়েক ছত্র মাত্র লিখিয়াই তাহা ফেলিয়া রাখিয়া বীরাঙ্গনা-নামক এক-খানি পত্রিকা-কাব্য কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই লিখিয়া ফেলেন। তাঁহার ঐ সময়ে লিখিত পত্র আছে—

"I have only written 20 or 30 lines of the new Epic. In fact, I have laid it by for a time only I hope. But within the last few weeks I have been scribbling the thing to be called বীরাঙ্গনা i.e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lovers or lords. There are to be 21 Epistles and I have finished eleven. These are being printed off, for I have no time to finish the remainder."

সঙ্কল্পিত ২১ খানি পত্রিকার ১১ খানি বীরাঙ্গনা-কাব্য নামে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। * বাকি পত্রিকাগুলির মধ্যে মধুসূদন কয়েকখানি লিখিতে

---

* ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম-প্রথম অমিত্রচ্ছন্দের সৌন্দর্য্য ধরিতে পারেন নাই। পরে, তিনি ইংরাজীতে অমিত্রচ্ছন্দ আবৃত্তি আরম্ভ করিয়া ক্রমে বাঙ্গালা কাব্যে ঐ ছন্দ প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন।

আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ঐ সময়ে ইউরোপ-যাত্রার চিন্তায় তাঁহার মনশ্চাঞ্চল্য ঘটায় কোন পত্রিকাই শেষ করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে, আরব্ধ 'সিংহল-বিজয়' কাব্যের ২০।৩০ পংক্তি, যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার পর আর ইহাতেও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের (Ovidius) Heroic Epistles-নামক পত্রিকা-কাব্য পড়িয়া বঙ্গ ভাষায় ঐরূপ সাহিত্যের প্রচলনের প্রয়াসী হইয়া মধুসূদন "বীরাঙ্গনা"-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ওভিদের ন্যায় ২১ খানি পত্রিকাই লিখিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু অর্থাভাবে তিনি ১১ খানি পত্রিকা লিখিয়া ছাপিতে দিয়াছিলেন। তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, প্রথম ভাগ বীরাঙ্গনা-কাব্যখানির বিক্রয়-লব্ধ অর্থে দ্বিতীয় ভাগ ছাপাইবার সুবিধা হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ঘটনাচক্র অন্য রূপে পরিবর্ত্তিত হইল। মনশ্চাঞ্চল্যে তিনি আর বাকি পত্রিকা-গুলি লিখিতেই পারেন নাই। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের তাঁহার স্মারক লিপিতে ছিল—

"It is my intention, God willing, to finish this poem (বীরাঙ্গনা-কাব্য) in XXI Books. But I must print the XI already finished. The proceeds of the sale of the 1st part must defray the expenses of printing the second. "Born an age too soon."—A time will come when these works of mine will fill the pockets

---

তাই, মধুসূদন অমিত্রচ্ছন্দের এই শেষ কাব্য খানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়া মঙ্গলাচরণচ্ছলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

of printers, booksellers, printers, *et hoc-genus omne*, and now I am obliged to "shell out."

ওভিদ্-নামক রোমক কবির Heroic Epistles পাশ্চাত্যপুরাণে সুপরিচিত নায়িকাগণ কর্তৃক তাঁহাদের পতি বা প্রণয়ীদের প্রতি লিখিত পত্রিকা-কাব্য। ইহা পড়িয়াই, মধুসূদন আমাদের পুরাণ অবলম্বনে বঙ্গসাহিত্যে একখানি পত্রিকা-কাব্য রচনা করিতে ইচ্ছা করেন। তাহারই ফল "বীরাঙ্গনা-কাব্য।" ইহা ভিন্ন, এই পত্রিকাগুলি রচনায় মধুসূদন আর কোন রূপেই ওভিদের নিকট ঋণী নহেন।

কোন-কোন সমালোচক এই "বীরাঙ্গনা" শব্দটির সাধারণ অর্থ (বীরের অঙ্গনা বা বীরা অঙ্গনা) বুঝিয়া কোন-কোন পত্রিকার অসঙ্গতিতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ বীরাঙ্গনার অর্থ কবি নিজে যাহা দিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইলে, আর কোনই গোল থাকে না। "বীরাঙ্গনা *i.e* Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their lover or lords." পরে চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর আরম্ভে আত্ম-পরিচয়ে কবি লিখিয়াছেন—

—"বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীরজায়া-পক্ষে বীরপতিগ্রামে।"

এখানেও বুঝিতে হইবে যে, কবি "বীর" শব্দ 'পৌরাণিক নায়ক-নায়িকা' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। * 'বীর' শব্দের

* পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের কাব্য-নাটকাদিতে, পৌরাণিক উপাখ্যানে, প্রধান নায়ক-নায়িকা যথাক্রমে Hero ও Heroine বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

সাধারণ অর্থ ধরিতে গেলে, অনেকগুলি পত্রিকার বিষয়ের সহিত "বীর" নামের সঙ্গতি থাকে না।

সংস্কৃত-সাহিত্যে স্থল-বিশেষে নারী কর্ত্তৃক পতি বা প্রণয়-পাত্রকে পত্র-লিখন যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল, তাহা নহে। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটকে বিরহবিধুরা শকুন্তলা কর্ত্তৃক পত্র লেখার উল্লেখ আছে। ভাগবতে রুক্মিণীদেবী শ্রুতনামা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপূর্ব্ব-পূর্ব্বরাগের ভাবে পত্র লিখিয়া এক ব্রাহ্মণের দ্বারা উহা দ্বারকানাথের কাছে প্রেরণ করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যের নানাস্থানে নারীজন-কর্ত্তৃক প্রণয়-পাত্রকে পত্র লেখার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র সাহিত্য-দর্পণে দেখা যায়—"লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ নার্য্যাভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে।" মধুসূদনও তাঁহার এই কাব্যের প্রচ্ছদ-পত্রে ঐ শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়া এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে এরূপ পত্রের উল্লেখ থাকিলেও, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, এমন পত্রিকা নাই বলিলেই হয়। তাই, ওভিদের পত্রিকা-গুলি পড়িয়া কবি বাঙ্গালায় ঐরূপ কয়েকখানি পত্রিকা—যাহা পত্রিকা-কাব্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, এমন কতকগুলি পত্রিকা লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্যে এগারখানির বেশী রচনা করিতে পারেন নাই। আমাদের পুরাণ-প্রসিদ্ধ ১১জন নারী নির্ব্বাচন করিয়া, যাঁহার উপাখ্যানের যে অংশে পত্র লিখন কাব্যাংশে সঙ্গত ও শোভন, কবি সেই অংশ অবলম্বন করিয়া পত্রিকাগুলি রচনা করিয়াছেন।

অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে এই বীরাঙ্গনাই তাঁহার তৃতীয় ও শেষ কাব্য। তিলোত্তমাসম্ভব প্রথম, মেঘনাদবধ দ্বিতীয়, অবশেষে এই বীরাঙ্গনা। তিনখানি কাব্যের ভাষা ও ছন্দ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বলা যাইতে পারে যে, কোন্‌খানির পর কোন্‌খানি রচিত। তিলোত্তমাসম্ভবে ঐ ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তন,—ভাষা কর্কশ ও জড়তাময় এবং ছন্দ আড়ষ্ট। মেঘনাদবধ প্রথমভাগের রচনায় ঐ সব দোষ অধিক না থাকিলেও স্থলে-স্থলে ছিল, এবং উহার দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সেই সব স্থলের সংস্কার করিতে হইয়াছিল। ঐ কাব্যের দ্বিতীয়-ভাগ রচনায় দেখা যায় যে, ছন্দে ও ভাষায় কবির হাত সুস্পষ্টরূপে পরিপক্ক। অবশেষে বীরাঙ্গনা-কাব্যের রচনায় দেখা যায় যে, কাব্যের ভাষা ও ছন্দ যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে হয়, তাহাই হইয়াছে—কোথাও কর্কশতার লেশ-মাত্র নাই; ভাষা সুললিত ও সরল এবং ছন্দ সর্ব্বত্রই মধুর ও সঙ্গীতস্বাদ-বিশিষ্ট। অবশ্য, বিষয়-গুণে ভাষার লালিত্যের তারতম্য হইয়া থাকে। তাই দেখা যায় যে, তিলোত্তমাসম্ভবে, তিলোত্তমার সৃষ্টি ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা-বর্ণনার ভাষা পূর্ব্ববর্ত্তী তিন সর্গের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর সুমধুর। মেঘনাদবধ-কাব্যের চতুর্থ সর্গে বর্ণিত সীতা ও সরমার কথোপকথন সরল, সুললিত ও সুমধুর ভাষার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। বীরাঙ্গনা রচনার কালে কবির লেখনী সুপরিপক্ক ত বটেই; তা ছাড়া, বিষয়-গুণেও পত্রিকাগুলি অতি সুমধুর হইবার কথা, এবং হইয়াছেও তাহাই।

বীরাঙ্গনার আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার পত্রিকা-

গুলিতে বিষয়-বৈচিত্র্যহেতু সুন্দর রস-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়— এক-এক পত্রিকার বিষয়, ভাব ও রস এক-এক রূপ। তাই পত্রিকাগুলি পড়িতে কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। প্রত্যেক পত্রিকাখানি নব-নব রসে অনুপ্রাণিত ও নব-নব ভাবে পল্লবিত। এই কাব্যখানি, আকারে ক্ষুদ্র হইলেও কাব্যাংশে এমন মনোহর পত্রিকা-সাহিত্য আর কোথাও আছে কি না, জানি না। এখন আমি একে-একে পত্রিকা-গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

শকুন্তলা-পত্রিকা।—তপোবন-পালিতা সরলা বালা শকুন্তলাকে তপোবনেই বিবাহ করিয়া, রাজা দুষ্মন্ত চলিয়া গেলেন। কোথায় তিনি স্বল্পদিনের মধ্যে সমাদরে ও সমারোহে শকুন্তলাকে প্রাসাদে লইয়া যাইবেন; না, একবারে বিস্মৃত! মাসের পর মাস চলিয়া যাইতে লাগিল। এ অবস্থায় গর্ভবতী স্ত্রীর মনের ভাব সহজেই অনুমেয়। দুর্ব্বাসার অভিশাপের কথা প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া শকুন্তলাকে জানায় নাই। কাজেই শকুন্তলা প্রতিনিয়তই রাজার লোক-জনের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। পবন-স্বনন শুনিলে বা ধূলারাশি দেখিলেই ভাবেন,—ঐ বুঝি রাজার লোকজন আসিতেছে;—

''হাদে দেখ্ সই, এতদিনে আজি
স্মরিলা, লো, প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে!
ওই দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে!
ওই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে ''

কিন্তু প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া মুনির শাপের কথা জানে। তাই তাহারা শকুন্তলার এইরূপ ভাব দেখিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না; কিন্তু তাহাদের বুক ফাটিয়া যাইতেছে;—

"নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ংবদা.
কাঁদে অনসূয়া-সই বিলাপি' বিষাদে।"

শকুন্তলার এইরূপ জাগ্রত স্বপ্নে পত্রিকাখানি বড়ই হৃদয়-গ্রাহী। পত্র-শেষে শকুন্তলা লিখিতেছেন যে, বনবাসী পত্র-বাহক রাজপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে কি না, রাজসভায় গিয়া রাজহস্তে পত্রখানি দিতে পারিবে কি না, জানি না—

"কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে. আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে।
জীবনের আশা, হায়. কে ত্যজে সহজে !"

এই বিরহ-লেখন খানি উপেক্ষিতা বিবাহিতা-স্ত্রীর আদর্শ প্রেম-পত্রিকা। কাব্য-জগতে শকুন্তলা যেমন অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এই পত্রিকাখানিও তেমনি সরলা বিরহ-পীড়িতা তপোবন-বালিকার মনোভাবের মনোহর আলেখ্য !

তারা-পত্রিকা ঃ—বিশিষ্ট কারণে এই পত্রিকা-খানি এ সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।

রুক্মিণী-পত্রিকা ঃ—এই পত্রিকাখানি রুক্মিণীর অপার্থিব কৃষ্ণপ্রেমের সুচারু অভিব্যক্তি। বাল্য হইতে তিনি পিতৃগৃহে সমাগত সাধুসজ্জনদিগের মুখে কৃষ্ণাবতারের কথা শুনিয়া, তাঁহাকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। এখন যৌবনারম্ভে ভ্রাতা তাঁহাকে শিশুপালের

পাণিগ্রহণ করাইতে প্রয়াসী! এই অবস্থায় কৃষ্ণৈক প্রাণা রুক্মিণীর মনোভাবকে উপাদান-বস্তু করিয়া, কবি এই পত্রিকা-কাব্যে অপূর্ব্ব পূর্ব্বরাগের কাব্যচিত্রখানি রচনা করিয়াছেন। ভাগবতের রুক্মিণী-পত্রিকায় যে মনোভাব রেখাঙ্কিত মাত্র, বীরাঙ্গনার এই রুক্মিণী-পত্রিকায় তাহা নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল ও সমুদ্ভাসিত প্রেম-ভক্তির এক অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর চিত্র।

কেকয়ী-পত্রিকা ঃ—রামায়ণে আছে, রামের রাজ্যাভিষেকের বিপুল উদ্যোগ হইতে থাকিলে, দাসী মন্থরার পরামর্শে কেকয়ী দুর্জ্জয় অভিমানে রোষাগারে প্রবেশ করেন। কিন্তু মধুসূদন সে পন্থায় না গিয়া, কেকয়ীকে দিয়া দশরথের প্রতি এই পত্রিকাখানি লিখাইয়াছেন। কাব্যাংশে রামের রাজ্যাভিষেক-কালই কেকয়ীর পক্ষে স্বামীর কাছে পত্র লিখিবার উপযুক্ত অবসর। রাজা নিজকৃত প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছেন। তাই, তাঁহার আদরের ছোটরাণী অভিমান-ভরে সময়োপযোগী তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপবাণে রাজার মর্ম্মে-মর্ম্মে আঘাত যেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা করিয়াছেন। শেষে যেরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও আদরিণী রাণীর পক্ষে বড়ই স্বাভাবিক।

"কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে?
যাহা ইচ্ছা কর, দেব, কার্ সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বীতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী! দেশ-দেশান্তরে

ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে,—
পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !” ইত্যাদি

রোষাগারে প্রবেশ করিয়া অভিমান প্রদর্শন, ঘটনা-হিসাবে মন্দ নহে ; কিন্তু কাব্যাংশে এই পত্রিকাখানি কেকয়ীর তাৎকালিক মনোভাবের চমৎকার কাব্য-চিত্র !

“থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল। দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি ?
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি। বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়স, তবু লজ্জাহীন তুমি !)
যুবরাজ পুত্র রাম, জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ,—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি’ আমি।
পিতৃমাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন ; প্রবেশিতে তব পাপপুরে।”

স্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধা মহিষীর বিষদিগ্ধ এই বাক্যবাণ গুলি প্রকৃতই নারীজনোচিত হইয়াছে।

সুর্পণখা-পত্রিকা।—কবি নিজেই বলিয়াছেন যে, এই পত্রিকাখানি পড়িতে হইলে, বাল্মীকি-বর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে ভুলিতে হইবে। বস্তুতঃ, রাক্ষসেরা যখন

মায়াবী অর্থাৎ ইচ্ছামত মায়ারূপ ধারণ করিতে সমর্থ, তখন কাব্যানুরোধে এই প্রেম-যাচ্ঞা-পত্রিকায় শূর্পণখাকে সুরূপা করিয়া দেখাইয়া কবি কাব্যোচিত কার্য্যই করিয়াছেন ;—

"—কোন্ যুবতীর নবযৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব ? অনিমেষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে।"

পঞ্চবটী-বনে শূর্পণখা দেখিয়াছেন যে, রামের সহিত তাঁহার স্ত্রী আছেন ; কিন্তু লক্ষ্মণ "একাকী"। তাই তিনি ভাবিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ অবিবাহিত। এ অবস্থায় বিধবা রাক্ষস-কন্যার পক্ষে লক্ষ্মণের কাছে প্রেম-যাচ্ঞা অসঙ্গত নহে। তাহা ছাড়া, যদি বিবাহও করিতে হয়, তাহা হইলে ভ্রাতা রাবণ সমাদরে সে কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ;—

"চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণলঙ্কাধামে।
সমপাত্র মানি তোমা', পরম আদরে
অর্পিবেন শুভক্ষণে রক্ষঃকুলপতি
দাসীরে কমল-পদে। কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা ; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী।"

কাব্যাংশেও পত্রিকাখানি প্রকৃত প্রেমের পূর্ব্বরাগের উপযোগী হইয়াছে। রাক্ষস-কন্যা হইলেও তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের স্থান থাকিতে পারে, এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

এই নবযৌবনে সুপুরুষ লক্ষ্মণ, শিরে জটাজূট ধারণ করিয়া, উদাসীনের বেশে পঞ্চবটী-বনে ভ্রমণ করিতেছেন, কি

দুঃখে? যে দুঃখেই হউক, রাবণের ভগিনী সূর্পণখা তাহা দূর করিতে প্রস্তুত। যদি লক্ষ্মণ শক্র-কর্তৃক পরাভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, ভব-বিজয়িনী রক্ষ-অনীকিনী, চাই কি, লঙ্কার কুল-দেবতা স্বয়ং চামুণ্ডা লক্ষ্মণের পক্ষে যুদ্ধ করিবে! যদি অর্থে লক্ষ্মণের প্রয়োজন, তাহা হইলে সূর্পণখা বলিতেছেন—

"—অলকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মন; নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি' দিব রত্নজালে।"

এ পৃথিবীর সুখ-সম্পদের ত কথাই নাই, যদি মর্ত্ত্যে বসিয়া স্বর্গের সুখভোগ লক্ষ্মণের বাসনা, তবে রাবণের প্রসাদে সূর্পণখা তাহাও যোগাইতে প্রস্তুত। আর যদি উদাসীন থাকিয়া জীবন যাপন করাই লক্ষ্মণের অভিপ্রায়, সূর্পণখা তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহে;—

"—অম্লান বদনে
এ বেশ-ভূষণ ত্যজি,' উদাসিনী-বেশে
সাজি', পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব।

* * *

দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগিয়ে দুজনে।"

এইরূপে পত্রিকাখানি আদ্যন্ত কবিত্বে মণ্ডিত।

দ্রৌপদী-পত্রিকা।—পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাহিতা হইবার পরে, দ্রৌপদীর প্রিয়তম পতি অর্জ্জুনের সুদীর্ঘ স্বর্গ-প্রবাস-কালই দ্রৌপদীর পক্ষে এই বিরহ-পত্রিকাখানি লিখিবার উপযুক্ত অবসর। একেই ত তিনি পাণ্ডব-

দিগের সহিত মনোদুঃখে বনবাস করিতেছিলেন, তাহার উপর প্রিয়তম পতির এই সুদীর্ঘ প্রবাস! স্বর্গে ইন্দ্রালয়ে তিনি ইন্দ্রের প্রিয় অতিথি। সেখানে ভোগ-সুখের কোনও অভাবই নাই। তাহা ছাড়া, প্রলোভনের সামগ্রীও স্বর্গে সুপ্রচুর। এই-সকল ভাবিয়া মর্ত্ত্যের বিরহদগ্ধা পত্নীর স্বভাবতঃই মনে হয়,—

"—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা?"

সেখানে কত দেবভোগ, কত সুরবালা, কত অপ্সরা!—এমত অবস্থায় অর্জ্জুনের বিরহে দ্রৌপদীর মনে নানা আশঙ্কা হওয়াও বিচিত্র নয়। প্রকৃত আশঙ্কা না হইলেও, প্রবাসী স্বামীর প্রতি ঐ উপলক্ষ্যে একটু রঙ্গ-রসের অবতারণা করা দ্রৌপদীর ন্যায় সুরসিকা পত্নীর পক্ষে বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

তারপর, ভাবের আবেগে দ্রৌপদী বিবাহের পূর্ব্বকার ও পরেকার অনেক কথাই অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাব-মণ্ডিত করিয়া বলিয়াছেন। শেষে, অর্জ্জুনকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিবার সময়ে, স্বর্গের পারিজাত গোটাকতক আনিবার অনুরোধ করিতেও ভুলেন নাই।

"ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে—
পারিজাত; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে।"

বৃহৎ অনুরোধের সহিত কি সুন্দর স্ত্রীজনোচিত এই ক্ষুদ্র অনুরোধটী! এদিকে বিরহে কণ্ঠাগতপ্রাণ, স্বামীকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলা হইতেছে, আবার সেই একই নিঃশ্বাসে পারিজাত-ফুল আনিবার জন্য অনুরোধ! কবি এখানে স্ত্রী-চরিত্রের উপর এক কথায় কি সুন্দর কটাক্ষই করিয়াছেন

অবশেষে অর্জ্জুনের অভাবে বনবাসে তাঁহারা কি ভাবে কাল কাটাইতেছেন, সে সকল কথা বলিয়া অর্জ্জুনের মর্ত্ত্যে প্রত্যাগমনেচ্ছাকে আরও বলবতী করা বুদ্ধিমতী-স্ত্রীজনোচিতই হইয়াছে। সর্ব্বশেষে সুমধুর কান্তা-বাক্য ও আশার বাণী ;—

"পাণ্ডবকুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি !
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ সমরে—
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে ; নাশিবে কৌরবে ;
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডুকুলরাজে ;—
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে ;
এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে ;—
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি !

প্রিয়তমা পত্নীর মুখে এরূপ উত্তেজনাময়ী আশার বাণী শুনিয়া কোন্ স্বামীর হৃদয় উৎসাহে উল্লসিত না হয় ? এই উৎসাহেই অর্জ্জুন ফিরিয়া আসিবেন—ইহাই এই কান্তা-বাক্যের সুন্দর সার্থকতা।

ভানুমতী-পত্রিকা :—এই পত্রিকাখানি আগা-গোড়া কান্তা-বাক্য। ভীষণ কুরুক্ষেত্র-সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমবেত ও ভারতের রাজন্যবর্গ একত্র হইয়া কুরু-পাণ্ডবদিগের মহাপ্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছে। প্রতিনিয়ত সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের সংবাদ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পরিবারবর্গ শুনিতে পাইতেছেন। ঘোরতর বিপদের কাল আসন্নপ্রায়। এই সময়েই ভানুমতীর পক্ষে কান্তা-বাক্যে দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিবার

উপযুক্ত অবসর। তখন ভানুমতীর মনের অবস্থা কিরূপ, পত্রিকার প্রথমেই সেই কথা ;—

"কভু যাই দেবালয়ে ; কভু রাজোদ্যানে ;
কভু গৃহচূড়ে উঠি,' দেখি নিরখিয়া—
রণস্থল। রেণুরাশি গগন আবরে—
ঘন ঘনজালে যেন ; জ্বলে শররাশি,
বিজলীর ঝলাসম ঝলসি নয়নে !" ইত্যাদি।

* * *

কাঁদে কুরুবধূ যত ! কাঁদে উচ্চ রবে,
মায়ের আঁচল ধরি' কুরুকুল-শিশু,—
তিতি' অশ্রুনীরে, না জানি কি হেতু !
দিবানিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।"

কুরুগৃহে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কি ভয়ানক মনশ্চাঞ্চল্য, দিবানিশি কি মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন-ধ্বনি !—সদ্যো বিধবাদিগের ক্রন্দন ত আছেই, তা ছাড়া সধবারাও আসন্ন বৈধব্যে আশঙ্কিত হইয়া দিবানিশি কাঁদিতেছে ! ভানুমতী ইঁহাদের অন্যতম। বিবহের পর হইতেই তিনি পাণ্ডবদিগের প্রতি স্বামী দুর্য্যোধনের কুব্যবহার দেখিয়া আসিতেছেন। এদিকে আবার হিংসাপরতন্ত্র দুর্য্যোধনাদির প্রতি পাণ্ডবদিগের সদ্‌ব্যবহারও লক্ষ্য করিয়াছেন। আজ দুর্য্যোধন সেই পাণ্ডবদিগের বিনাশে কুরুক্ষেত্র-রণে প্রবৃত্ত ! ভানুমতী স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, দুর্য্যোধন কুরুকুলের কুপুত্র হইলেও কুমতি শকুনির ও গর্ব্বী কর্ণের পরামর্শেই তাঁহার হিতাহিত-জ্ঞান একেবারেই বিদূরিত হইয়াছে। এ যুদ্ধে কুরুকুলের

সর্ব্বনাশ, এবং ভানুমতীর অদৃষ্টে বজ্রাঘাত অনিবার্য্য! দিবা-নিশি এই কথা ভাবিতে-ভাবিতে ভানুমতীর এখন নিদ্রাতেও সুখ নাই;—নিদ্রা আসিলেই তিনি স্বপ্ন দেখেন,—

"শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে!
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ! বাম করে
গাণ্ডীব কোদণ্ডোত্তম! ইরম্মদ-তেজা
মর্ম্মভেদী দেবঅস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে।" ইত্যাদি

এইরূপ দিবানিশি দুর্য্যোধনের প্রাণনাশ-ভয়ে ভীতা ভানুমতী এক রাত্রিতে স্বপ্নে যে ভবিষ্যৎ ঘটনা-সকল দেখিয়াছিলেন, তাহাই উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন—

"———দেখিনু তরাসে
যতদূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি!
বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিনী-রূপে;
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে; হতগতি অশ্ব; রথাবলী
ভগ্ন; শত-শত শব! কেমনে বর্ণিব
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল মশানে!
দেখিনু রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি!" ইত্যাদি

স্বপ্নে অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার করাল ছায়া দেখিয়া তিনি পত্রশেষে বলিতেছেন,—পরম হিতৈষিণী স্ত্রীর মতই বলিতেছেন:-

"এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি'!
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী!
কি অভাব তব, কহ? তোষ পঞ্চজনে;

"তোষ অন্ধ বাপ মায়, তোষ অভাগীরে,—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি !"

দুঃশলা-পত্রিকা—ভানুমতী-পত্রিকার ন্যায় এই পত্রিকাখানিও কান্তা-বাক্য। স্বামী জয়দ্রথ, শ্যালক দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য নিজরাজ্য সিন্ধুদেশ হইতে আসিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার পত্নী, ধৃতরাষ্ট্রকন্যা দুঃশলা দেবীও স্বামীর সঙ্গে আসিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতেছেন। এই ভীষণ যুদ্ধে পিতৃকুলের জন্য, বিশেষতঃ স্বামীর জন্য, উৎকণ্ঠিতা হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই প্রতিদিন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয় যখন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যুদ্ধের ঘটনা সকল বিবৃত করিতে থাকেন, তখন উৎকণ্ঠিতা কন্যাও পিতার নিকট বসিয়া সঞ্জয়ের মুখে সেই-সব যুদ্ধবার্ত্তা না শুনিয়া থাকিতেই পারেন না, ইহা বলা বাহুল্য।

এখানে একটী অবান্তর কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। ভানুমতী ঐ বাড়ীর বধূ; কাযেই তাঁহার পত্রিকায় দেখা যায়—

"স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা।"

কিন্তু দুঃশলা ঐ বাড়ীর কন্যা বলিয়া, তাঁহার পত্রিকারম্ভে আছে,—

"————মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ পিতৃ পদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা।"

বাড়ীর বধূ ও কন্যার আচরণের এই সামান্য প্রভেদটুকু দেখাইতে কবি বিস্মৃত হয়েন নাই।

যুদ্ধবার্ত্তা শুনিতে-শুনিতে সঞ্জয়ের মুখে দুঃশলা শুনিলেন যে, বূ্যহমধ্যে অর্জ্জুনের বীরপুত্র অভিমন্যুকে কুরুপক্ষের সপ্তরথীর কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পরে তাঁহারা একত্র হইয়া অভিমন্যুকে নিহত করিলেন। ইহার পরেই সঞ্জয় বলিয়া উঠিলেন,—

"———উঠ, কুরুকুলপতি!
পূজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু!
ওই দেখ, কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনি
অধীর বিষম শোকে!"—ইত্যাদি।

জয়দ্রথ সদলবলে বূ্যহমুখ রোধ করিয়াছেন; তাই বীর অভিমন্যু সপ্তরথী-বেষ্টিত হইয়া ব্যূহ মধ্যে নিহত হইলেন। এই সংবাদে ভীমবাহু অর্জ্জুন পুত্রবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য মুহুর্মুহু গাণ্ডীব আস্ফালন করিতে-করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন;—

"কোথা জয়দ্রথ এবে—রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত;
তুমি হে বসুধা, শুন; তুমি জলনিধি,
তুমি স্বর্গ, শুন; তুমি পাতাল, পাতালে;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা; জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে! না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি!
অগ্নিকুণ্ডে পশি' তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে!"—

পুত্রশোকে মুহ্য ক্রোধান্ধ, প্রচণ্ড-গাণ্ডীব-ধারী অর্জ্জুনের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া দুঃশলার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয় ;—

"অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু ! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে চেড়ী পিতার আদেশে।"

পরে জ্ঞানলাভ করিয়া, দুঃশলা কান্তা-বাক্যে স্বামীকে নানারূপে বুঝাইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে লিখিতেছেন। এই কাল-সমরে কুরু-কুল ধ্বংস হইবে—এই ভবিষ্যঘটনার সমর্থন-স্বরূপ দুর্য্যোধনের জন্মকালে যে-যে অমঙ্গল-সূচক ঘটনা ঘটিয়াছিল, দুঃশলা যেমন শুনিয়াছেন, নারীজনোচিত ভাবে পতির কাছে সে কথাগুলি বিবৃত করিতে ভুলিলেন না ;—

"————শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে !
নাদিল কাতরে শিবা ; কুক্কুর কাঁদিল
কোলাহলে ; শূন্যমার্গে গর্জ্জিল ভীষণে
শকুনি-গৃধিনীপাল ! কহিলা জনকে
বিদুর,—সুমতি তাত,—'ত্যজ এ নন্দনে,
'কুরুরাজ ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা
সে কথা ! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে !
ফলিল সে ফল এবে,—নিশ্চয় ফলিল !"

তাই দুঃশলা বলিতেছেন,—তুমি সিন্ধুদেশের অধিপতি, সে সুখের রাজত্ব ছাড়িয়া কায কি তোমার এ কাল-সমরে যোগ দিয়া ?—

"তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি
মম হেতু, প্রাণনাথ ; দেখ ভাবি' মনে,
সম-প্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি !
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে ;—
কুটুম্ব উভয় তব !—আর কি কহিব ?
কি ভেদ, হে, নদদ্বয়ে,—জন্ম হিমাদ্রিতে ?"

যদি দোষগুণ ধরিতে চাও, তবে—

"ভ্রাতার সুকীর্ত্তি যত, জাননা কি তুমি ?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী।"

তারপর, দুঃশলা, অর্জ্জুনের বীরপণা, এবং কুরুসেনানায়ক-দিগের অকর্ম্মণ্যতার উদাহরণ দিয়া, পরে বলিতেছেন,—

"এ কালাগ্নিকুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ?
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে ?"

ইহার পর দুঃশলা কান্তা-বাক্যের চরম করিলেন,—শিশু মণিভদ্রের উল্লেখ করিয়া ;—যদি মণিভদ্রের কথা ভাবিয়াও জয়দ্রথ ফিরিয়া আসেন, এই আশায়।

দুঃশলা এমনও আশঙ্কা করিতেছেন যে, হয়ত তাঁহার স্বামী ভাবিতে পারেন, কুরুপক্ষে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি থাকিতে, মহারথী কর্ণ থাকিতে, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও গদাপাণি

দুর্য্যোধন থাকিতে, তাঁহার ভয় কি? তাই দুঃশলা বলিতেছেন,—পতিগতপ্রাণা কান্তার মতই বলিতেছেন,—

"শুনো না নাথ, ও মোহিনী বাণী!
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে!
মুদি আঁখি ভাবো,—দাসী পড়ি' পদতলে,—
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে!"

অবশেষে দুঃশলার মিনতি;—

"———এস ছদ্মবেশে,
না ক'য়ে কাহারে কিছু! অবিলম্বে যাব
এ পাপ-নগর ত্যজি' সিন্ধুরাজালয়ে!
কপোতমিথুন-সম যাব উড়ি' নীড়ে!—
ঘটুক যা থাকে ভাগে। কুরুপাণ্ডুকুলে।"

দুঃশলার এই ঘোর বিপদের দিনে চরম কান্তা-বাক্য এই পত্রিকাখানি।

জাহ্নবী-পত্রিকা—মনে হয়, একজন লেখক ইংরাজী "রোম্যান্টিক্" শব্দের বাঙ্গালা করিয়াছিলেন, "রোমাঞ্চকর"। ঐ অর্থে এই পত্রিকাখানি বাস্তবিকই রোম্যান্টিক্। শান্তনু ও জাহ্নবীর বিবাহ, দাম্পত্য-অবস্থা এবং অবশেষে শান্তনুকে ছাড়িয়া জাহ্নবীর প্রস্থান—সবই অতিমাত্রায় বিস্ময়কর। শাপভ্রষ্টা জাহ্নবী দেবী অভিশপ্ত অষ্টবসুকে গর্ভে ধারণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মর্ত্ত্যে আসেন: পরে, রাজা শান্তনুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সে সময়ে শান্তনুর সহিত কথা ছিল যে, জাহ্নবীর কোনও কার্য্যে রাজা প্রতিবাদ করিলেই, তৎক্ষণাৎ তিনি চলিয়া যাইবেন

অভিশপ্ত অষ্টবসুকে একে-একে জন্ম-মাত্রই গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের মর্ত্ত্যবাসের সংক্ষেপ করিয়া দিবেন, বসুদিগের কাছে জাহ্নবী এরূপ প্রতিশ্রুতাও ছিলেন। বিবাহান্তে জাহ্নবী কর্তৃক উপর্য্যুপরি সাতটী শিশুর ঐরূপ নিধনে, রাজা অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়াও পত্নীর প্রতি প্রীতিবশতঃ জাহ্নবীকে কিছুই বলেন নাই। অবশেষে অষ্টম বসুকে (ইনিই মহাভারতের দেবব্রত ভীষ্ম—আদি-পর্ব্ব দেখ) জাহ্নবী ঐরূপে গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিতে চাহিলে, শান্তনু আপত্তি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অঙ্গীকার-ভঙ্গ হইল দেখিয়া, শিশুটীকে সঙ্গে লইয়া জাহ্নবী চলিয়া গেলেন। ইহাতে পত্নীর বিরহে রাজা বড়ই কাতর হইয়া, গঙ্গাতীরে বহুকাল কাটাইতে থাকিলে, জাহ্নবী দেবী, বয়ঃপ্রাপ্ত সেই বালককে দিয়া শান্তনুর কাছে এই পত্রখানি প্রেরণ করেন। ইহাতে ঐ সমস্ত কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, জাহ্নবী বলিতেছেন,—

"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবোনা আমারে!

* * *

তরুণ যৌবন তব;—যাও ফিরি' দেশে;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা-নগরী!
যাও ফিরি,' নরবর, আন গৃহে বরি,'
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে; কর রাজ্য সুখে

* * *

—পূর্ব্ব কথা ভুলি',
করি' ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ

"প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্র-নন্দিনী,
রুদ্রেন্দ্র-গৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে !

* * *

লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি'
হস্তিনায়, হস্তিগতি ! অন্তরীক্ষে থাকি'
তবপুরে, তব সুখে হইব, হে, সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি' দিবানিশি !

কি sublime ! অদ্ভুত রসের কি রোমাঞ্চকর অভিব্যক্তি ! আগাগোড়া, বিস্ময় এই পত্রিকাখানির স্থায়িভাব।

উর্ব্বশী-পত্রিকা—স্বর্গের অপ্সরা-শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশী তাঁহার সখী চিত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়া কুবের-ভবন হইতে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে হিরণ্যপুরবাসী কেশী-নামক দৈত্য তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। রাজা পুরুরবা সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রত্যাগমন-কালে আকাশপথে অন্যান্য অপ্সরাগণের মুখে ঐ কথা শুনিয়া দৈত্য-হস্ত হইতে সখীসহ উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। মূর্চ্ছান্তে উর্ব্বশী রাজার রূপ দর্শনে মনে-মনে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্তা হইয়া পড়েন। এ অবস্থায় স্বর্গে এক রাত্রিতে দেবগণ সমক্ষে একখানি নাটকের অভিনয়-কালে উর্ব্বশীর মুখ হইতে অকস্মাৎ ভুলক্রমে এমন কথা বাহির হইল, যাহা নাটকাভিনয়ের অপ্রাসঙ্গিক, অথচ রাজা পুরুরবার প্রতি প্রণয়াসক্তি-ব্যঞ্জক। ফলে, স্বর্গীয় নাট্যাচার্য্য ভরত-ঋষির শাপে তখনই উর্ব্বশী স্বর্গভ্রষ্টা হইলেন। মর্ত্ত্যে আসিবার পূর্ব্বে তিনি এই পত্রখানি লিখিয়া সখী চিত্রলেখাকে দিয়া রাজা পুরুরবার কাছে প্রেরণ করেন।

কিরূপে তিনি স্বর্গভ্রষ্টা হইলেন, পত্রিকারম্ভে সেই কথা বলিয়া, পরে রাজা কর্ত্তৃক দৈত্যহস্ত হইতে তাঁহার উদ্ধার এবং চেতনাপ্রাপ্তির পর তাঁহার সম্বন্ধে রাজা যাহা-যাহা বলিয়াছিলেন, সেই-সব কথার উল্লেখ করিয়া, রাজার প্রতি উর্ব্বশীর মন যে কিরূপ আসক্ত হইয়াছে, পত্রিকায় তাহাই কবিত্বের সহিত সুন্দর ভাবে বর্ণিত।

উর্ব্বশীর এই প্রেমগাম্ভীর্য্য রূপজ মোহের চাকচিক্যে ঝল্‌মল্ করিতে থাকিলেও, উহা গভীর কৃতজ্ঞতার সূত্রে গ্রথিত বলিয়া মনোরম। রূপজ-মোহাত্মক হইলেও, এ প্রেম গাঢ় কৃতজ্ঞতায় মহিমান্বিত। পত্রিকাখানি রোম্যান্টিক্ প্রেমের সুন্দর আদর্শ। পত্র-শেষে উর্ব্বশী লিখিয়াছেন,—

"থাকিব নিরখি' পথ, স্থির-আঁখি হ'য়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ!—নিবেদনমিতি।"

জনা-পত্রিকা—যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের জন্য অশ্বের সহিত অর্জ্জুন দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া মাহেশ্বরী পুরীতে আসিলে, সেখানকার রাজা নীলধ্বজের পুত্র প্রবীর অর্জ্জুনকে বাধা দেন এবং অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন। নীলধ্বজ এই সংবাদে কোথায় প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন, না, একেবারে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় পুত্রঘাতী শত্রুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁহার সহিত পরম মিত্রতা স্থাপন করিয়া, পরিশেষে তাঁহার সহিত হস্তিনাপুরে যাইতেও স্বীকৃত হইলেন! তাহাতে তদীয় মহিষী, ক্ষত্রিয়-কন্যা জনা স্বামীর এই কাপুরুষোচিত ব্যবহারে ব্যথিতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে এই পত্রিকাখানি লিখিয়াছেন।

ইহাতে জনা-হৃদয়ের ক্ষত্র-তেজ ছত্রে-ছত্রে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিস্ফুরিত—

———"তব সিংহাসনে
বসেছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি রতনে!

* * *

———"কেমনে তুমি, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম এই কি নৃমণি?"

তারপরে, তিনি ক্ষোভে, রোষে, পাণ্ডব-চরিতের, কুন্তীর, দ্রৌপদীর, এমন কি, ব্যাসদেবের আচরণের প্রতিকূল ব্যাখ্যা করিয়া মনের রাগ ব্যক্ত করিতে কিছু মাত্র বাকি রাখেন নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ-সভায় ক্রুদ্ধ শিশুপাল যেমন কৃষ্ণ-চরিতের প্রতিকূল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এখানে পুত্র-শোকে পাগলিনীপ্রায় ক্ষত্র-কন্যা জনার উক্তিও তদ্রূপ। এই কটূক্তি সকল পড়িবার সময়ে পাঠকের মনে রাখিতে হইবে যে, ক্রুদ্ধা ফণিনীর মুখে বিষই উদ্গীর্ণ হইয়া থাকে!

মহারথী অর্জ্জুনের বীর-চরিত-গর্ব্বকেও খর্ব্ব করিতে জনা কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই;—

"জানি আমি কহে লোক রথিকুলপতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ;—বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম-বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি

স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল।
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট, কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র-রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী! দ্রোণাচার্য্য গুরু—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি! বসুন্ধরা গ্রাসিল সরোষে
রথচক্র যবে, হায়, যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ—
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথি-প্রথা কি, হে, এই, মহারথি?"

তারপর মৃত পুত্রের উদ্দেশে মাতৃজনোচিত হৃদয়-বিদারী শোকোচ্ছ্বাসের পর অবশেষে জনা বলিতেছেন—

"যাও চলি মহাবল যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি'
চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্রকুলবালা আমি; ক্ষত্রকুলবধূ;—
কেমনে এ অপমান স'ব ধৈর্য্য ধরি'?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত নগরে
লভি অন্তে! যাচি চিরবিদায় ও পদে!"

হস্তিনাপুরে আমোদ-প্রমোদ শেষ করিয়া

"ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি'
নরেশ্বর, 'কোথা জনা ?' বলি' ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি—'কোথা জনা ?' বলি !"

মাত্র দুইটি ছত্রে রাজপুরীর ভীষণ শূন্যতার শব্দচিত্রে স্তম্ভিত হইতে হয় !

কৃষ্ণনগর
বৈশাখ, ১৩৩২

শ্রীদীননাথ সান্যাল



"আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব!"

ব্রজাঙ্গনা-কাব্য

"গোপীভর্ত্তুর্বিরহ বিধুরা———
উন্মত্তেব———।" (পদাঙ্কদূত)

প্রথম সর্গ

বিরহ

বংশীধ্বনি

(১)

নাচিছে কদম্ব-মূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকা-রমণ।
চল, সখি! ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।

নাচিছে ইত্যাদি—বিরহোন্মাদহেতু রাধিকার মনে পূর্ব্বস্মৃতি এখন প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। রসশাস্ত্রে উক্ত আছে, প্রোষিত-ভর্তৃকারা যথাক্রমে দশদশা প্রাপ্ত হয়েন—

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপোব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দ্দশাদশঃ॥"

চাতকী আমি, স্বজনি! শুনি জলধর-ধ্বনি,
কেমনে ধৈরয ধরি' থাকি, লো, এখন?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কূল,
চল, ভাসি প্রেমনীরে ভেবে ও চরণ।

অর্থাৎ—চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশদশা।

রাধিকার এখন অষ্টম দশা অর্থাৎ উন্মাদাবস্থা। এই অবস্থায় বাঞ্ছিতের জন্য তদেকাগ্রচিত্ততা-হেতু ভ্রান্তি জন্মে। এই ভ্রান্তি বশতঃই রাধিকা, যেখানে কৃষ্ণ থাকিতেন, বাঁশরী বাজাইতেন ইত্যাদি, সেই সেই স্থলে এখন কৃষ্ণ না থাকিলেও, ভাবিতেছেন যে, কৃষ্ণ আছেন, বাঁশী বাজাইতেছেন ইত্যাদি। এই কাব্য বিরহবিধুরা রাধিকার উন্মাদ-জনিত ভ্রান্তির (Hallucination) অভিব্যক্তি।

সংস্কৃত পদাঙ্কদূতের প্রথম শ্লোক হইতে কবি স্বয়ং এই কাব্যখানির প্রচ্ছদ-পত্রে তাহার আভাস দিয়াছেন—

"গোপীভর্ত্তুর্বিরহ বিধুরা—
উন্মত্তেব—।" (পদাঙ্কদূত)

সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—

"গোপীভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী
উন্মত্তেব স্খলিত-কবরী নিশ্বসন্তী বিশালম্।
অত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতীসহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনা মঞ্জুকুঞ্জং জগাম॥"

ভাবার্থ—কৃষ্ণ-বিরহবিধুরা ইন্দীবরাক্ষী রাধিকা আলুলায়িত-কেশা হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে-ফেলিতে যেন উন্মত্তা হইয়াই—এইখানেই শ্রীকৃষ্ণ আছেন—এই ভ্রান্তিকেই দূতী করিয়া শীঘ্র গৃহ পরিত্যাগ করতঃ যমুনাতীরস্থ মঞ্জুকুঞ্জে গমন করিলেন।

(২)

মানস-সরসে, সখি ! ভাসিছে মরাল, রে,
কমল-কাননে।
কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে ?
যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে,
মদন-রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে ?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর-অরি,
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে ?

এই উন্মাদ-দশার লক্ষণ—

"সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতোহস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদইতি কথ্যতে ॥"

অর্থাৎ—সকল অবস্থায়, সকল স্থানে সর্ব্বদা তদ্গত চিত্তে "এই বুঝি সেই প্রিয়জন" এইরূপ ভ্রান্তির নাম "উন্মাদ"। তদ্গতচিত্ততা-মূলক এইরূপ ভ্রান্তিই এই কাব্যখানির মজ্জা। এই সঙ্কেতটুকু মনে রাখিয়া এই কাব্যখানি পড়িলে তবে ইহার নিগূঢ় করুণ-রসটুকুর মধুর আস্বাদন পাওয়া যাইবে।

চাতকী আমি—জলধররূপী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-পিপাসায় চাতকীর মত।

জলধর-ধ্বনি—(শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষে) মুরলী-ধ্বনি।

মানস-সরসে—পক্ষান্তরে, রাধিকার মনে।

মরাল—(সরস-শোভাকরত্ব-ব্যঞ্জক)। পক্ষান্তরে, রাধিকা-মানসহংস শ্রীকৃষ্ণ।

কমলিনী—পক্ষান্তরে, রাধিকা।

শম্বর-অরি—মদন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

(৩)

ওই শুন, পুনঃ বাজে, মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী !
সুমন্দ মলয় আনে, ও নিনাদ মোর কানে,
আমি শ্যাম-দাসী।
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে,—
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাসী ?
সৌদামিনী ঘন সনে, ভ্রমে সদানন্দ-মনে,
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী ?

(৪)

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জ-বনে, রে,
যথা গুণমণি।
হেরি' মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের ফুল-ফাঁদ,
পাতিছে ধরণী।
কি লজ্জা! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধনে লোভে সে রমণী ?
চল, সখি! শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই—
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে, লো স্বজনি ?

ওই শুন পুনঃ বাজে—(রাধিকার ভ্রান্তি-ব্যঞ্জক)।
শরমের ফাঁসি—লোকলাজের বন্ধন!
ফুটিছে কুসুমকুল—(রাধিকার ভ্রান্তি ব্যঞ্জক)।
ফুল-ফাঁদ—শ্যাম-বিহঙ্গকে ধরিবার জন্য।
পাতিছে ধরণী—(পাঠান্তর—পাতে লো, পাতিল)।
কি লজ্জা—ছয় পতি থাকিতে, আবার শ্যামচাঁদের প্রতি লোভ, ধরণীর পক্ষে লজ্জার কথা।
ছয় ঋতু বরে যারে—ধরণী ষড়-ঋতু-সেবিতা।

(৫)

সাগর-উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে-দেশে, রে,
অবিরাম গতি ;—
গগনে উদিলে শশী, হাসি' যেন পড়ে খসি'
নিশি রূপবতী ;
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে র'ব আমি ?—ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশু-নিধি দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ-আঁধারে আমি ? ধিক্ এ যুকতি !

(৬)

নাচিছে কদম্ব-মূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকা-রমণ ।
চল, সখি ! ত্বরা করি', দেখি গে' প্রাণের হরি,
গোকুল-রতন।
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে ! স্মরি' ও রাঙা-চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা' শ্রীমধুসূদন ।
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেম-মধু করিয়া যতন ।

সাগর উদ্দেশে—(দূরত্ব ব্যঞ্জক) ।

গগনে—(দূরত্ব ব্যঞ্জক) ।

দুয়ারে—(নৈকট্য ব্যঞ্জক)।

দুয়ারে নাগর মোর—(রাধিকার ভ্রান্তি ব্যঞ্জক) ।

দিয়াছে আমায় বিধি—(রাধিকার ভ্রান্তি ব্যঞ্জক)।

জলধর

(১)

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি ! কি শোভা গগনে !
সুগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী-সহ ঘন,
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ-মনে ।
ইন্দ্রচাপ-রূপ ধরি', মেঘরাজ-ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে ।

(২)

লাজে, বুঝি, গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন !
মদন-উৎসবে এবে, মাতি' ঘনপতি সেবে,
রতিপতি-সহ রতি ভুবনমোহন !
চপলা চঞ্চলা হ'য়ে, হাসি' প্রাণনাথে ল'য়ে,
তুষিছে তাহায়, দিয়ে ঘন আলিঙ্গন ।

সুগন্ধ-বহ-বাহন—(ঘনের বিশেষণ ।) গন্ধ বহ অর্থে বায়ু । 'সু' এখানে বাহনের উৎকর্ষ ব্যঞ্জক।

মেঘরাজ-ধ্বজোপরি—মেঘরাজের রথের ধ্বজার উপরে ।

কামকেতু—মদনের নিশান ।

লাজে বুঝি ইত্যাদি—মেঘোদয়ে সূর্য্য ঢাকা পড়ে । (এখানে) যে মেঘের মদনোৎসব দেখিয়া সূর্য্য 'লাজে' চক্ষু মুদিলেন।

(৩)

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকা-রব করি',
হেরি' ব্রজ-কুঞ্জবনে, রাধা, রাধা-প্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল-সুন্দরী ।
উড়িতেছে চাতকিনী, শূন্য-পথে বিহারিণী,
জয়ধ্বনি করি' ধনী—জলদ-কিঙ্করী ।

(৪)

হায় রে, কোথায় আজি শ্যাম-জলধর !
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে, নাথ ! একাকিনী,
রাধারে ভুলিলে কি, হে রাধা-মনোহর ?
রত্নচূড়া শিরে পরি', এস বিশ্ব আলো করি',
কনক-উদয়াচলে যথা দিনকর ॥

(৫)

তব অপরূপ রূপ হেরি', গুণমণি !
অভিমানে ঘনেশ্বর, যাবে কাঁদি' দেশান্তর,
আখণ্ডল-ধনু লাজে পালাবে অমনি ;
দিনমণি পুনঃ আসি', উদিবে আকাশে হাসি',
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী ।

নাচিছে শিখিনী সুখে—(মেঘোদয়ে)
উড়িতেছে চাতকিনী—(মেঘ-দরশনে)
জলদ-কিঙ্করী—জলদ-সেবিকা । 'কিঙ্করী' বা দাসী প্রণয়িণী অর্থেও ব্যবহৃত হয় ।
শ্যাম জলধর—জড় জগতের 'জলধর' দেখিয়া রাধিকার মনে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইতেছে । রূপে উভয়েই শ্যাম ।
তব প্রিয় সৌদামিনা—শ্যাম-জলধরের প্রিয়া রাধা-সৌদামিনী । এখানে রাধিকার রূপের ধ্বনি সুন্দর ।
রত্নচূড়া—দিনকর-পক্ষে, উজ্জ্বল কিরীট । শ্যাম-পক্ষে, মোহন চূড়া ।

(৬)

নাচিবে গোকুল-নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয়-হিল্লোলে, সরসী-রূপসী-কোলে
রুণু-রুণু মধু-বোলে বাজায়ে কিঙ্কিণী।
বসাইও ফুলাসনে, এ দাসীরে তবসনে,
তুমি নব জলধর, এ তব অধীনী !

(৭)

অরে আশা, আর কি, রে, হ'বি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে,
পতি-হারা রতি কি, লো, পাবে রতি-পতি ?
মধু কহে, হে কামিনি ! আশা মহা মায়াবিনী,
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি ?

যাবে কাঁদি—(ঘন-শ্যামের রূপের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক।)

লাজে—(শ্যামের রত্নচূড়ার উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক।)

যথা কমলিনী—(সূর্য্যোদয়ে)

পতিহারা রতি—হর-কোপানলে মদন দগ্ধ হইলে, রতিও বিরহ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন এবং পরে মদনকে পাইয়াছিলেন।

যমুনা-তটে

—∞—

(১)

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি !
কি কহিছ, ভাল ক'রে কহ না আমারে।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি !
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ?

(২)

তপন-তনয়া তুমি ; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা' শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে ;
জন্ম তব রাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে)
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে ?
তুমি কি জান না, সেও রাজার নন্দিনী ?

কহ রাধিকারে—(সমবেদনায় সহানুভূতি আনে বলিয়া)। নদীর ন্যায় রাধিকাও বিরহিণী ।

তেঁই কাদম্বিনী পালে তোমা—রাজার কন্যা বলিয়া কাদম্বিনী শৈলরাজ গৃহে তোমায় পালন করে। পক্ষান্তরে, মেঘ জলদানে নদীকে পালন করে।

শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে—পর্ব্বতাধিরাজ হিমালয়ের কাঞ্চনময় গৃহে। যমুনার উৎপত্তি-স্থল হিমালয়।

ফুলে—(উৎকৃষ্টতা ব্যঞ্জক)।

সেও রাজার নন্দিনী—রাধিকা গোপরাজ বৃষভানুর কন্যা।

(৩)

এসো, সখি ! তুমি আমি বসি এ বিরলে ।
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে ;
তব কূলে, কল্লোলিনি ! ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে !

(৪)

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ !
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা, জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দন-চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন !
আর কি এ সবে সাধ আছে, গো, রাধার ?

(৫)

তবে যে সিন্দূর-বিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে ।
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি ! সীমন্তে মম
জ্বলিছে এ রেখা আজি, কহিনু তোমারে—
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে !

(৬)

বসো আসি', শশিমুখি ! আমার আঁচলে,
কমল-আসনে যথা কমলবাসিনী ।
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি, লো, আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি !
এসো, গো, বসি দুজনে এ বিজন স্থলে !

সখি—(যমুনাকে সম্বোধন) । সম দুঃখে 'সখী' ।
গোপিলে—গোপন করিলে ।
শশিমুখি—যমুনা সুন্দরী বলিয়া শশিমুখী ।

(৭)

কি আশ্চর্য্য ! এত ক'রে করিনু মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি ?
এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে,
তুমিও কি ঘৃণিলা, গো, রাধায়, স্বজনি ?
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বতি ?

(৮)

হায় রে, তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি ?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী !
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে ! তব সঙ্গিনী,
অর্পেণ সাগর-করে তিনি তব পাণি।
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি !

(৯)

মৃদু হাসি' নিশি আসি' দেখা দেয় যবে,
মনোহর-সাজে তুমি সাজ, লো কামিনি !—
তারাময় হার পরি', শশধরে শিরে ধরি',
কুসুম-দাম কবরী, তুমি, বিনোদিনি !
দ্রুতগতি পতি-পাশে যাও কলরবে।

মনোহর সাজে—নিশায় নিজ জলে চন্দ্র-তারাদি প্রতিবিম্বিত করিয়া মনোহর শোভা ধারণ করে।

(১০)

হায় রে, এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার ?
কে জানে এ ব্রজ-জনে রাধার যাতন ?
দিবা অবসান হ'লে, রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর-তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন ;
নলিনীর যত জ্বালা—এত জ্বালা কার ?

(১১)

উচ্চ তুমি, নীচ এবে আমি, হে যুবতি !
কিন্তু পর-দুঃখে দুঃখী না হয় যে জন,
বিফল জনম তার, অবশ্য সে দুরাচার ;
মধু কহে, মিছে, ধনি, করিছ রোদন,—
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি ?

কে আছে রাধার—রাধার সম দুঃখিনী।

যদিও ইত্যাদি—ইহাও ত্রিভুবনের দুঃখ বটে ; কিন্তু ইহা নলিনীর দুঃখের মত বিষম নহে।

নলিনীর যত জ্বালা—(নলিনী যেমন জ্বলে—১ম সংস্করণ)।

উচ্চ তুমি—(সৌভাগ্যে)। যমুনার সৌভাগ্যের কথা কথিত হইয়াছে।

নীচ এবে আমি—রাধিকাও শ্যাম-প্রেমে খুব 'উচ্চ' ছিলেন ; কিন্তু 'এবে' শ্যামের বিরহে দুর্ভাগ্যবতী হইয়াছেন।

ময়ূরী

(১)

তরুশাখা-উপরে, শিখিনি!
কেন, লো, বসিয়া তুই বিরস-বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরো কি পরাণ কাঁদে ?—
তুইও কি দুঃখিনী ?
আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি ?

(২)

আয়, পাখি! আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি-করি' ভাবি, লো, নীরবে ;
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে ?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ?
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে!

(৩)

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি' যবে উড়ে সে গগনে!
স্বর্ণ-বর্ণ শক্র-ধনু, রতনে খচিত তনু,
চূড়া শিরোপরে ;
বিজলী কনক-দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর!

কার না জুড়ায় আঁখি শশী—চন্দ্র কাহার নয়নকে তৃপ্ত না করে ?

নবীন নীরদে ইত্যাদি—নব জলধর দেখিয়া সুখী হয় বলিয়া ময়ূরী মেঘের প্রণয়িনী বলিয়া কল্পিত।

(৪)

কিন্তু ভেবে দেখ, লো কামিনি !
মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে !
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি
করে, রে শিখিনি ?
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে, কেন রাধা কুলকলঙ্কিনী !

(৫)

তরুশাখা—উপরে, শিখিনি !
কেন, লো, বসিয়া তুই বিরসবদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরো কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী ?
আহা, কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে ?
মধু কহে, যা কহিলে, সত্য; বিনোদিনি !

রতনে খচিত তনু—(ইন্দ্র-ধনুর উজ্জ্বল-বর্ণত্ব ব্যঞ্জক)।
কেন রাধা কুল-কলঙ্কিনী—(শ্যাম-রূপের মোহ ব্যঞ্জক)।

পৃথিবী

(১)

হে বসুধে, জগত-জননি!
দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে!
যবে দশানন-অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি, গো, রাখিলা বরাননে!—
তুমি, ধনি, দ্বিধা হ'য়ে বৈদেহীরে কোলে ল'য়ে
জুড়ালে তাহার জ্বালা, বাসুকি-রমণি!

(২)

হে বসুধে! রাধা বিরহিণী!
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে?
শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগী জ্বলে,
তারে যে কর না তুমি মনে?
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জ্বালা
হায়, এ কি রীতি তব, হে ঋতুকামিনি!

বিসর্জ্জিলা হুতাশনে—রামচন্দ্র পুনরায় সীতার অগ্নি পরীক্ষা লইতে চাহিলে, সীতার অনুরোধে, জননী বসুন্ধরা দ্বিধা হইয়া তাঁহাকে বক্ষে স্থান দিয়াছিলেন।

তাহার জ্বালা—দ্বিতীয় বার অগ্নি-পরীক্ষার প্রস্তাবে সীতার মনোদুঃখ।

অভাগী জ্বলে—শ্যাম-বিরহানলে রাধারও অগ্নি-পরীক্ষা।

ঋতু-কামিনি—ঋতু-পত্নী বসুধাকে সম্বোধন। ইহার পূর্ব্বে 'বংশীধ্বনি'তে ধরণী সম্বন্ধে আছে—"ছয় ঋতু বরে যারে"।

(৩)

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বসুন্ধরে ?
তা হলে বন-শোভিনী
জীবন যৌবন-তাপে হারা'ত তাপিনী—
বিরহ দুরূহ দুহে হরে !
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখনা, মেদিনি !
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর-দাবানলে !

(৪)

আপনি তো জান, গো ধরণি !
তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি ।
তার শুভ-আগমনে
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রতি !
অলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ন শত-শত,
তাহার বিরহ-দুঃখ ভেবে দেখ, ধনি !

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—(অগ্নির এক নাম 'শমীগর্ভ') ।
বন-শোভিনী—শমী ।
তাপে—(বিরহ-অনলের) ।
দুহে হরে—বিরহানল, জীবন ও যৌবন উভয়কেই নষ্ট করে । 'দুহে' প্রাচীন প্রয়োগ । আধুনিক 'দুয়ে' ।
ঋতু-কুল-পতি—ঋতু-শ্রেষ্ঠ বসন্ত ।
হাসিয়া সাজহ তুমি—মেঘনাদবধ কাব্যে আছে—
"————বসুধা কামিনী—
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে ।"———(৪র্থ সর্গ)

(৫)

লোকে বলে, রাধা কলঙ্কিনী।
তুমি তারে ঘৃণা কেন কর, সীমন্তিনি'!
অনন্ত, জলধি-নিধি—
এই দুই বরে তোমা' দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধু-বিলাসিনী।
শ্যাম মম প্রাণস্বামী— শ্যামে হারায়েছি আমি,
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী?

(৬)

হে মহি! এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির, কহ, গো, আমারে?
বসন্তরাজ-বিহনে
কেমনে বাঁচ, গো, তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে।
মধু কহে, হে সুন্দরি! থাক, হে, ধৈরয ধরি',
কালে মধু বসুধারে করে মধু দান।

তাহার বিরহ-দুঃখ—বসন্তের বিরহে। অন্য ঋতুতে বসুধা শ্রীহীনা।

রাধা কলঙ্কিনী—পতি থাকিতে কৃষ্ণপ্রেমাভিলাষিনী হওয়ায় 'কলঙ্ক'।

এই দুই বরে—অনন্ত ও সমুদ্র, এই দুই জন বসুধার পতি।

তবু—দুই পতি থাকিতে, তবু বসুধা বসন্তপ্রণয়িনী।

কালে মধু ইত্যাদি—সময় আসিলে রাধিকাও কৃষ্ণকে পাইবেন, ইহাই ভাব।

প্রতিধ্বনি



(১)

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক, রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার–রবে ?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি !
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে, গো, মাধবে ?
অভয়-হৃদয়ে তুমি কহ আসি' মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে ?

(২)

কুমুদিনী কায়-মন সঁপে শশধরে—
ভুবন-মোহন !
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা–আশে,
নিশি হাসি' বিহারয়ে ল'য়ে সে রতন ;
এ সকলে দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী ?—
স্বজনী উভয়ে তার—চকোরী, যামিনী ।

শ্যামেরে ডাক—রাধিকার হাহাকার ধ্বনির প্রতিধ্বনি রূপে ।

অভয়-হৃদয়ে—সম-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী রাধিকাকে ভয় না করিয়া ।

কোপে—(ক্রিয়াপদ) । কোপ করে ।

(৩)

বুঝিলাম এতক্ষণে, কে তুমি ডাকিছ—,
আকাশ-নন্দিনি !
পর্ব্বত—গহন-বনে, বাস তব, বরাননে !
সদা রঙ্গ-রসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি !
নিরাকারা ভারতি ! কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে, গো, লইয়া রাধারে ?

(৪)

জানি আমি, হে স্বজনি ! ভালবাস তুমি,
মোর শ্যামধনে।
শুনি' মুরারির বাঁশী, গাইতে, গো, তুমি আসি',
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু—কুঞ্জ-বনে।
'রাধা-রাধা' বলি' যবে ডাকিতেন হরি,—
'রাধা—রাধা' বলি' তুমি ডাকিতে, সুন্দরি !

(৫)

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশ—সম্ভবে !
ভূতলে নন্দন—বন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার—রবে !
কত যে কাঁদে রাধিকা, কি কব, স্বজনি !
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ-রজনী !

আকাশ-নন্দিনি—আকাশ-সম্ভবা প্রতিধ্বনিকে সম্বোধন।
পর্ব্বত-গহন-বনে বাস তব—(এই সব স্থলেই চমৎকার প্রতিধ্বনি হয় বলিয়া)।
রঙ্গরসে—শব্দের প্রতিধ্বনি করা এক প্রকার কৌতুক।
গাইতে—গীতের প্রতিধ্বনি করিয়া।
ডাকিতে—প্রতিধ্বনি ছলে।
বিরহ-রজনী—রজনী চক্রবাকীর বিরহ-কাল।

(৬)

এসো, সখি! তুমি আমি ডাকি দুই জনে
রাধা–বিনোদন;
যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব,
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন।
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে!

(৭)

না উত্তরি' মোরে, রামা! যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল?
জানি, পরিহাসে রত, রঙ্গিণি! তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ, কাঁদে; হাস, হাসে; মাধব-রমণি!

কোকিল ডাকিলে—কারণ, কোকিল বসন্তের প্রিয় পাখী। বসন্তের আগমন-সংবাদ আনে বলিয়া কোকিল "বসন্ত-দূত"।

ঊষা

(১)

কনক-উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
হে সুর-সুন্দরি !
কুমুদ মুদয়ে আঁখি, কিন্তু সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি' নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর-ভ্রমরী ;
বর-সরোজিনী ধনী, তুমি হে তার, স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি' !

(২)

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী,
যথা প্রাণপতি ।
ব্রজাঙ্গনে দয়া করি', ল'য়ে চল, যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি !
কাঁদিয়া-কাঁদিয়া আঁধা, আজি, গো, শ্যামের রাধা,
ঘুচাও আঁধার তার, হৈমবতি সতি !

হে সুর-সুন্দরি—ঊষা সূর্য্য-সারথি অরুণের স্ত্রী।
বর—উৎকৃষ্ট।
তার প্রাণনাথে ইত্যাদি—ঊষা সূর্য্যকে সঙ্গে আনে।
যায় চক্রবাকী—বিরহ-রজনীর অবসানে।
আঁধা—অন্ধা।
হৈমবতী-সতী—ঊষা তরুণারুণরাগরঞ্জিতা বলিয়া হৈমবতী।
কবির অন্যান্য কাব্যেও আছে— "হৈমবতী ঊষা"।

(৩)

হায়, ঊষা ! নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া,
ভেবেছিনু তুমি, ধনি ! নাশিবে ব্রজ-রজনী,
ব্রজের সরোজ-রবি ব্রজে প্রকাশিয়া !
ভেবেছিনু কুঞ্জবনে, পাইব পরাণ-ধনে;
হেরিব কদম্বমূলে রাধা-বিনোদিয়া !

(৪)

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে !
কুসুম-কামিনী,
আন মন্দ সমীরণে, বিহারিতে তার সনে,
রাধা-বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি ?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি, গো, তিনি ?
সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী।

(৫)

ভালে তব জ্বলে, দেবি ! আভাময় মণি—
বিমল-কিরণ ;
ফণিনী নিজ কুন্তলে, পরে মণি কুতূহলে—
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন !
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে ! এই লাগে মোর মনে ;—
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন !

সরোজ-রবি—"পঙ্কজ-রবি" (মেঘনাদ বধ)
মুকুতা-কুণ্ডলে ইত্যাদি—প্রাতঃকালের শিশির কুসুম-কামিনীর কাণে যেন 'মুক্তা-কুণ্ডল'।
তার সনে—পরিমল-লোভী সমীরণ কুসুম-বিহারী।
আভাময় মণি—তরুণারুণ-রূপ উজ্জ্বল মণি।

কুসুম

(১)

কেন এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হ'লে, পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা ?

(২)

আর কি পরিবে কভু ফুল-হার
ব্রজ-কামিনী ?
কেন, লো, হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ?
অলি বঁধু তার, কে আছে রাধার ?—
হতভাগিনী !

কেন এত ফুল ইত্যাদি—এ কবিতাটী রাধিকার দিব্যোন্মাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন ব্রজে কৃষ্ণ ছিলেন, তখন সখিগণ প্রতিদিন রাশি-রাশি ফুল তুলিত এবং মালা গাঁথিয়া রাধিকার ও কৃষ্ণের গলায় পরাইয়া আনন্দ করিত। এখন ব্রজে কৃষ্ণ নাই—ব্রজের এই ঘোর দুর্দ্দিনে সখিদিগের রাশি-রাশি ফুল তোলা কোন মতে সম্ভব বা সঙ্গত নয়। এখানে রাধিকার এই উক্তি ভ্রান্ত-দর্শন-জনিত (Hallucination) বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মেঘাবৃত হ'লে ইত্যাদি—পক্ষান্তরে, বিরহ-দুঃখে ফুল-মালা গলায় দিয়া সজ্জা করা অসঙ্গত।

যতনে—(ক্রিয়াপদ)। যত্ন করে।

(৩)

হায়, লো, দোলাবি, সখি! কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?
আর কি নাচে, লো, তমালের তলে
বনমালিয়া ?
প্রেমের পিঞ্জর ভাঙি পিকবর,—
গেছে উড়িয়া !

(৪)

আর কি বাজে, লো, মনোহর বাঁশী
নিকুঞ্জ-বনে ?
ব্রজ-সুধানিধি শোভে কি, লো, হাসি'
ব্রজ-গগনে ?
ব্রজ-কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী
ব্রজ-ভবনে ?

(৫)

হায় রে, যমুনে ! কেন না ডুবিল
তোমার জলে
অদয় অক্রুর, যবে সে আইল
ব্রজ-মণ্ডলে ?
ক্রূর দূত হেন বধিলে না কেন
বলে, কি, ছলে ?

(৬)

হরিল অধম মম প্রাণ-হরি
ব্রজ-রতনে !
ব্রজ-বন-মধু নিল ব্রজ-অরি
দলি' ব্রজবনে !
কবি মধু ভণে— পাবে, ব্রজাঙ্গনে !
মধুসূদনে !

আর কি পরিবে—(পুনর্মিলনাশাহীনতা-ব্যঞ্জক)।
অদয় অক্রুর—কংসের আজ্ঞায় কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইতে আসায় অক্রুর 'অদয়' অর্থাৎ নির্দ্দয়।

মলয়-মারুত

(১)



শুনেছি মলয়-গিরি তোমার আলয়—
মলয়—পবন !
বিহঙ্গিনীগণ তথা গাহে, বিদ্যাধরী যথা
সঙ্গীত-সুধায় পূরে নন্দন-কানন ;
কুসুমকুল-কামিনী, কোমলা কমলা জিনি',
সেবে তোমা', রতি যথা সেবেন মদন !

(২)

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ, হে, তুমি,
মন্দ-সমীরণ ?
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু-হিল্লোলে,
সুপ্রফুল্ল নলিনীরে—প্রেমানন্দ মন !
ব্রজ—প্রভাকর যিনি, ব্রজ আজি ত্যজি' তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন !

মলয়-মারুত—দাক্ষিণাত্যের মলয়-গিরি বা চন্দনাদ্রি হইতে মলয় পবনের উৎপত্তি—কবি প্রসিদ্ধি।

হায় কেন ইত্যাদি—মলয়-গিরির সুখ-ভোগ ছাড়িয়া।

(৩)

সৌরভ-রতন-দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী ;
তব তুল্য উপহার, কি আজি আছে রাধার ?—
নয়ন—আসারে, দেব, ভাসে সে দুঃখিনী !
যাও, যথা পিকবধূ— বরিষে সঙ্গীত-মধু—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী !

(৪)

তবে যদি. হে সুভগ ! এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে,
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও, যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে !
রাধার রোদন-ধ্বনি, বহ যথা শ্যামমণি—
কহ তাঁরে, মরে রাধা শ্যামের বিহনে !

এ নিকুঞ্জে ইত্যাদি—যখন কৃষ্ণ ছিলেন, তখন এ নিকুঞ্জে কোকিল ডাকিত। এখন এখানে কৃষ্ণাভাবে আনন্দময় পিক-ধ্বনির পরিবর্ত্তে রাধার করুণ ক্রন্দন স্বর বিষ বর্ষণ করিতেছে। যাও আশু—(বিরহাতিশয্য-ব্যঞ্জক)। পদাঙ্কদূতে আছে—"তূর্ণং তস্মাৎ গমনমুচিতম্"।

(৫)

যাও চলি, মহাবলি ! যথা বনমালী—
রাধিকা-বাসন ;
তুঙ্গ-শৃঙ্গ দুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অনুরোধে তারে ভেঙো. প্রভঞ্জন !
তরুরাজ যুদ্ধ-আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে —
বজ্রাঘাতে যেয়ো তারে করিয়া দলন !

(৬)

দেখি' তোমা' পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী ;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি, হে, দূত রাধার,
হেরো না, হেরো না, দেব, কুসুম-যুবতী !
কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভ-ধন,
অবহেলি' সে ছলনা যেয়ো, আশুগতি !

রাধিকা-বাসন—যিনি রাধিকার বাসনা-স্বরূপ।

দুষ্টমতি—(রাধিকার বিরহ-ব্যথা-বাহী সমীরণের পথ রোধ করে বলিয়া)।

প্রভঞ্জন—ভগ্ন করিতে দক্ষ বলিয়া, 'প্রভঞ্জন' সার্থক।

দেখি তোমা' ইত্যাদি—মলয়-পবনের মৃদু হিল্লোলে নদী মনোহর তরঙ্গ-হিল্লোলে মনোহরা হইয়া।

কিনিতে তোমার মন ইত্যাদি—কুসুম মলয়-পবনকে সৌরভ দান করে।

(৭)

শিশিরের নীরে ভাবি' অশ্রুবারি-ধারা,
ভুলোনা, পবন !
কোকিলা শাখা-উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে, শীঘ্র ক'রে ছেড়ো সে কানন !
স্মরি' রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ—
মহৎ যে, পরদুঃখে দুঃখী সে সুজন !

শিশিরের নীরে ভাবি ইত্যাদি—ইহার পূর্ব্বে রাধিকা সমীরণকে বলিয়াছেন, কুসুম-যুবতী তাহার সৌরভ-ধন দিতে চাহিলে, যেন তিনি তাহাতে প্রলুব্ধ না হন ; এখন বলিতেছেন, কুসুমের উপরে শিশির-বিন্দুকে সমীরণের জন্য তাহার অশ্রু-বিন্দু ভ্রমে, কুসুমের প্রতি যেন আসক্ত না হন। তাহাতে রাধিকার দৌত্যকার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিবে। শিশির-সিক্ত সুরভি কুসুম মলয়-পবনের পরম প্রিয়।

ডাকে যদি—(উভয়ের মধ্যে সখ্য হেতু)।
পঞ্চস্বরে—কোকিলের "পঞ্চম-স্বর" প্রসিদ্ধ।
শীঘ্র করে' ছেড়ো সে কানন—এই-সব স্থলে পদাঙ্কদূতের "সখে তত্র ন স্থেয়মেব" মনে পড়ে।—

"সম্পর্কাত্তে তরণিতনয়াতীর সোপান বৃন্দং
রাজ্ঞঃ পন্থাস্তলমপি তরোরাচিতং পদ্মরাগৈঃ।
প্রোক্তাং যাস্যত্যচিরমতুলাং শ্বীয় কার্য্যানুরোধা
দুক্তৈনৈতৈর্মুহুরপি সখে তত্র ন স্থেয়মেব" ॥

বক্ষ্যমাণ স্থলে, মলয়-সমীরণের সহিত নদী, কুসুম, শিশির ও কোকিলের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকায়, স্বভাবোক্তি-গুণেএ স্থলটী কাব্যাংশে বড়ই মনোহর।

(৮)

উতরিবে যবে, যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হ'য়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে, হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
রাধার রোদন-ধ্বনি দিও তাঁরে ল'য়ে ;
আর কথা, আমি নারী, সরমে কহিতে নারি—
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব ক'য়ে !

রোদন-ধ্বনি দিও তাঁরে—(সমীরণ শব্দবহ বলিয়া)।

আর কথা—বিরহিণী রাধিকার মনোভাব-ব্যঞ্জক অন্যান্য কথা।

বংশীধ্বনি

(১)

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু-মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ—বনে ?
নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে, লো, মনে !—
এ আগুনে কেন আহুতি-দান ?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ ?

(২)

বসন্ত-অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশী-ধ্বনি আজি নিকুঞ্জ—বনে ?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ?—
না হেরি' শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে !

কে ও বাজাইছে—উন্মত্তার ভ্রান্তি। হয় সুমিষ্ট পক্ষী-ধ্বনি শুনিয়া, না হয় বিনা শব্দেই বংশীধ্বনি বলিয়া ভ্রান্তি। কৃষ্ণের বিরহে আজ বৃন্দাবনে বংশীধ্বনি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

এ আগুনে—বিরহ-আগুনে।

অমনি—(শুধু বিরহ-আগুন)।

বসন্ত-অন্তে—রাধা-পক্ষে, এ বিরহ-কালে, সুখ-বসন্তের অবসানে।

বংশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জ-বনে ?—(কৃষ্ণাভাবে নিকুঞ্জে বসন্তাভাব-ব্যঞ্জক)।

(৩)

শুনিয়াছি, সই ! ইন্দ্র রুষিয়া,
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—জলধি-ভবে।
সে শৈল-সকল শির উচ্চ করি'
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী।

(৪)

কে জানে কেমনে প্রেম-সাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি !
কার্ প্রেম-তরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী, পাতিয়া ফাঁসি—
কার্ প্রেম-তরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে, কি, ছলে !

ইন্দ্র রুষিয়া—পর্ব্বত-কুলের প্রতি রাগ করিয়া।

সাগরে......পশিয়া—মৈনাকাদি শৈল পক্ষচ্ছেদের ভয়ে সাগরে ডুবিয়াছিল।

মগনে না—না মগ্ন করে।

(৫)

হায় লো, সখি ! কি হবে স্মরিলে
গত সুখ ? তারে পাব কি আর ?
বাসি ফুলে কি, লো, সৌরভ মিলে ?
ভুলিলে ভাল যা'—স্মরণ তার ?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
মধু কহে, সহ, ব্রজের বালা

স্মরণ তার ?—তার স্মরণ কি দরকার ?

মধুরাজে ভেবে ইত্যাদি—বসন্ত ভাবিয়া অর্থাৎ বসন্ত গিয়াছে, কিন্তু আবার আসিবে এই ভাবিয়া নিদাঘ-জ্বালা সহিয়া থাক। কৃষ্ণ হারাইয়াছ বটে ; পুনঃ-প্রাপ্তির আশায় এখন ধৈর্য্য ধরিয়া থাক।

গোধূলি

—{:*:}—

(১)

কোথা, রে, রাখাল-চূড়ামণি !
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি !
ধীরে-ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব !

(২)

আইল, লো, তিমির-যামিনী ;
তরু-ডালে চক্রবাকী, বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী !
কিন্তু নিশা-অবসানে হাসিবে সুন্দরী ;—
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ?

গোধূলি—ব্রজে থাকিতে গোধূলি-কালে গাভীদের সহিত 'রাখাল-চূড়ামণি' গৃহে ফিরিতেন। তাই আজ বিরহে গোধূলি-কালে রাধিকার কৃষ্ণ-স্মরণ।

কাঁদে একাকী—(রাত্রি চক্রবাকীর বিরহ-কাল)।

মোর বিভাবরী—রাধার বিরহ-রূপ বিভাবরী।

(৩)

ওই দেখ উদিছে গগনে—
জগত-জন-রঞ্জন— সুধাংশু রজনী-ধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে ;
কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি ! তোষে, লো, নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী চুরি করে মন !

(৪)

হে শিশির ! নিশার আসার !
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে ;—
বৃথা ব্যয় উচিত, গো, হয় না তোমার ;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি' অবিরল
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল !

(৫)

চন্দনে চর্চ্চিয়া কলেবর,
পরি' নানা ফুল-সাজ, লাজের মাথায় বাজ,
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর ;—
তুমি বিনা, হে বিরহ, বিকট-মূরতি !
কা'রে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি ?

তোষে লো নয়ন—(বাহ্য সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক)।

ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী—(কৃষ্ণের উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)। নিষ্কলঙ্ক ব্রজ-শশী।

চুরি করে মন—(অন্তসৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক)। নয়ন তোষণ অপেক্ষা মন চুরি করায় গুণাধিক্য সূচিত।

নিশার আসার—(শিশিরকে সম্বোধন)। নিশার বারি-ধারা।

লাজের মাথায় বাজ—এই দুর্দ্দিনে কামিনীদিগের চন্দন-চর্চ্চা ও ফুল-সজ্জা করায় লজ্জার মাথায় বজ্রাঘাত করা হইয়াছে।

(৬)

হে মন্দ মলয়-সমীরণ !
সৌরভ-ব্যাপারী তুমি, ত্যজ আজি ব্রজ-ভূমি—
অগ্নি যথা জ্বলে, তথা কি করে চন্দন ?
যাও হে, মোদিত-কুবলয়-পরিমলে ;—
জুড়াও সুরত-ক্লান্ত সীমন্তিনী-দলে।

(৭)

যাও চলি, বায়ু-কুলপতি !
কোকিলার পঞ্চস্বর, বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী !
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে ! করো না রোদন ;—
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন !

কিছু মাত্র লজ্জা বোধ থাকিলে তাহারা ওরূপ করিতে পারিত না।

কি করে চন্দন—এখানে মলয়-সমীরণের চন্দন-গন্ধের ধ্বনি লক্ষ্য। মলয়-পবন মলয়-গিরির চন্দন-সৌরভ বহিয়া আনে বলিয়া প্রসিদ্ধি।

মোদিত কুবলয় পরিমলে—রাত্রি-কালে প্রফুল্ল কুমুদের সুগন্ধ দিয়া।

সীমন্তিনী-দলে—(স্থানান্তরস্থ)।

ব্রজে আজি কাঁদে—কোকিলের পঞ্চম স্বরের পরিবর্ত্তে ব্রজাঙ্গনাদের ক্রন্দন-ধ্বনি হইতেছে। তাই 'বায়ু-কুলপতি' মলয়-পবনকে চলিয়া যাইতে বলা হইতেছে। কোকিলের পঞ্চম স্বরই তাঁহার প্রিয়। ক্রন্দন-ধ্বনি লইয়া তিনি কি করিবেন ?

গোবর্দ্ধন-গিরি

(১)

নমি আমি, শৈলরাজ! তোমার চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল-গোপিনী;
কেন যে এসেছি আমি তোমার সদনে,
শরমে মরম-কথা কহিব কেমনে?—
আমি, দেব, কুলের কামিনী!
কিন্তু দিবা-অবসানে, হেরি' তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে?—
কাহার বিরহানল-তাপে তাপিত সে
সরঃ-সুশোভিনী?

(২)

হে গিরি! যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
ত্যজি' আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি;
নলিনী নহে, গো, দাসী রূপে, শৈলেশ্বর!
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী!
হারায়ে এ-হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর!
কোথা মম শ্যাম-গুণমণি! মণিহারা
আমি, গো, ফণিনী!

দেব—(পুরাণে পর্ব্বতেরা দেবতা বলিয়া গণ্য)।
নলিনী নহে গো দাসী রূপে—(রাধিকার বিনয় ব্যঞ্জক)

(৩)

রাজা তুমি ;—বনরাজী, ব্রততী-ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে ;
কুসুম-রতনে তব বসন খচিত ;
সুমন্দ প্রবাহ—যেন রজতে রঞ্জিত,
তোমার উত্তরী-রূপ ধরে ;
করে তব তরুবলী— রাজদণ্ড, মহাবলি !
দেহ তব ফুল-রজে সদা ধূসরিত ;—
অসীম মহিমাধর তুমি, কে না তোমা'
পূজে চরাচরে ?

(৪)

বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণী তোমার কিঙ্করী
বিহঙ্গিনী-দল তব মধুর গায়িনী ;
যত বন-নারী তোমা' সেবে, হে শিখরি !
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা, গো, মেদিনী !
দিবাভাগে দিবাকর, তব, দেব, ছত্রধর,
নিশাভাগে দাসী তব সুতারা শর্ব্বরী !
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্যাম-
প্রেম-ভিখারিণী ।

কিরীটের রূপে—ব্রততী-ভূষিত বনরাজী গোবৰ্দ্ধন-রাজের 'কিরীট'।

কুসুম-রতনে তব বসন খচিত—(রাজ-বসন) ।

উত্তরী-রূপ—প্রবাহ যেন রজত-কান্তি উত্তরীয় ।

সতত তোমাতে রত ইত্যাদি—(অচলের সহিত পৃথিবীর চির-স্থির সম্বন্ধ বলিয়া) ।

(৫)

যবে দেবকুল—পতি রুষি', মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি ;—
যবে শত-শত ভীম-মূর্ত্তি মেঘবর
গরজি' গ্রাসিল আসি' দেব দিবাকর,
বারণে যেমনি বারণারি ;—
ছত্রসম তোমা' ধরি, রাখিলা যে ব্রজে হরি,
সে ব্রজ কি ভুলিলা, গো, আজি ব্রজেশ্বর ?
রাধার নয়ন—জলে এবে ডোবে ব্রজ,
কোথা বংশীধারী ?

যবে দেবকুল-পতি রুষি—গোকুলের গোপগণ প্রতি বৎসর ইন্দ্রযজ্ঞ করিত। একবার কৃষ্ণের পরামর্শে তাহারা ঐ যজ্ঞ না করায় দেবেন্দ্র তাহাদের প্রতি কুপিত হইয়া ভয়ানক অতি-বৃষ্টি করিয়াছিলেন। তখন কৃষ্ণ করাঙ্গুলি দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উত্তোলোন করিয়া ধরিলে গোকুলের গো ও গোপ-গণ তন্নিম্নে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পায়।

বারণারি—সিংহ।

ছত্র সম তোমা ধরি—কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে ছত্রের মত করিয়া তুলিয়া ধরিলে, সেই বিষম বর্ষা প্লাবনে ব্রজবাসী গণ ও গো-সকল সেই আশ্রয়ে জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

বংশীধারী—এখানে 'গিরিধারী' হইলেই সার্থক হইত। 'বংশীধারী'র সার্থকতা নাই। রাধার নয়ন—জলে ব্রজপুর ডুবিতে চলিল, এমন সময়ে, হে গিরিধারি ! তুমি কোথায় ?— অর্থাৎ তুমি এসে গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে ব্রজপুরবাসী এ প্লাবনে রক্ষা পাইত, যেমন সেবারকার বর্ষা-প্লাবনে রক্ষা পাইয়াছিল।

(৬)

হে বীর ! শরমহীন ভেবোনা রাধারে,—
অসহ যাতনা, দেব ! সহিব কেমনে ?
ডুবি আমি কুলবালা অকূল পাথারে ;
কি ক'রে নীরবে রবো, শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে ।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি,
কিন্তু এবে এ মন কি বুঝিতে তা' পারে ?
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসূদনে !

হে বীর—(অচলকে সম্বোধন)।

অসহ—অসহ্য ।

শিখাও আমারে—অচলের কাছেই নীরবতা শিক্ষা করা সঙ্গত। বিরাট-দেহী অচল স্থির ও নীরব।

সারিকা

(১)

ওই যে পাখীটী, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে, রে
সতত চঞ্চল ;—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়,
জলে যথা জ্যোতি-বিম্ব—তেমতি তরল !
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি !

(২)

নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই, রে,
কহিনু তোমারে ;—
আজি ও পাখীর মন, বুঝি আমি বিলক্ষণ,
আমিও বন্দী, লো, আজি ব্রজ-কারাগারে !
সারিকা অধীর, ভাবি' কুসুম-কাননে—
রাধিকা অধীর, ভাবি' রাধাবিনোদনে !

জলে যথা জ্যোতিবিম্ব—(সর্ব্বদাই চঞ্চল)।

কি ভাবে ভাবিনী—কি ভাবনায় ভাবিতা।

ব্রজ-কারাগারে—পিঞ্জরে পক্ষাহীন পক্ষিণীর ন্যায় শ্যামহীন ব্রজধামে। কুলের বন্ধনে রাধিকার পক্ষে ব্রজ—"কারাগার"।

কুসুম-কাননে (কুসুম-কানন ১ম সংস্করণ)।

রাধা বিনোদনে—(রাধা বিনোদন—ঐ)।

(৩)

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী, রে—
শুকের সুখিনী !
বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে,
কেমনে ধৈরয ধরি' রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সখি ! ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেঁধো না, লো, সংসার-পিঞ্জরে !

(৪)

ছাড়ি' দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে, রে,—
হইয়া সদয়।
ছাড়ি' দেহ যাক্ চলি,' হাসে যথা বনস্থলী,
শুকে দেখি' সুখে ওর জুড়াবে হৃদয় !
সারিকার ব্যথা সারি', ওলো দয়াবতি !
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি।

(৫)

এ ছার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে—
রাধার নয়নে !
কেন তবে মিছে তারে. রাখ তুমি এ আঁধারে—
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ?
দেহ ছাড়ি', যাই চলি', যথা বনমালী ;—
লাগুক্ কুলের মুখে কলঙ্কের কালি !

শুকের সুখিনী—শুককে পাইলেই যে সুখিনী হয়।
সারিকার ব্যথা সারি'—অর্থাৎ সারিকাকে পিঞ্জর মুক্ত করিয়া। 'সারি'—সারিয়া, সারাইয়া।

(৬)

ভাল যে বাসে, স্বজনি ! কি কাজ তাহার, রে,—
কুল-মান-ধনে ?
শ্যাম-প্রেমে উদাসিনী, রাধিকা শ্যাম-অধীনী,
কি কাজ তাহার আজি রত্ন-আভরণে ?
মধু কহে, কুলে ভুলি' কর, লো, গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি ! রসের সদন !

রত্ন-আভরণে—কুল-মান-ধন রূপ আভরণে। উদাসীনের যেমন অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই, শ্যাম-প্রেমে উদাসিনী রাধিকাও তেমনি কুল-মান-ধনে প্রয়োজন দেখিতেছেন না।

কৃষ্ণচূড়া

(১)

এই যে কুসুম, শিরোপরে পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল-রতনে !
বসুধা নিজ কুন্তলে, পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জ্বল মণি ;
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া,
মোর কৃষ্ণচূড়া কেন পরিবে ধরণী ?

(২)

এই যে কম মুকুতাফল, এ ফুলের দলে—
লো সখি, এ মোর আঁখি-জল, শিশিরের ছলে !
ল'য়ে কৃষ্ণচূড়া-মণি, কাঁদিনু আমি, স্বজনি,
বসি' একাকিনী ;
তিতিনু নয়ন-জলে, সেই জল এই দলে,
গ'লে প'ড়ে শোভিতেছে, দেখ্, লো কামিনি !

মম শ্যাম-চূড়া-রূপে—কৃষ্ণের চূড়ার ন্যায় বলিয়াই এই পুষ্প-মঞ্জরীর নাম "কৃষ্ণ চূড়া"।

রাগে—উন্মাদিনী রাধিকা ভাবিতেছেন যে, বসুধা যেন কৃষ্ণপ্রেম-বশে "কৃষ্ণচূড়া" পরিয়াছেন। তাই সমলোভিনীর প্রতি 'রাগে'। এই যে বসুধার উপরে রাগ, ইহা রাধিকার উন্মাদ-অবস্থার পক্ষে বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছে।

কম মুকুতাফল—শিশির বিন্দু যেন কমনীয় মুক্তা সদৃশ। (পাঠান্তর—কত মুকুতা-ফল।)

এ মোর আঁখি-জল—ভ্রান্তি-বশতঃ রাধিকা ফুলের শিশির-বিন্দুকে নিজের অশ্রুবিন্দু মনে করিতেছেন।

(৩)

পাইয়া কুসুম-রতন—শোন্, লো যুবতি !
প্রাণহরি করিনু স্মরণ—স্বপনে যেমতি !
দেখিনু রূপের রাশি, মধুর অধরে বাঁশী,
কদমের তলে ;
পীতধড়া স্বর্ণ-রেখা, নিকষে যেন, লো, লেখা,
কুঞ্জ-শোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে !

(৪)

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে—
কার মন নাহি করে চুরি, কহ, লো ললনে ?
যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মন কিনিয়া,
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায় ?—
মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দরি ?

স্বপনে যেমতি—স্বপ্নে যাহা করা যায় বা দেখা যায়, সবই চমৎকার পরিষ্কার (vivid)।

পীত-ধড়া স্বর্ণ-রেখা—সুনীল অঙ্গে পীতধড়া নিকষে (কষ্টি পাথরে) স্বর্ণ-রেখা-সদৃশ।

কুঞ্জশোভা—কুঞ্জের শোভা স্বরূপিণী (বরগুঞ্জমালা)।

বরগুঞ্জমালা—সুন্দর কুসুম-স্তবকের মালা।

যে ধন রাধায় দিয়া—(প্রেম-ধন)।

নিকুঞ্জ-বনে

(১)

যমুনা-পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জ—বন !
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে ! দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন।
সুধাংশু-সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মন যথা উঠে, গো, গগনে,—
হেরিতে মুরলীধর— রূপে যিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি, হে, অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ
নন্দের নন্দন !

না পাইয়া ইত্যাদি—পাগলিনী রাধিকা যে-সব স্থানে পূর্ব্বে কৃষ্ণের দেখা পাইতেন, সেই-সব স্থানে এখন কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

আশার সেতু—সুদূর গগনে, সুধাংশুর কাঁছে যাইতে 'আশা' ভিন্ন আর কি 'সেতু' হইতে পারে? 'আশা' অবলম্বন করিয়াই কুমুদিনীর 'মন' চাঁদের কাছে যায়।

তুমি হে অম্বর—চন্দ্রের পক্ষে যেমন গগন, নিকুঞ্জও তেমনি কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে। চন্দ্র গগন-শোভা, কৃষ্ণচন্দ্রও নিকুঞ্জ-শোভা। শ্যামত্বে নিকুঞ্জও গগন-সদৃশ।

(২)

তুমি জান, কত ভালবাসি শ্যামধনে
আমি অভাগিনী ;
তুমি জান, সুভাজন, হে কুঞ্জকুল-রাজন্,
এ দাসীরে কত ভালবাসিতেন তিনি !
তোমার কুসুমালয়ে, যবে, গো, অতিথি হ'য়ে,
বাজায়ে বাঁশরী ব্রজ মোহিত মোহন,—
তুমি জান, কোন্ ধনী শুনি' সে মধুর-ধ্বনি
অমনি আসি' সেবিত ও রাঙা-চরণ,—
যথা শুনি' জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে
প্রমদা শিখিনী।

(৩)

সেকালে—জ্বলে, রে, মন স্মরিলে সে কথা,
মঞ্জু-কুঞ্জবন,—
ছায়া, তব সহচরী, সোহাগে বসাতো ধরি',
মাধবে অধীনী-সহ, পাতি' ফুলাসন ;
মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি ,
কুসুম-কামিনী তুলি' ঘোমটা অমনি,
মলয়ে সৌরভ-ধন, বিতরিত অনুক্ষণ,
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—
গন্ধামোদে মোদিয়া কানন !

জলদ-নিনাদ—শিখিনীর পক্ষে 'মধুরধ্বনি'।

ফুলাসন—(সুন্দর স্বভাবোক্তি)। নিকুঞ্জে তরুচ্ছায়া কুসুমাস্তৃতই হইয়া থাকে।

তুলি ঘোমটা—(কুসুম-পক্ষে) প্রস্ফুটিত হইয়া।

দাতা—রাজকন্যার ন্যায় অকাতরে দানশীলা।

(৪)

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন-কীর্ত্তন ;—
হেরি' মম শ্যাম-ধন, ভাবি' তারে নব ঘন,
কত যে নাচিত সুখে শিখিনী, কানন,—
ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা,
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে!
নলিনী ভুলিবে যবে রবি-দেবে, রাধা তবে
ভুলিবে, হে মঞ্জুকুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে!
হায় রে, কে জানে যদি ভুলি,
যবে আসি' গ্রাসিবে শমন!

(৫)

কহ, সখে, জান যদি, কোথা গুণমণি—
রাধিকা-রমণ ?
কাম-বঁধু যথা মধু, তুমি হে শ্যামের বঁধু,—
একাকী আজি, গো, তুমি কিসের কারণ ?—
হে বসন্ত! কোথা আজি তোমার মদন ?
তব পদে বিলাপিনী, কাঁদি আমি অভাগিনী ;
কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর ?
তোমার হৃদয়ে দয়া, পদ্মে যথা পদ্মালয়া,
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়ে উত্তর!
মধু কহে, শুন, ব্রজাঙ্গনে,
মধুপুরে শ্রীমধুসূদন।

মদন-কীর্ত্তন—পিকস্বর যেন মদনরাজার গুণগান।
ভাবি তারে নবঘন—স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণে নবঘন-ভ্রান্তি।
নলিনী ভুলিবে যবে রবি-দেবে—কোন কালেও ভুলিবেনা, ইহাই ভাব।
শ্যামের বঁধু—(কৃষ্ণের নিকুঞ্জ-প্রিয়তা ব্যঞ্জক)।
পদ্মে যথা পদ্মালয়া—(চিরনিবাস-ব্যঞ্জক)।

সখী

(১)

কি কহিলি, কহ, সই, শুনি, লো, আবার—
মধুর-বচন !
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
হ্যাঁদে, তোর পায়ে ধরি, কহ না, লো, সত্য করি',
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?

(২)

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুম-কানন ?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি, লো, জলবতী ?—
পয়ঃ-সহ পয়োদে কি বহিবে পবন ?
হ্যাঁদে, তোর পায়ে ধরি, কহ না, লো, সত্য করি',
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন ?

কি কহিলি—কৃষ্ণ ব্রজে থাকিতে সখীরা রাধিকার সহিত দেখা হইলেই কৃষ্ণ-কথা কহিত। তাই আজ সখী-দর্শনে রাধিকা ভাবিতেছেন, যেন তাহারা পূর্ব্বের মত তাঁহার কাছে কৃষ্ণকথাই কহিতেছে। বস্তুত কিন্তু তাহা নয়। ইহা পাগলিনী রাধিকার ভ্রান্তি মাত্র।

সহসা হইনু কালা—রাধিকা ভাবিতেছেন, সখী কৃষ্ণের কথা কহিতেছে ; কিন্তু তিনিত কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না। তবে নিশ্চয়ই তিনি 'সহসা কালা' হইয়াছেন।

এ মরুভূমিতে কুসুম-কানন—পক্ষান্তরে, কৃষ্ণহীন এই শুষ্ক প্রাণে পুনরায় কৃষ্ণদর্শনের আনন্দ।

(৩)

হায় লো, সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—
কতই যাতন!
যে জন অন্তরযামী, সেই জানে, আর আমি,
কত যে কেঁদেছি, তার কে করে বর্ণন?
হ্যাঁদে, তোর্ পায়ে ধরি, কহ না, লো, সত্য করি',
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন?

(৪)

কোথা, রে, গোকুল-ইন্দু,' বৃন্দাবন-সরঃ—
কুমুদ-বাসন!
বিষাদ-নিশ্বাস-বায় ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে তব রাজ্য, ব্রজের রাজন্!
হ্যাঁদে, তোর্ পায়ে ধরি, কহ না, লো, সত্য করি',
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ?

(৫)

শিখিনী ধরি', স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন!
বিরহ-বিষের তাপে, শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন?
হ্যাঁদে, তোর্ পায়ে ধরি, কহ না, লো, সত্য করি',
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন?

কোথা-রে গোকুল-ইন্দু—এই শ্লোকের আরম্ভে কৃষ্ণকে 'গোকুল-ইন্দু' বলিবার সার্থকতা বুঝা যায় না।

বিষাদ-নিশ্বাস-বায়—বিষাদের দীর্ঘশ্বাস-রূপ (প্রবল) বায়ুদ্বারা।

উড়ে যায়—(বিষাদ-নিশ্বাস-বায়ুর প্রবলতা-ব্যঞ্জক)।

শিখিনী আপনি কাঁপে—(বিরহ-বিষের সর্পবিষাধিক প্রভাব ব্যঞ্জক)। যে শিখিনী বিষাকর সর্পকে অনায়াসে গ্রাস করে, সেও বিরহ-বিষে জ্বলিয়া মরে।

(৬)

এই দেখ্, ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ-গাঁথন !
দোলাইব শ্যামগলে বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন।
হ্যাঁদে, তোর্ পায়ে ধরি, কহ না, লো, সত্য করি,'
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন ?

(৭)

কি কহিলি, কহ সই, শুনি, লো, আবার—
মধুর বচন !
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
মধু—যার মধুধ্বনি—কহে, কেন কাঁদ, ধনি !
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ?

কি কহিলি ইত্যাদি—(রাধিকার ভ্রান্তি)। রাধিকা ভাবিতেছেন যে, সখী তাঁহার কথার উত্তর দিতেছে ; কিন্তু তিনি 'কালা' হইয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাইতেছেন না।

বসন্তে

(১)

ফুটিল বকুল-ফুল কেন, লো, গোকুলে আজি,
কহ তা', স্বজনি ?
আইলা কি ঋতুরাজ, ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী ?
মুছিয়া নয়ন-জল, চল্, লো, সকলে চল্,
শুনিব তমাল-তলে বেণুর সু-রব ;—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব !

(২)

যে কালে ফুটে, লো, ফুল, কোকিল কুহরে, সই,
কুসুম-কাননে ;
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ-মনে ;
সেকালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুল-ভবন ?
চল্, লো, নিকুঞ্জবনে, পাইব সে ধন !

আসিবে মাধব—কেন না, বসন্ত যে মাধবের বড়ই প্রিয়।

(৩)

স্বন্-স্বন্-স্বনে,শুন, বহিছে পবন, সই,
গহন-কাননে ;—
হেরি' শ্যামে পাই' প্রীত, গাইছে মঙ্গল-গীত,
বিহঙ্গমগণে !
কুবলয়-পরিমল, নহে এ ;— স্বজনি, চল্,—
ও সুগন্ধ দেহ-গন্ধ বহিছে পবন ;—
হায় লো, শ্যামের বপু সৌরভ—সদন !

(৪)

উচ্চ-বীচি-রবে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই,
রাধায়, স্বজনি !
কল—কল—কল—কলে, সু-তরঙ্গ-দল চলে,
যথা গুণমণি !
সুধাকর-কর-রাশি— সম, লো, শ্যামের হাসি,
শোভিছে তরল-জলে ; চল্, ত্বরা করি'—
ভুলিগে বিরহ-জ্বালা হেরি' প্রাণহরি !

হেরি' শ্যামে—পাখীরা যখন গান করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই কাননে শ্যাম আসিয়াছেন। (ভ্রান্তি ব্যঞ্জক)।

পাই'—পাইয়া।

ও সুগন্ধ দেহ-গন্ধ—শ্যাম-দেহের সুগন্ধ। ফুলের-গন্ধে কৃষ্ণ-দেহের সৌরভ বলিয়া ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তিচ্ছলে কৃষ্ণ দেহের উৎকর্ষ সূচিত।

হায় লো—(সুন্দর পদার্থের অভাব স্মরণে দুঃখ ব্যঞ্জক)।

উচ্চ—উচ্চে ডাকা আগ্রহাতিশয্য-ব্যঞ্জক।

ডাকিছে—(শ্যাম-দর্শনার্থ)। যমুনায় শ্যামের দেখা পাব বলিয়া।

যথা গুণমণি—কৃষ্ণ যেমন নাচিয়া-নাচিয়া চলেন, যমুনার তরঙ্গগুলিও তেমনি নাচিয়া-নাচিয়া চলিতেছে।

(৫)

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা ; গায় পিকবর, সই,
সুমধুর-বোলে ;
মর্ম্মরে পাতাদল ; মৃদু রবে বহে জল,
মলয়-হিল্লোলে ;—
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি' দশদিশ বাসে ;—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ্ ভাবি' মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুল-রতনে !

(৬)

কেন এ বিলম্ব আজি ; কহ, ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি' বদন চাঁদ,
কহ, রূপবতি ?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি, ওলো বিধুমুখি,
আজি, লো, এ রীতি তব কিসের কারণে ?
কে বিলম্বে হেন কালে ?— চল কুঞ্জবনে !

শ্যামের হাসি—তরঙ্গে যেমন শ্যামের গতি, যমুনার জলে প্রতিবিম্বিত জ্যোৎস্নায় তেমনি শ্যামের হাসি। তাই যমুনা শ্যাম-দর্শনের জন্য রাধিকাকে, "উচ্চ বীচিরবে" ডাকিতেছেন।

হেন স্থলে— যেখানে হউক, কৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্তিই যখন সুখের, তখন এমন বসন্তামোদিত স্থানে কৃষ্ণের দর্শন পাওয়া যে কত সুখের, তাহা ভাবিয়া দেখ অর্থাৎ তাহা বর্ণনাতীত।

কেন এ বিলম্ব আজি—সখী জানে যে, কুঞ্জবনে আজ কৃষ্ণ নাই। কাজেই সে যাইতেছে না। রাধিকা উন্মাদিনী বলিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

(৭)

কাঁদিব, লো, সহচরি! ধরি' সে কমল-পদ,
চল্, ত্বরা করি;—
দেখিব, কি মিষ্ট-হাসে, শুনিব, কি মিষ্ট-ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি—
দুঃখিনী দাসীরে;— চল্, হইনু, লো, হত-বল,
ধীরে ধীরে ধরি' মোরে চল্, লো স্বজনি!—
সুধে মধু,—শূন্য-কুঞ্জে কি কাজ, রমণি?

সুধে মধু—কবি সুধায়, জিজ্ঞাসা করিতেছেন

বসন্তে

(১)

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে !

পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,

উছলে সুরবে জল,—চল্, লো, বনে !

চল্, লো, জুড়াব আঁখি, দেখি' ব্রজরমণে !

(২)

সখি রে,—

উদয়-অচলে উষা, দেখ, আসি' হাসিছে !

এ বিরহ-বিভাবরী, কাটাসু ধৈরয ধরি,'

এবে, লো, রব কি করি ?—প্রাণ কাঁদিছে !

চল্, লো, নিকুঞ্জে, যথা কুঞ্জ-মণি নাচিছে !

বন অতি রমিত ইত্যাদি—আজ কৃষ্ণের অভাবে বৃন্দাবনের বন "অতি রমিত" হইবার কথা নহে, কিম্বা পিককুলের কুহুধ্বনি, ভ্রমরের গুঞ্জন, মলয়-সমীরে তরঙ্গায়িত যমুনার নৃত্যান, এ সব কিছুই হইবার কথা নহে। এ সব কেবল উন্মাদিনী রাধিকার ভ্রান্তি মাত্র।

উছলে সুরবে জল—বসন্তে ক্ষীণতোয়া তটিনীর জল মৃদু মলয়-পবনে 'সুরবে' উৎক্ষিপ্ত হইতেছে।

কুঞ্জমণি—কৃষ্ণ। কুঞ্জের অলঙ্কার বলিয়া 'মণি'।

(৩)

সখি রে,—

পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী !

ধূপ-রূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,

বিহঙ্গমকুল-কল, মঙ্গল—ধ্বনি !

চল্, লো, নিকুঞ্জে,—পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি !

(৪)

সখি রে,—

পাদ্য-রূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে !

দুই কর—কোকনদে. পূজিব রাজীব-পদে,

শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে !

কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি বাজিবে, লো, সঘনে !

ফুলজালে—রাশীকৃত ফুল দিয়া।

পরিমল—কাননের কুসুম-গন্ধ।

বিহঙ্গমকুল-কল—পক্ষিদিগের সুমধুর কাকলী।

মঙ্গল-ধ্বনি—পূজোপযোগী শঙ্খ-ঘণ্টাদি ধ্বনি।

পাদ্য-রূপে অশ্রু-ধারা—পূজায় পাদ্যার্থে জল লাগে। এখানে শ্যাম-পূজায় রাধিকার অশ্রুধারাই 'পাদ্য' হইবে।

কর-কোকনদে—করপদ্ম দিয়া। ধরণী 'ফুলজাল' দিয়া ঋতুরাজের পূজা করিতেছেন ; রাধিকা 'দুইটি কর--কোকনদ' দিয়া শ্যামরাজের চরণ-পূজা করিবেন।

শ্বাসে ধূপ—ধরণীর ঋতুরাজ-পূজায় কুসুমের 'পরিমল'ই 'ধূপ' হইয়াছে। শ্যামরাজ-পূজায় রাধিকার দুঃখ-'শ্বাস'ই 'ধূপ' হইবে। এখানে শ্বাসের সুগন্ধিতা প্রকারান্তরে সূচিত।

(৫)

সখি রে,—

এ যৌবন-ধন, দিব উপহার রমণে !

ভালে যে সিন্দূর-বিন্দু, হইবে চন্দন-বিন্দু ;—

দেখিব, লো, দশ ইন্দু সু-নখগণে।

চিরপ্রেম-বর মাগি' লব, ওলো ললনে !

কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি—ধরণীর ঋতুরাজ--পূজায় 'বিহঙ্গম-কুল-কল'ই পূজার 'মঙ্গল-ধ্বনি' হইয়াছে। রাধিকার শ্যাম-রাজ-পূজায় কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনিই শঙ্খ-ঘণ্টার 'মঙ্গল-ধ্বনি' হইবে।

উপহার—পূজার নৈবেদ্য-স্বরূপ।

হইবে চন্দন-বিন্দু—পূজায় পুষ্প ও চন্দন, দুই ই লাগে। শ্যামরাজের চরণ--পূজায় রাধিকার 'কর-কোকনদ' পুষ্প হই-য়াছে ; এখন সেই চরণে প্রণত হইলেই কপালের সিন্দূর শ্যামের চরণে লাগিয়া চন্দনের কাজ করিবে।

দেখিব লো দশ ইন্দু ইত্যাদি—কৃষ্ণের চরণে প্রণতি কালে, তাঁহার চরণের দশনখে দশ-ইন্দুর শোভা দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিব। দশ-চন্দ্র দর্শন সৌভাগ্য-ব্যঞ্জক। নখে ইন্দু-শোভা আমাদের কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ;—

কে বলে শরত শশী সে মুখের তুলা।
পদ নখে পড়ে তার আছে কত গুলা॥ (ভারতচন্দ্র)

চিরপ্রেম বর মাগি ল'ব—পূজান্তে বর-প্রার্থনার রীতি আছে। এ ক্ষেত্রে রাধিকা এই বর চাহিবেন, যেন তিনি কৃষ্ণের 'চির প্রেম' প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ আর যেন কখনও বিচ্ছেদ না হয়।

(৬)

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে !
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে, জল,—চল্, লো, বনে !
চল্, লো, জুড়াব আঁখি দেখি'—মধুসূদনে !

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা-কাব্যে বিরহো নাম প্রথমঃ সর্গঃ

ব্রজাঙ্গনা-কাব্য সমাপ্ত।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের পরিশিষ্ট।

ব্রজাঙ্গনা সম্বন্ধে আর একটী কবিতা। *

১

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা, লো, কটিদেশে,
বাঁধ, লো, নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী।
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে ?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী।

২

নাচিছে, লো, নিতম্বিনি, কদম্বের তলে—
শিখণ্ড-মণ্ডিত শির, ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে লো, বরগুঞ্জমালা বর-গলে !
মেঘ সনে সৌদামিনী— সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া-রূপে ঝল-ঝল-ঝলে॥

৩

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল, ললনে ;—
তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,'
কেন মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে ?
দেব-দৈত্য মিলি', বলে মথিলা সাগর-জলে,
যে সুধার লোভে, তাহা লভিবে, সুন্দরি !
সুধামাখা বিম্বাধরে, আছে সুধা তব তরে ;
যাও, নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে !

---

* ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ লিখিবার বাসনা কবির ছিল। কিন্তু সে বাসনা ফলবতী হয় নাই। "মধুস্মৃতি" হইতে জানা যায়, তাঁহার এক পুস্তকের মলাটে এই কবিতাটী লেখা ছিল।

বীরাঙ্গনা-কাব্য।

"লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ—————
—নার্য্যাভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে———।" (সাহিত্যদর্পণ)

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা

[শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, জনক-জননী কর্ত্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কণ্বমুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। একদা মুনিবরের অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া-প্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তলা রাজ-অতিথির যথাবিধি অতিথিসৎকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজা তাঁহাকে গুপ্তভাবে গান্ধর্ব্ব বিধানে পরিণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুষ্মন্ত, স্বরাজ্যে গমনানন্তর, শকুন্তলার কোন তত্ত্বাবধান না করাতে, শকুন্তলা রাজ-সমীপে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ 'তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী ?
হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী !
হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে ;
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে ;
অমনি চমকি' ভাবি,—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,—
পদাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,

বীরাঙ্গনা—ইতালীয় কবি ওভিদের "The Heroides or Epistles of the Heroines" নামক পত্রিকা-কাব্যের আদর্শে এই কবিতাগুলি রচিত। ইহার নামকরণে মধুসূদন Heroines এর শব্দানুবাদ করিয়া "বীরাঙ্গনা" করিয়াছেন। ১১খানি পত্রিকার মধ্যে একমাত্র জনা-পত্রিকাখানিই আগাগোড়া বীররসাত্মক। কতকগুলি ওভিদের কাব্যের ন্যায় প্রণয়-পত্রিকা। ওভিদের কাব্যের পত্রিকা-লেখিকাগণ সকলেই গ্রীক বা রোমীয় পুরাণ-প্রসিদ্ধা নায়িকা (Heroines)। এ কাব্যের পত্রিকা-লেখিকাগণও রামায়ণ ও মহাভারতে প্রসিদ্ধ। আদর্শের অনুসরণ এই পর্য্যন্ত—ইহার অধিক নয়। পরে "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"র "উপক্রম"-নামক প্রথম কবিতায়—কবি "বীরাঙ্গনা কাব্য" সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী।
যা'র, বীর-জায়া পক্ষে বীরপতি গ্রামে ;"।

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, কবি ওভিদের ন্যায় পৌরাণিক ব্যক্তিগণকে "বীর" বিশেষণে আখ্যাত করিয়াছেন।

কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ! আশার ছলনে,
প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া ডাকি' সখীদ্বয়ে,
কহি—'হ্যাদে দেখ্, সই, এত দিনে আজি
স্মরিলা, লো, প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে!—
ওই দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে!—
ওই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে!'
নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা;—
কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি' বিষাদে!
  দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে,
যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে
পদযুগ; চারিদিকে চাহি ব্যগ্র-ভাবে।
দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা;

বিবিধ রতন অঙ্গে—নানা ভূষণে সজ্জিত (রাজহস্তী)।

কাঁদে প্রিয়ম্বদা, কাঁদে অনসূয়া—(শকুন্তলার ভ্রান্তি দেখিয়া সহানুভূতি ব্যঞ্জক) তাছাড়া, সখিদ্বয় দুর্ব্বাসার শাপ অবগত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা জানিতেন যে, শকুন্তলাকে লইবার জন্য দুষ্মন্তের লোকজন আসা অসম্ভব। শকুন্তলার এই দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া দুজনে কাঁদিলেন; কিন্তু সে সব কথা প্রকাশ করিলেন না।

পূজিনু প্রথমে পদযুগ—মালিনী-তীরবর্ত্তী বেতস-লতা-পরিবেষ্টিত লতামণ্ডপে, যেখানে শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রথম মিলন সংঘটিত হয়। (অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ দেখ)।

প্রফুল্লিত—(প্রফুল্ল)। এই ব্যকরণ-দুষ্ট পদ কবি অন্যত্রও ব্যবহার করিয়াছেন।

শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর,
স্রোতোনাদ ; মরমরে পাতাকুল নাচি' ;
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষসাখে বসি',
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া ।
সুধি গঞ্জি' ফুলপুঞ্জে ;—'রে নিকুঞ্জশোভা,
কি সাধে হাসিস্ তোরা ? কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল-সুধা ?'
কহি পিকে,—'কেন তুমি, পিককুল-পতি,
এ স্বর-লহরী আজি বরিষ এ বনে ?—
কে করে আনন্দ-ধ্বনি নিরানন্দ-কালে ?
মদনের দাস মধু, মধুর অধীন
তুমি ; সে মদন মোহে যাঁ'র রূপ-গুণে.
কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে ?'
অলির গুঞ্জর শুনি' ভাবি—মৃদু স্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে !—

মরমরে—(ক্রিয়া পদ)। মর্মর্ শব্দ করে।

নাচি—(বায়ুর তাড়নে ইতস্তত: সঞ্চালিত হওয়া কবির ভাষায় নৃত্য করা।)

কপোত—ঘুঘু (Doves)। এই জাতীয় পক্ষী দাম্পত্য-প্রণয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

সে মদন মোহে যাঁর রূপ, গুণে—অর্থাৎ দুষ্মন্তের, যাঁহার রূপে ও গুণে স্বয়ং মদনও মোহপ্রাপ্ত হন। মদনের রূপ ও গুণ পুরাণে প্রসিদ্ধ।

শুনি' স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে
নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি ;—
কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে !
কহি পত্রে,—শোন্, পত্র,—সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি' নাচে তোরে ল'য়ে,
প্রেমামোদে ; কিন্তু যবে শুকাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি' তোরে তাড়ায় সে দূরে ;—
তেমতি দাসীরে কি, রে, ত্যজিলা নৃপতি ?'
মুদি' পোড়া আঁখি, বসি রসালের তলে ;
ভ্রান্তি-মদে মাতি' ভাবি, পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম ! কাঁপে হিয়া দুরুদুরু করি',
শুনি যদি পদ-শব্দ ! উল্লাসে উন্মীলি'
নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি' কুরঙ্গীরে !
গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে !
ডাকি' উচ্চে অলিরাজে, কহি,—'ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি' তুমি আক্রম গুঞ্জরি'
এ পোড়া অধর পুনঃ ! রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি !'

পাছে তিনি শাপ দেন—(দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার প্রেম ব্যঞ্জক)।

কাঁপে হিয়া দুরু দুরু—(কুরঙ্গীর পদশব্দকে দুষ্মন্তের পদ-শব্দ ভাবিয়া আনন্দে)।

পুনঃ—একবার আলবালে জলসেচনের সময় লতা কম্পিত

কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত। কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,'—
শুকাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে ?
কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে,
যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,
নরেন্দ্র ;—যথায় বসি,' প্রেমকুতুহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;—

হওয়ায় মধুকর নব-মালিকা ফুল ছাড়িয়া শকুন্তলার মুখের দিকে ধাবমান হইয়াছিল। (অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ দেখ)

রক্ষিতে দাসীরে ইত্যাদি—শকুন্তলা মধুকর কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া মধুকরের দংশন হইতে পরিত্রাণার্থে সখিদ্বয়কে আহ্বান করিলে, তাঁহারা সহাস্যে বলিয়াছিলেন—"আমরা পরিত্রাণ করিবার কে ? দুষ্মন্তকে ডাক। তিনিই তপোবনের রক্ষাকর্ত্তা।" এই সু-অবসর পাইয়া দুষ্মন্ত, যিনি এতক্ষণ গুপ্তভাবে দেখিতে ও শুনিতেছিলেন তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া প্রথম আত্মপ্রকাশ করিলেন। (ঐ)

পুরু-কুল-নিধি—দুষ্মন্ত পুরুবংশীয় রাজগণের শ্রেষ্ঠ।

সে-লতা-মণ্ডপে—মালিনীতীরবর্ত্তী বেতস-লতা-পরিবেষ্টিত লতামণ্ডপে, যেখানে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার প্রথম মিলন ঘটিয়াছিল।

লিখিল কমলদলে ইত্যাদি—ঐ লতামণ্ডপে প্রিয়ম্বদার পরামর্শে অনসূয়ার অনুমোদনে দুষ্মন্ত-বিরহ-বিধুরা শকুন্তলা মনে-মনে একটি গীতরচনা করিয়া সুকুমার পদ্ম-পত্রে নখরাঙ্কিত করিয়া দুষ্মন্তকে গীতাকারে পত্র লিখিয়াছিলেন। (ঐ)

যথায় সহসা তুমি প্রবেশি,' জুড়ালে
বিষম বিরহজ্বালা ! পদ্মপর্ণ নিয়া
কত যে কি লিখি নিত্য, কব তা' কেমনে ?
কভু প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে ;—
'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,
ফেল রাজ-পদ-তলে, যথা রাজালয়ে
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি !'
সম্বোধি' কুরঙ্গে কভু কহি শূন্য-মনে ;—
মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
কুরঙ্গ ! লেখন ল'য়ে, যা চলি সত্বরে,
যথায় জীবিত-নাথ ! হায়, মরি আমি
বিরহে ! শৈশবে তোরে পালিনু যতনে ;
বাঁচা, রে, এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি' !'

গীতিকা—অভিজ্ঞান-শকুন্তলে যে গীতিকা প্রাকৃতে আছে, তাহা সংস্কৃতভাবে উল্লিখিত হইল—

"তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনঃ কামো দিবাপি রাত্রাবপি।
নির্ঘৃণ তপতি বলিয় ত্বয়ি বৃত্তমনোরথানি অঙ্গানি ॥"

সহসা—লতামণ্ডপে বিরহ-বিধুরা শকুন্তলা যখন প্রেম-গীতিকা লিখিতেছিলেন, তখন শকুন্তলান্বেষী দুষ্মন্ত সন্নিকটস্থ শাখান্তরালে থাকিয়া শকুন্তলা ও সখিদ্বয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। পদ্মপত্রে প্রেম-গীতিকা লেখার পরে শকুন্তলা যখন উহা পাঠ করিয়া সখিদের শুনাইলেন, অমনি দুষ্মন্ত "সহসা" তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। "রাজা। (সহসোপসৃত্য)"———(অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, ৩য় অঙ্ক)।

আর যে কি কই কা'রে, কি কাজ কহিয়া,
নরেশ্বর ? ভাবি' দেখ, পড়ে যদি মনে,
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় বিনা,
নাহি জন, জানে, হায়, এ বিজন বনে
অভাগীর দুঃখ-কথা ! এ দু'জন যদি
আসে কাছে, মুছি আঁখি অমনি ; কেননা—
বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
নিন্দে তোমা', হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা ক'য়ে !—
বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে !
ফাটি অন্তরিত রাগে—বাক্য নাহি ফোটে !
আর-আর স্থল যত,—কাঁদিয়া-কাঁদিয়া
ভ্রমি সে সকল স্থলে ! যে তরুর মূলে
গান্ধর্ব্ব-বিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুল-শয্যা সাজাইয়া সাধে

নিন্দে তোমা ইত্যাদি—(দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার আন্তরিক অনুরাগ ব্যঞ্জক)। এই পরিত্যক্তাবস্থাতেও দুষ্মন্তের নিন্দা শকুন্তলার অসহনীয়।

অন্তরিত—(অন্তর্গত অর্থে)। এখানে, মনোগত।

"অন্তরিত পরাক্রমে"—(মেঘনাদবধ)।

ছলিলে—যে মিলনের ফল বিস্মরণ বা পরিত্যাগ, সে মিলন ছলনা-মাত্র বলিয়া বোধ হওয়াই স্বাভাবিক।

ফুল-শয্যা—বিরহ-ব্যথিতা শকুন্তলা লতাকুঞ্জে কুসুম-শয্যায় শুইয়াছিলেন। এমন অবস্থায় ঐখানেই দুষ্মন্তের সহিত তাঁহার নিভৃত সম্মিলন ঘটে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে দুষ্মন্তের উক্তি—

"এষা মে মনোরথপ্রিয়তমা স্বকুসুমাস্তরণং
শিলাপট্টমধিশয়ানা"—(তৃতীয় অঙ্ক)।

সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,—
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি',
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে !—
হে বিধাতঃ, এই কি, রে, ছিল তোর মনে ?—
এই কি, রে, ফলে ফল প্রেম-তরু-শাখে ?
এইরূপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাথিনী,
প্রাণনাথ ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী
পিতৃস্বসা,—মনঃ তাঁর রত তপ-জপে ;
তা' না হলে, সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত
এত দিনে ! নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্নে আর, দেব ! মলিন বাকলে
আবরি মলিন দেহ ; নাহি অন্নে রুচি ;
না জানি কি কহি কারে, হায়, শূন্য-মনে !

কানন-বাসরে—লতাকুঞ্জ-রূপ বাসর-গৃহে। তপোবনে সংঘটিত গান্ধর্ব্ব বিবাহে ঐরূপ স্থলই পতি-পত্নীর বাসর-ঘর।

কি ভাব উদয়ে মনে—এখন সেই লতাকুঞ্জ দেখিয়া কি করুণ-ভাব আমার মনে উদিত হয়।

তা না হলে সর্ব্বনাশ—পিতৃস্বসা গৌতমী পূজারতা না হইলে, আমার অবস্থা সবই জানিতে পারিতেন। তাহলে অনর্থ ঘটিত।

ফুল-রত্নে—ফুল-রূপ রত্নে সজ্জিত করিয়া। তপোবন-পালিতা শকুন্তলার পক্ষে কানন-জাত ফুলই কেশ-সজ্জায় রত্নস্থানীয়।

নাহি অন্নে রুচি—পতি-বিরহে। এখানে শকুন্তলার অন্তঃসত্ত্বাবস্থার সুস্পষ্ট ধ্বনি লক্ষ্য।

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি', পড়ি' ভূমিতলে,
হারাই সতত জ্ঞান , চেতন পাইয়া
মেলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে !—
অমনি পসারি' বাহু ধাই ধরিবারে
পদযুগ ; না পাইয়া কাঁদি হাহা-রবে !
কে ক'বে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা !—
কি পাপে পীড়েন বিধি, সুধিব তা' কা'রে ?
দয়া করি' কভু যদি বিরামদায়িনী
নিদ্রা, সুকোমল কোলে দেন স্থান মোরে,
কত যে স্বপনে দেখি, কব তা' কেমনে ?
স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে-স্থানে ;
ফুল-শয্যা ; বিদ্যাধরী-গঞ্জিনী কিঙ্করী ;—
কেহ গায়, কেহ নাচে ; যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ ; কেহ উপাদেয়

দেখি তোমায় সম্মুখে— (মোহ-জনিত ভ্রমে)।

স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা ইত্যাদি—বিরহে সর্ব্বদা রাজা দুষ্মন্তকে ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার রাজৈশ্বর্য্যও শকুন্তলার কল্পনায় উদিত হইত। সুতরাং নিদ্রাকালেও তদ্রূপ স্বপ্ন হওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত দুয়ারে দুয়ারী দ্বিরদ—হস্তিদন্ত-গঠিত দ্বারে হস্তী যেন দ্বারী-স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে।

রাজভোগ ! দেখি মুক্তা, মণি, রাশি-রাশি,
অলকা-সদনে যেন ! শুনি বীণা-ধ্বনি ;—
গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন কাননে—
(শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কণ্বমুখে)
নন্দন কাননান্তরে বসন্তে যেমনি !
তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণ-সিংহাসনে !
শিরোপরি রাজছত্র ; রাজদণ্ড হাতে,—
মণ্ডিত অমূল-রত্নে ; সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে !
কত যে জাগিয়া কাঁদি, ক'ব তা' কাহারে ?
জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ
ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে
কুল-মান-ধনে তুমি, রাজকুলপতি !
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব ! সেবিবে
দাসী-ভাবে পা দু'খানি—এই লোভ মনে,—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে !
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা,
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন ; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে ?

অলকা-সদনে যেন—(রাশিত্ব-ব্যঞ্জক)। অলকা কুবের-পুরী। ধনপতি কুবেরের ভাণ্ডার মণি-মুক্তা-রাশির জন্য পুরাণে প্রসিদ্ধ।

আকাশে করেন কেলি ল'য়ে কলাধরে
রোহিণী; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে !—
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে !
চির-অভাগিনী আমি ! জনক, জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে ?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে !
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি ? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি,
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে ?
এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি',

রোহিণী—রূপোজ্জ্বল রোহিণী-নক্ষত্র চন্দ্রের প্রিয়তমা স্ত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জনক, জননী ত্যজিলা—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকা-নাম্নী অপ্সরার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। পরে, বিশ্বামিত্র মেনকাকে ত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ চলিয়া যান। মেনকাও সদ্যঃ-প্রসূতা কন্যাকে ফেলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। তখন, এক পক্ষী ঐ শিশু-কন্যাকে রক্ষা করিতেছে দেখিতে পাইয়া কণ্ব মুনি উহাকে স্বীয় আশ্রমে আনিয়া লালন পালন করেন। পক্ষী-রক্ষিতা বলিয়া মুনি ঐ কন্যার নাম রাখেন - শকুন্তলা।

পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—(কণ্ব মুনির আশ্রমে)।

এ মনে—শকুন্তলার মন-রূপ বনে।

সুখ-পাখী—সুখ-রূপ পাখী। তপোবন-পালিতা অনূঢ়া শকুন্তলা বালিকা-সুলভ সুখেই ছিলেন—প্রেমের কোন জ্বালাই তাঁহার মনে ছিল না। দুষ্মন্ত-ব্যাধ কাম-শরে সেই সুখ-পাখী বধ করিয়াছেন অর্থাৎ শকুন্তলার সুখ নষ্ট করিয়াছেন।

কেন ব্যাধ-বেশে আসি' বধিলে তাহারে,
নরাধিপ ? শুনিয়াছি—রথীশ্রেষ্ঠ তুমি,
বিখ্যাত ভারত-ক্ষেত্রে ভীম বাহুবলে ;
কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি'—
অবলা কুলের বালা আমি,—সুখ মম !
আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি' যবে বনে ;
কি ক'ব তাঁহারে, নাথ, কহ, তা' দাসীরে ?
নিন্দে অনসূয়া যবে মন্দ কথা ক'য়ে—
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়,—কি বলে'
বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা' দাসীরে ?
কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব
এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি পদে !

নিন্দে—(তোমায়) নিন্দা করে।

অপবাদে—অপবাদ দেয়। এক টীকাকার "নিন্দে" ও "অপবাদে"—এই দুই স্থলে "ভবিষ্যৎ কালের অর্থ" বুঝিয়াছেন কেন ? অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা ত এখনই সব বুঝিয়াছে এবং দুঃখ করে ;—

"নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ংবদা,
কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে।"

কি ব'লে বুঝাবে—এই 'বুঝাবে'র জন্যই, বোধ হয়, ঐ টীকাকার 'নিন্দে' ও 'অপবাদে' ভবিষ্যৎ কালের অর্থ বুঝিয়াছেন। তাহার প্রয়োজনাভাব। "প্রিয়ংবদা এবং অনসূয়া তোমার নিন্দা করে; এ দাসী তাহাদিগকে কি ব'লে বুঝাবে, বল"—অর্থাৎ „বুঝাতে পারি না ; তুমি বলিয়া দেও, কি ব'লে তাদের বুঝাব"।

বনচর চর, নাথ! না জানি কিরূপে
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ?
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে !—
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে !

-*০*-

বনচর চর—শেষোক্ত 'চর' দূতার্থে। এই পত্র-বাহক বনচর অর্থাৎ তপোবন-বাসী। সুতরাং রাজ-সকাশে যাইতে অনভ্যস্ত ও ভীত।

কিন্তু মজ্জমান জন ইত্যাদি—কিন্তু অগত্যা এই বনবাসী লোক দ্বারাই তোমার কাছে পত্র পাঠাইতে হইতেছে—যেমন মজ্জমান জন ইত্যাদি। ইংরাজী প্রবাদ-বাক্য—"A drowning man catches at a rush or straw."

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণী দেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম, চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হইলে, রুক্মিণী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। রুক্মিণী-হরণ-বৃত্তান্ত এস্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য।]

শুনি' নিত্য ঋষিমুখে, হৃষীকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি' পাপী-জনে,
চাহে পদাশ্রয়, নমি' ও রাজীবপদে,
রুক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্রী, চিরদাসী তব ;—
তার, হে তারক, তা'রে এ বিপত্তি-কালে !

শুনি ইত্যাদি—পিতৃ-গৃহে নিত্য সমাগত সাধু-সজ্জন গণের মুখে কৃষ্ণাবতারের বিষয় শুনিয়া রুক্মিণী মনে-মনে তাঁহাকেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতে রুক্মিণীর লিখিত পত্রের আরম্ভে আছে—

"শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর" ইত্যাদি। (১০-৫২)

এ বিপত্তি কালে—শিশুপালের সহিত প্রস্তাবিত বিবাহ রুক্মিণীর পক্ষে, 'বিপত্তি'।

কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা, কুলের বালা আমি, যদুমণি ?
কি সাহসে বাঁধি' বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জা-ভয়ে ? মুদে আঁখি, হে দেব, শরমে
না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী ;
কাঁপে হিয়া থরথরে ! না জানি, কি করি ;—
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখ-কাহিনী !
শুন তুমি, দয়াসিন্ধু ! হায়, তোমা' বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে !
নিশার স্বপনে হেরি' পুরুষ-রতনে,
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে,
দেবে সাক্ষী করি' বরি' দেবনরোত্তমে
বর-ভাবে ! নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি ; কিন্তু কহি, শুন,
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
সে নাম,—জগত-কর্ণে সুধার লহরী !

হৃষীকেশ—বিষ্ণুর নামান্তর। রুক্মিণী, ঋষিদের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, যাদবেন্দ্র বিষ্ণুর অবতার।

(নিশার স্বপনে হেরি—অনুরাগাতিশয্য ব্যঞ্জক),

পুরুষ-রতনে—বাঞ্ছিত পুরুষোত্তমকে। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে এ পর্য্যন্ত চক্ষে দেখেন নাই। লোকমুখে তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন। স্বপ্নেও তাহাই দেখিয়াছিলেন।

সে নাম—(কৃষ্ণ-নাম)।

কে যে তিনি ? জন্ম তাঁর কোন্ মহাকুলে ?
অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে;—
তুলিয়া কুসুম-রাশি, মালিনী যেমতি
গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি
গাঁথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদছায়া !
গ্রহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে।—
রাজদ্বেষে পিতা-মাতা ছিলা বন্দী-ভাবে,—
দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে !—
খনি-গর্ভে ফলে মণি ; মুক্তা শুক্তি-ধামে !
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে ;
শত শরতের শশী-সদৃশী শোভিল
বিভা ! গন্ধামোদে মাতি' স্বনিলা সুস্বনে
সমীরণ ; নদ-নদী কলকলকলে
সিন্ধু-পদে সুসংবাদ দিলা দ্রুতগতি ;
কল্লোলিলা জলপতি গম্ভীর নিনাদে !
নাচিল অপ্সরা স্বর্গে ; মর্ত্ত্যে নর-নারী !

ঋষিমুখ-বাক্যচয়—যাহা রুক্মিণী ঋষিদের মুখে শুনিয়াছেন।

রাজদ্বেষে—ভগিনী দেবকীর গর্ভজাত পুত্র কংসহন্তারক হইবেন, নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া অবধি কংসরাজা দেবকী, ও তাঁহার স্বামী বসুদেবকে কারাগারে রাখিয়াছিলেন।

পিতামাতা—(পুরুষোত্তমের)। বসুদেব ও দেবকী।

বিভা,—শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে স্বর্গীয় বিভা।

সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে !
বৃষ্টিলা কুসুম দেব ; পাইল দরিদ্র
রতন ; জীবন পুনঃ জীবশূন্য জন !—
পূরিল অখিল বিশ্ব জয়-জয়-রবে।
জন্মান্তে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে,
গোপরাজ-গৃহে ল'য়ে রাখিলা নন্দনে
মহা যত্নে। মহারত্নে পাইলে যেমতি
আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা
গোকুলে গোপ-দম্পতী আনন্দ-সলিলে !
আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী
পুত্র-ভাবে। বাল্য-কালে বাল্য-খেলা যত
খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বর্ণিতে ?
কে ক'বে, কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
পুতনারে ? কাল-নাগ কালীয়, কি দেখি',

গোপরাজ গৃহে—নন্দালয়ে।

গোপদম্পতী—নন্দ ও যশোদা।

মায়াবী পুতনারে—কংসাদেশে পুতনা-রাক্ষসী স্তন্যদানে শিশু কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য মায়া-নারীবেশে যশোদার কাছে আসিয়াছিল। কৃষ্ণ স্তন্য-পান-ছলে তাহার রক্ত পর্য্যন্ত পান করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন।

কালীয়—কালিন্দীর বিষাক্ত জলপানে গোগণ-সমেত গোপ-বালকগণ হত-চেতন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কালীয়-নাগকে দমন করিয়াছিলেন।

লইলু আশ্রয় নমি' পাদ-পদ্ম-তলে ?
কে ক'বে, বাসব যবে রুষি', বরষিলা
জলাসার, কি কৌশলে গোবর্দ্ধনে তুলি',
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে ?—
আর-আর কীর্ত্তি যত বিদিত জগতে ?

* * * *

এইরূপে কত কাল কাটাইলা সুখে
গোপ-ধামে গুণনিধি ; পরে বিনাশিয়া
পিতৃ-অরি অরিন্দম, দূর সিন্ধু-তীরে
স্থাপিলা সুন্দরী পুরী। আর ক'ব কত ?-
দেখ চিন্তি', চিন্তামণি, চেন যদি তাঁরে !

গোবর্দ্ধনে তুলি—ইন্দ্রের আদেশে মেঘ জল বর্ষণ করে বলিয়া গোকুলের গোপগণ প্রতি বৎসর ইন্দ্রযজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের তুষ্টি সাধন করিত। একবার শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায় তাহারা যজ্ঞ না করায় ইন্দ্রদেব রুষ্ট হইয়া অতি-বৃষ্টি দ্বারা গোকুল প্লাবিত করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় করে তথাকার গোবর্দ্ধন-নামক পর্ব্বতকে উচ্চ করিয়া ধরিয়া রাখায়, তাহার নীচে গোকুলের গো ও গোপকুল আশ্রয় লাভ করিয়া প্লাবনে রক্ষা পাইয়াছিল।

পিতৃ-অরি—(কংসরাজা)।

দূর সিন্ধুতীরে—দ্বারকায়।

না পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি যদি পারে, হে, বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী। চিত্রপটে যেন,
চিত্রিত সে মূর্ত্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে!—
নবীন-নীরদ-বর্ণ; শিখি-পুচ্ছ শিরে;
ত্রিভঙ্গ; সুগল-দেশে বর গুঞ্জমালা;
মধুর অধরে বাঁশী; বাস পীত ধড়া;
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজীব-চরণে—
যোগীন্দ্র—মানস—পদ্ম! মোক্ষ—ধাম ভবে!
যত বার হেরি, দেব, আকাশ-মণ্ডলে,
ঘনবরে; শক্র-ধনুঃ চূড়া-রূপে শিরে;
তড়িৎ-সুধড়া অঙ্গে;—পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি', আমি পূজি ভক্তি-ভাবে!
ভ্রান্তি-মদে মাতি' কহি,—'প্রাণকান্ত মম
আসিছেন শূন্য-পথে তুষিতে দাসীরে!'

না পার চিনিতে যদি—এতক্ষণ সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইল। এখন তাঁহার রূপ-বর্ণনা হইতেছে।

যোগীন্দ্র-মানস-পদ্ম—মহাদেবের হৃদয়-সরোবরে পদ্ম স্বরূপ। পদ্মই সরোবরের শোভা।

ঘনবরে—(শ্রীকৃষ্ণের নবঘন-শ্যাম-বর্ণত্ব ব্যঞ্জক)।

শক্র-ধনুঃ চূড়ারূপে—(শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছ-চূড়ার নানা বর্ণত্ব ব্যঞ্জক)।

তড়িৎ-সুধড়া—(শ্রীকৃষ্ণের ধড়ার পীত-বর্ণত্ব ব্যঞ্জক)।

উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তা'রে রাগে !
নাচিলে ময়ূরী, তা'রে মারি, যদুমণি !
মন্দ্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি',—
গোপ-কুল-বালা আমি ; বেণুর সুরবে
ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে !
কহি শিখীবরে,—'ধন্য তুই পক্ষীকুলে,
শিখণ্ডি ! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যাঁর,
পূজেন চরণ তাঁ'র আপনি ধূর্জ্জটি !'—
আর পরিচয় কত দিব পদযুগে ?
শুন এবে দুঃখ-কথা। হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপিত সে সুশ্যাম মূর্ত্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে,
পূজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল-নামে,
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
বর-বেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে !
কি লজ্জা ! ভাবিয়া দেখ, হে দ্বারকাপতি !

গঞ্জি তারে রাগে—রুক্মিণীর মনঃকল্পিত শ্রীকৃষ্ণকে চাতকী মেঘ ভাবিতেছে বলিয়া 'রাগ'।

মারি তারে—(শ্রীকৃষ্ণকে ময়ূরী মেঘ ভাবিতেছে বলিয়া)।

শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যার—তোর পুচ্ছ যে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক ভূষিত করে।

কেমনে অধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবে রুক্মিণী ?
স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, একজনে
কায়-মনঃ; অন্য জনে——ক্ষম, গুণনিধি !—
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে !—
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে ?
আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি,'
গদাধর ! রূপ-গুণ থাকিত যদ্যপি
এ দাসীর,—কহিতাম, 'আইস, মুরারি,
আইস ; বাহন তব বৈনতেয় যথা
হরিল অমৃত-রস পশি' চন্দ্র-লোকে,
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি' এ দেশে !'—
কিন্তু নাহি রূপ—গুণ ; কোন্ মুখ দিয়া
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা ?
দীন আমি ; দীনবন্ধু তুমি, যদুপতি ;
দেহ ল'য়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,

গরুড়-ধ্বজে—গরুড়-ধ্বজ রথে।

পাঞ্চজন্য—শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত পঞ্চজন-নামক অসুরের অস্থি হইতে নির্ম্মিত বলিয়া ঐ শঙ্খের নাম "পাঞ্চজন্য"।

রূপগুণ থাকিত যদ্যপি—(বিনয় ও সৌজন্য ব্যঞ্জক)।

বৈনতেয়—বিনতা-নন্দন গরুড়।

হরিল অমৃতরস—দেবগণ চন্দ্রলোকে অমৃত রক্ষা করিলে গরুড় তাহা হরণ করিয়াছিল। (মহাভারতে দেখ)।

যাঁ'র দাসী করি' বিধি সৃজিলা অহারে !
রুক্ম—নামে সহোদর,—দুরন্ত সে অতি ;
বড় প্রিয়পাত্র তা'র চেদীশ্বর বলী ;
শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা ! চন্দ্রকলা সখী,—
তা'র গলা ধরি', দেব, কাঁদি দিবানিশি,—
নীরবে দুজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে !
লইনু শরণ আজি, ও রাজীব-পদে ;—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে !
কি ছলে ভুলাই মনঃ, কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি !—
বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে ;
'যমুনা' বলিয়া তা'রে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি ! কূলে তা'র কত যে রোপেছি
তমাল, কদম্ব,—তুমি হাসিবে শুনিলে !
পুষিয়াছি সারী-শুক, ময়ূর-ময়ূরী
কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত ;
কুহরে কোকিল ডালে ; ফোটে ফুলরাজী ।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে !
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া !

ত্রাণ বিঘ্নে মোরে—"ত্রাণ" ক্রিয়াপদ—ত্রাণ কর। 'ণ' অকারান্ত করিয়া পড়িতে হইবে।

যমুনা বলিয়া—(শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নদীর নাম 'যমুনা' বলিয়া)।

তমাল, কদম্ব—(শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বৃক্ষ)।

সারী-শুক ইত্যাদি—বৃন্দাবনের নিকুঞ্জের অনুকরণে।

কিম্বা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে!
আছে বহু গাভী গোষ্ঠে; নিজ কর দিয়া
সেবে দাসী তা' সবারে! কহ, হে, রাখালে
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে,—কহ, যদুমণি!
যতনে চিকণি' নিত্য গাঁথি ফুলমালা;
যতনে কুড়ায়ে রাখি যদি পাই পড়ি'
শিখীপুচ্ছ ভূমিতলে;—কত যে কি করি,
হায়, পাগলিনী আমি! কি কাজ কহিয়া?
আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্দ্ধর তুমি
মুরারি! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী,
কংসজিৎ; মধু-নামে দৈত্য-কুল-রথী,—
বধিলা মধুসূদন, হেলায় তাহারে!
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি?
কাল-রূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে;
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি' এ দেশে,
হর মোরে! হরে' ল'য়ে দেহ তাঁ'র পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে!

-*০*-

সেবে দাসী তা সবারে—(গাভী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া)।
শিখিপুচ্ছ—(ইহাও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া)।

দশরথের প্রতি কেকয়ী

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তিনি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ ও তদানুসঙ্গিক উৎসবের আয়োজন করিলে, কেকয়ী দেবী মন্থরা নাম্নী দাসীর মুখে সংবাদ পাইয়া, নিম্ন-লিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা ;—
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তা'র কভু না সম্ভবে !
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন !
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি-গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ

মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের-মালা—গৃহদ্বার সাজাইবার জন্য এইসব একত্র করিয়া গ্রথিত মালা।

মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণা-ধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি' কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধন-জাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে ?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘু-কুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু,
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি ?

গায়কী—(গায়িকা)। মেঘনাদ-বধ কাব্যেও 'গায়কী' শব্দের প্রয়োগ আছে।

কোন্ ব্রতে ব্রতী ইত্যাদি—কেকয়ী সমস্ত জানিয়াও যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভান করিয়া রাজাকে বিদ্রূপোক্তি করিতেছেন।

কোন্ রিপু হত রণে ?—(রণে রিপু হত হইলে মঙ্গলোৎসব হইয়া থাকে)। এ সমস্তই বিদ্রূপোক্তি।

জন্মিল কি পুত্র আর? কাহার বিবাহ
দিবে আজি? আইবড় আছে কি, হে, গৃহে
দুহিতা? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে!
কহ, শুনি, হে রাজন্, এ বয়সে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল!—পাইলা কি পুনঃ এ বয়সে—
রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি?
   হা ধিক! কি ক'বে দাসী—গুরুজন তুমি!
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—'অসত্য-বাদী রঘু-কুল-পতি!—
নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে!
ধর্ম্ম-শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে!'
   অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তা'র কাট তুমি আসি',
নররাজ; কিম্বা দিয়া চূণ-কালি গালে
খেদাও গহন বনে! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভঞ্জিবে
এ কলঙ্ক? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে

জন্মিল কি পুত্র আর—তাহাতেও মঙ্গলোৎসব হয় বলিয়া, এই বিদ্রূপোক্তি।

পাইলা কি পুনঃ ইত্যাদি—বিবাহে উৎসব হয় বলিয়া এ বিদ্রূপোক্তি।

ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি' মনে !
না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে !
নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্ত্তুল কদলী—
সদৃশ ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি'
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব ! নম্র—শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ ! সুধা-হীন অধর ! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন—ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত ; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি' কুসুমে !
কিন্তু পূর্ব্ব-কথা এবে স্মর, নরমণি !—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি',
মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি' যদি তুমি
আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা' কহ ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা' হ'লে !

না পড়ি ঢলিয়া আর—(যৌবন গত হইয়াছে বলিয়া)।

সেবিনু চরণ যবে—সম্বরাসুরের সহিত যুদ্ধে দশরথের দেহ ক্ষত হইলে, কেকয়ীর শুশ্রূষায় তিনি সুস্থ হইয়া এক বর দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। পরে নখ-ব্রণে কাতর হইলেও কেকয়ী সেবা করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজা দ্বিতীয় বর দানের প্রতিজ্ঞা করেন।

কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ;—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে !—
এ কুপথে পথী কি, হে, সূর্য্য-বংশ-পতি ?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ সুললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি !
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব-নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি ?
পড়ে কি, হে, মনে এবে পূর্ব্বকথা যত ?

প্রবঞ্চনারূপ ভস্ম মাখে মধুরসে—মিষ্ট কথায় ছলনা করে, ইহাই ভাব।

সুললাটে এবে—সূর্য্যের সুললাট এত কাল কলঙ্কহীন ছিল ; তাহা 'এবে' সূর্য্য-বংশ-পতির এই কলঙ্কে শশাঙ্কের ন্যায় কলঙ্কিত হইল।

ধর্ম্মশীল বলি—দশরথ ধর্ম্মাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। (রামায়ণে দেখ)।

ভরত, ভারত-রত্ন—কেকয়ীর কাছে ভরতই প্রধান।

পূর্ব্বকথা যত—যুদ্ধে দশরথ ক্ষতদেহ হইলে কেকয়ী প্রাণপণে দশরথের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। দশরথ তুষ্ট

কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী ?
তিন রাণী তব, রাজা ! এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী,—
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি !
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা-মহিষী
ভুলাইলা মনঃ তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি' রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তা'র, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?
কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে ?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব; কা'র সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী ! দেশ-দেশান্তরে

হইয়া দুইটী বর দিতে উদ্যত হইলে, কেকয়ী সময়-মত বর চাহিবেন বলিয়াছিলেন। এই সব কথা।

ধর্ম্ম নষ্ট কর—(সত্য পালন না করায় "ধর্ম্ম নষ্ট")।

কে পারে ফিরাতে প্রবাহে—(অসম্ভবত্ব ব্যঞ্জক)।

বীতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?—বীতংস পাখী ধরিবার সূতা। "কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ?"—(মেঘনাদ-বধ—১ম সর্গ)

ফিরিব ; যেখানে যা'ব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'•
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী;
এ মোর দুঃখের কথা, ক'ব সর্ব্বজনে !
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পা'ব ক'ব তা'র কাছে—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
পুষি' সারী-শুক, দোঁহে শিখা'ব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী।
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি'
অরণ্যে। গাইবে তা'রা বসি' বৃক্ষ শাখে,—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
শিখি' পক্ষীমুখে গীত গা'বে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ-শৃঙ্গদেহে।
রচি' গাথা, শিখাইব পল্লী-বাল-দলে।
করতালি দিয়া তা'রা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে,

গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী—ঠিক এই পংক্তিটী মেঘনাদ-বধেও আছে।

তব আশা—বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি ?
বাড়ালে যাহার মান, থাক তা'র সাথে
গৃহে তুমি ! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়স, তবু লজ্জাহীন তুমি !)—
যুবরাজ পুত্র রাম ; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ ;—এ সবারে ল'য়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি' আমি !
পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পা'বে আশ্রয় বাছনি !
দিব্য দিয়া মানা তা'রে করিব খাইতে
তব অন্ন ; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে।
চিরি' বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন ! না থাকে যদি পাপ এ শরীরে ;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী ;
বিচার করুন ধর্ম্ম ধর্ম্ম-রীতি-মতে !

পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে—ভরতকে। ভরত আর অযোধ্যায় আসিবে না, এবং কেকয়ীও দেশান্তরে যাবেন। কাজেই ভরত 'পিতৃ-মাতৃহীন'। এখানে করুণ-রসে দশরথের মন ভিজাইবার চেষ্টা।

চিরি বক্ষঃ—(মর্ম্মান্তিকতা-ব্যঞ্জক)।

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা।

[যৎকালে রামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে বাস করেন, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামানুজের মোহন-রূপে বিমোহিতা হইয়া, তাঁহাকে নিম্ন লিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। কবি-গুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশ মাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকি-বর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে স্মরণ-পথ হইতে দূরীকৃত করিবেন।]

কে তুমি,—বিজন বনে ভ্রম, হে, একাকী,
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ? কি কৌতুকে, কহ,
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে—
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণ শশী, আজি ?

সূর্পণখা—কবি এই পত্রিকার ভূমিকাতে পাঠকবর্গকে "বাল্মীকি-বর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে স্মরণ-পথ হইতে দূরীকৃতা" করিতে বলিয়াছেন। রাক্ষসেরা মায়াবী এবং রাক্ষসীরা মায়াবিনী ছিল, এ কথা রামায়ণে বহুস্থলেই পাওয়া যায়। লঙ্কা-যুদ্ধ-কালে বিভীষণের মহিষী সরমা পক্ষী হইয়া উড়িয়া গিয়া রামের কুশল-সংবাদ আনিয়া সীতার চিন্তা দূর করিয়াছিলেন। জন্মাবধি বিকৃতরূপা সূর্পণখারও সে শক্তি থাকাই সম্ভব। এমত স্থলে, সুপুরুষদ্বয় রাম-লক্ষ্মণের কাছে প্রণয়-যাচ্ঞা করিতে যাইবার সময়ে বিকটা মূর্ত্তিতে না গিয়া মায়াবলে সুন্দরী-রূপে যাওয়াই কাব্যাংশে অধিকতর সঙ্গত। ইহাতে বাল্মীকি-অঙ্কিত সূর্পণখার স্বাভাবিক বিকটা মূর্ত্তির লোপ করা হয় নাই। শুধু সূর্পনখার সম্ভাবিত মায়াবলের সাহায্যে উপস্থিত প্রণয়-যাচ্ঞা-ক্ষেত্রে তাহাকে সুরূপা করিয়া

ফাটে বুক জটাজূট হেরি' তব শিরে,
মঞ্জুকেশি ! স্বর্ণ-শয্যা ত্যজি' জাগি আমি
বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে
শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে !
উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী,
কাঁদি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে—
তোমার আহার নিত্য ফল-মূল, বলি !
সুবর্ণ-মন্দিরে পশি নিরানন্দ-গতি, ;—

দেখান হইয়াছে। এই পত্রিকা-মধ্যেই সূর্পণখা বলিতেছেন—"কামরূপা আমি" অর্থাৎ সূর্পণখা ইচ্ছারূপিনী। কালিদাসের রঘুবংশ-মহাকাব্যেও সূর্পণখা মায়ারূপসী সাজিয়া রাম-লক্ষ্মণের কাছে প্রেম-ভিক্ষা চাহিয়াছিল।

বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ—বনচারীর পক্ষে শীতনিবারণার্থ গায়ে ভস্ম মাখাই স্বাভাবিক।

বৈশ্বানর ইত্যাদি—লক্ষ্মণও রূপে অগ্নি-তুল্য। অথচ সে বর্ণ ভস্মাচ্ছাদিত।

মেঘের আড়ালে—(আবরণ ব্যঞ্জক)।

ফাটে বুক—যৌবনে লক্ষ্মণের সন্ন্যাস দেখিয়া)।

মঞ্জুকেশি—যাহার কেশ এমন সুন্দর, তাহার মস্তকে জটাজূট দেখিলে দুঃখ হয়।

স্বর্ণ-শয্যা—ইহা এবং "রাজভোগ," "দাসী," "সুবর্ণ-মন্দির"—এ-সবই সূর্পণখার ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক। সূর্পণখার এই-সব উক্তি অনুরাগ-ব্যঞ্জক হইলেও ইহার ভিতরে কৌশলে প্রলোভন-প্রদর্শন করাও হইয়াছে।

কেন না—নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে !
হে সুন্দর, শীঘ্র আসি' কহ মোরে, শুনি ;—
কোন্ দুঃখে ভব-সুখে বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি ? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা, হে, উদাসীর বেশে ?
হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজস্বি, কহ,—
কা'র ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে
একাকী, আবরি' তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণ খেদে ?
তোমার মনের কথা কহ আসি' মোরে ।—
যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র ; দিব সেনা ভব-বিজয়িনী,
রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে !
বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী

বঞ্জুল-মঞ্জুলে—বেতস-বনে ।

হেমাঙ্গ মৈনাক—উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট মৈনাক-পর্ব্বত । বাঃ রামায়ণে আছে—"হিরণ্যাভং মৈনাকমুবাচ গিরিসত্তমম্ ।" কবির নীতিগর্ভ কবিতাবলীর মধ্যে "সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি" নামক কবিতায় আছে—"দ্বিতীয়-তপন-রূপে, নীল-সিন্ধু-জলে মৈনাক ভাসিল ।" লক্ষ্মণও "হেমাঙ্গ ।"

কার ভয়ে ইত্যাদি—ইন্দ্র-কর্ত্তৃক পক্ষচ্ছেদের ভয়ে হিমবানের পুত্র মৈনাক সাগরে ডুবিয়াছিল । কিন্তু লক্ষ্মণ কার ভয়ে এই বন-রূপ সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন ?

ত্রস্ত অস্ত্র-ভয়ে যা'র, হেন ভীম রথী
যুঝিবে তোমার হেতু—আমি আদেশিলে !
চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে,—যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি' তা'রে
দিব তব পদে, শূর ! চামুণ্ডা আপনি
(ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে,
(কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমখণ্ডা হাতে,
ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে—
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস !—যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র ;—অলকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মনঃ ; নতুবা কুহকে

হেন ভীম রথী—ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ।

বাঁধি আনি—ভ্রাতা রাবণ ত্রিভুবন-বিজয়ী বলিয়া সূর্পণখার এই উক্তি।

চামুণ্ডা আপনি—ইনি লঙ্কার রক্ষয়িত্রী দেবী।

অলকার ভাণ্ডার খুলিব—রাবণ অলকাধিপতি কুবেরকেও জয় করিয়াছিলেন।

সূর্পণখার এ-সব উক্তি প্রণয়াতিশয্যে অত্যুক্তি নহে। ইহার প্রত্যেক উক্তিরই বাস্তবতা আছে। রাবণ ও মেঘনাদ না করিয়াছেন কি ? সুতরাং ভাই ও ভ্রাতৃপুত্র দ্বারা সূর্পণখা এ সবই করাইতে পারেন; অন্ততঃ সূর্পণখার এ বিশ্বাস অসঙ্গত নয়।

কুহকে—কুহক-বলে। রাক্ষস-রাক্ষসীরা ইন্দ্রজাল-বিদ্যা জানিত।

শুষি' রত্নাকরে, লুটি' দিব রত্ন-জালে !
মণি-যোনি খনি যত, দিব, হে, তোমারে।
প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি,
কহ, কোন্ যুবতীর—(আহা ভাগ্যবতী
রামাকুলে সে রমণী !)—কহ শীঘ্র করি,—
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব ? অনিমিষে রূপ তা'র ধরি,'
(কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে !
আনি' পারিজাত-ফুল, নিত্য সাজাইব
শয্যা তব ! সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী,
নৃত্য-গীত-রঙ্গে রত। অপ্‌সরা, কিন্নরী
বিদ্যাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি,
তেমতি আমারে সেবে দশ-শত দাসী।

মণিযোনি—মণির উৎপত্তি স্থান, খনি।

প্রেম-উদাসীন—প্রেমের জন্য উদাসীন, অর্থাৎ কোন রমণীর প্রেমে বঞ্চিত হইয়া উদাসীন।

ভাগ্যবতী........সে রমণী—ইহাতে কৌশলে লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখার অনুরাগ ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

কামরূপা আমি—মায়াবলে শূর্পণখা ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারিত। শূর্পণখা-সম্বন্ধে বাল্মীকি-রামায়ণে এ কথা না থাকিলেও রাক্ষসেরা ও রাক্ষসীরা যে মায়ারূপ ধারণ করিতে পারিত, রামায়ণে একাধিক স্থলে তাহার উল্লেখ আছে।

সুবর্ণ-নির্ম্মিত গৃহে আমার বসতি—
মুক্তাময় মাঝ তার; সোপান, খচিত
মরকতে; স্তম্ভে হীরা, পদ্মরাগ-মণি;
গবাক্ষে দ্বিরদ-রদ, রতন কপাটে!
সুকল স্বরলহরী উথলে চৌদিকে
দিবানিশি; গায় পাখী সুমধুর স্বরে
সুমধুরতর স্বরে গায় বীণা-বাণী
বামাকুল! শত-শত কুসুম-কাননে
লুটি' পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে!
খেলে উৎস; চলে জল কলকল-কলে!
 কিন্তু বৃথা এ বর্ণনা। এস, গুণনিধি,
দেখ আসি',—এ মিনতি দাসীর, ও পদে!
কায়-মনঃ-প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে!
ভুঞ্জ আসি' রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে;
নহে, কহ, প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে,
এ বেশ-ভূষণ ত্যজি', উদাসীনী-বেশে
সাজি', পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!
রতন-কাঁচলী খুলি', ফেলি' তা'রে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন; ঘুচাইয়া বেণী,

মুক্তাময় মাঝ তার—ঘরের 'মেজে' মুক্তার।
বীণা-বাণী—বীণার মত মধুর বাণী যাহাদের।
চলে জল—উৎস-নিঃসৃত জল (চারিদিকে) বহিতেছে

মণ্ডি জটাজূটে শিরঃ ; ভুলি' রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি, হে, কবরী ;
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে ;
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি,'
গলদেশে ! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে !
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে !—
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি, হে, দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল-মান-ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু ?——বিরলে লিখিয়া
লেখন রাখিনু, সখে, এই তরুতলে ।
নিত্য তোমা' হেরি হেথা ; নিত্য ভ্রম তুমি
এই স্থলে । দেখ চেয়ে ;— ওই যে শোভিছে
শমী,—লতাবৃতা, মরি, ঘোমটায় যেন,
লজ্জাবতী !—দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জা-ভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর,—হায়, সূর্য্যমুখী
চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্য্যের পানে !—

মণ্ডি—মণ্ডন করি অর্থাৎ সজ্জা করি।

প্রেম-মন্ত্র—(উদাসিনীর সজ্জা করা হইল। এখন দীক্ষা চাই। তাই 'প্রেম-মন্ত্র')।

স্থির-আঁখি—নিয়ত সূর্য্যাভিমুখী। যে দিকে সূর্য্য যাইতেছে, সেইদিকে স্থির-দৃষ্টি। শূর্পণখাও সেইরূপ

কি আর কহিব তা'র ? যত ক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া, নাথ ; থাকিত দাঁড়ায়ে
প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী !
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি' !
হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা !
কিন্তু বৃথা কহি কথা ! পড়িও, নৃমণি,-
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে !
যদি ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী-পূর্ব্বকূলে ; বসিব সেখানে
মুদিত-কুমুদী-রূপে আজি সায়ংকালে ;
তুষিও দাসীরে আসি' শশধর-বেশে !
লয়ে তরী সহচরী থাকিবেক তীরে ;

শমীবৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্মণের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত।

শূন্যাসনে—লক্ষ্মণের পরিত্যক্ত স্থানে। লক্ষ্মণ যেখানে বসিতেন, তিনি চলিয়া গেলে সেইখানে।

ধূলা·······যথায় রাখিতে পদ—অর্থাৎ পদধূলি। (প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যঞ্জক)।

হব্যভস্ম—আহুতি-ভস্ম।

মুদিত-কুমুদী-রূপে—চন্দ্রের আশায় যেমন কুমুদী।

শশধর-বেশে—(চন্দ্র কুমুদীর নায়ক বলিয়া)।

সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে
কানন, বিজন দেশ। এস, গুণনিধি;—
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি,' হে, দু'জনে!
যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব
সংক্ষেপে। বিখ্যাত, নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপুরী
স্বর্ণময়ী; রাজা তথা রাক্ষ-কুল-পতি
রাবণ; ভগিনী তাঁ'র দাসী,—লোক-মুখে
যদি না শুনিয়া থাক, নাম সূর্পণখা।
কত যে বয়স তার; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি' দেখ, নরমণি!—
আইস মলয়-রূপে; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি!
আইস ভ্রমর-রূপে; না যোগায় যদি

দেখিব প্রেমের স্বপ্ন, জাগি হে দুজনে—নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ যেন জাগ্রতের স্বপ্ন—উভয়ে জাগ্রত অথচ যেন স্বপ্ন দেখিতেছে, এমনই মনোহর ভাবে উভয়েই বিবশ।

"Love is but a dreaming"—(কবি-কৃত রত্নাবলী নাটকের অনুবাদ)।

কত যে বয়স—(যৌবনের ইঙ্গিত)।

কি রূপ—(সুরূপের ইঙ্গিত)।

মলয়-রূপে—মলয়-বায়ু কুসুমের পরিমল ভোগ করে বলিয়া, সূর্পণখা-কুসুম লক্ষ্মণকে মলয়-রূপে আসিতে বলিতেছে।

ভ্রমর-রূপে—(ভ্রমর মধুলোভী বলিয়া)।

মধু এ যৌবন-ফুল, যাই উড়িয়া,
গুঞ্জরি' বিরাগ-রাগে ! কি আর কহিব ?
মলয়, ভ্রমর—দেব, আসি' সাধে দোঁহে
বৃন্তাসনে মালতীরে ! এস, সখে, তুমি ;—
এই নিবেদন করে সূর্পণখা পদে।
শুন নিবেদন পুনঃ। এত দূর লিখি'
লেখন, সখীর মুখে শুনিনু হরষে,
রাজরথী দশরথ অযোধ্যাধিপতি ;—
পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি,
তাঁহার, অগ্রজ-সহ পশিয়াছ বনে
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু। কি আশ্চর্য্য ! মরি,—
বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি,
দয়ার সাগর তুমি ! তা' না হ'লে কভু
রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে ?
দয়ার সাগর তুমি ! কর দয়া মোরে,—
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে !
চল শীঘ্র, যাই দোঁহে স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।

বৃন্তাসনে মালতীরে—মালতী-কুসুমের পরিমল-লোভে মলয়ানিল ও ভ্রমর, উভয়ই ব্যগ্র। এখানে 'বৃন্তাসনে'র কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

দয়ার সাগর তুমি ! তা না হ'লে কভু—এখানে 'দয়া' অর্থে সহানুভূতি, সমবেদনা (Sympathy)।

সম-পাত্র মানি' তোমা', পরম আদরে,
অর্পিবেন শুভ ক্ষণে রক্ষঃ-কুল-পতি
দাসীরে কমল-পদে। কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী!
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর; আর কথা যত
নিবেদিব পাদ-পদ্মে বসিয়া বিরলে।
ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে; আনন্দে বহিছে
অশ্রু-ধারা! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে? আসি ত্বরা করি',
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে।

সম-পাত্র—বিবাহ দিবার উপযুক্ত পাত্র।

আনন্দে—প্রেমানন্দে অথবা এই পত্র পাঠান্তে তুমি নিশ্চয়ই আসিবে, এই ভাবিয়া আনন্দে।

আসি ত্বরা করি, প্রশ্নের উত্তর……দেহ—তুমি আসিলেই আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল, বুঝিব।

অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী

[যৎকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন, বীরবর অর্জ্জুন বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্থের বিরহে কাতরা হইয়া, দ্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিম্ন-লিখিত পত্রিকাখানি এক ঋষিপুত্রের সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ-সংসার আর ?— কেন বা পড়িবে ?
কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে ?
দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা-মাঝে
আসীন দেবেন্দ্রাসনে ! সতত আদরে
সেবে তোমা' সুরবালা,—পীন-পয়োধরা
ঘৃতাচী, সু-উরু রম্ভা, নিত্য প্রভাময়ী
স্বয়ম্প্রভা, মিশ্রকেশী—সুকেশিনী ধনী,
উর্ব্বশী— কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে,
নিবিড়-নিতম্বী সহা সহ চিত্রলেখা

হে ত্রিদশালয় বাসি—নাম না করিয়া এইরূপে সম্বোধন ব্যঙ্গচ্ছলে প্রেমের রসিকতা ব্যঞ্জক।

কি অভাব তব—(প্রেমের ব্যঙ্গোক্তি)।

কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে—দিবে অর্থাৎ স্বর্গে উর্ব্বশী যেন কলঙ্ক-হীনা শশিকলা। ইহা উর্ব্বশীর শশিকলাধিক রূপ ব্যঞ্জক।

সহা—অপ্সরা চিত্রলেখার সখী।

চারুনেত্রা, সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা,
সুলোচনা সুলোচনা ;—কেহ গায় সুখে,
কেহ নাচে ;—দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে ;
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে !
কস্তুরী-কেশর-ফুল আনে কেহ সাধে !—
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল-ভুজে তোমা' বাঁধি,' গুণনিধি !
রসিক নাগর তুমি ; নিত্য রসবতী
সুরবালা ;—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা ?
  নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, সুমতি,
ভ্রম নিত্য ! শুনিয়াছি, ঋতুরাজ না কি
সাজান সে বনরাজী, বিরাজি' সে বনে
নিরন্তর ; নিরন্তর গায় পাখী শাখে ;
না শুকায় ফুলকুল ; মণি-মুক্তা-হীরা—

সুলোচনা—এক সুরবালার নাম।

দিব্য বীণা—স্বর্গীয় বীণা। 'দিব্য' এখানে উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক, মর্ত্ত্য-বীণা অপেক্ষা সুমধুর।

মন্দার-মণ্ডিত—(উৎকর্ষ-ব্যঞ্জক)। নন্দন কাননের মন্দার-কুসুম-ভূষিত। মর্ত্ত্যলোকে ইহা সম্ভবে না।

কি সুখে বঞ্চিত—অর্থাৎ কোন সুখেরই অভাব নাই।

নিরন্তর—মর্ত্ত্যে ঋতুরাজ বসন্ত কেবল কাল-বিশেষেই প্রাদুর্ভূত হয়েন ; কিন্তু স্বর্গে তিনি চির-বিরাজমান।

স্বর্ণ-মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ যত !
মন্দ-মন্দ সমীরণ বহে দিবানিশি
গন্ধামোদে পূরি' দেশ। কিন্তু এ বর্ণনে
কি কাজ ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা,
নিত্য স্ব-নয়নে তুমি দেখ তা,' নৃমণি !
স্ব-শরীরে স্বর্গভোগ ! কা'র ভাগ্য হেন'
তোমা' বিনা, ভাগ্যবান্, এ ভব-মণ্ডলে ?
ধন্য নর-কুলে তুমি ! ধন্য পুণ্য তব !
পড়িলে এ সব কথা মনে, শূরমণি,
কেমনে ভাবিব, হায়, কহ তা' আমারে,
অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে ?
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি,
ভুলিয়া না থাক তা'রে,—আশীর্ব্বাদ কর,
নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে !

সরোরোধঃ—সরোবরের তট-ভাগ।

পড়িলে এসব কথা মনে ইত্যাদি—স্বর্গের সুখ-ভোগাদির কথা যাহা শুনিয়াছি, সে-সব যখন মনে পড়ে, তখন স্বর্গে এমন সুখ-ভোগে থাকিয়াও তুমি যে আমার কথা মনে কর, ইহা কেমন্ করিয়া ভাবিতে পারি ?

ধনঞ্জয়—(সম্বোধন)। যদি আমায় না ভুলিয়া থাক, বলিয়া, তবে দ্রৌপদী "ধনঞ্জয়" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে, দ্রৌপদী অর্জ্জুনের নাম করিয়া সম্বোধন করেন নাই; "হে ত্রিদশালয়বাসি" বলিয়া প্রেমের ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

হায়, নাথ, বৃথা জন্ম নারীকুলে মম !
কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে
হেন তাপ—কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে
এরূপে, কে ক'বে মোরে ?—সুধিব কাহারে ?
রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী ;
তবু নিত্য সমীরণ কহে তা'র কানে
প্রেমের রহস্য কথা !—অবিরল লুটে
পরিমল ! শিলীমুখ, গুঞ্জরি' সতত,
(কি লজ্জা !) অধর-মধু পান করে সুখে !
সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে
সেই নিদারুণ বিধি ! কা'রে নিন্দি, কহ,
অরিন্দম ? কিন্তু কহি, ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,

বৃথা জন্ম ইত্যাদি—(প্রাণপতি-অভাবে) ।

কি লজ্জা !—রবির সাক্ষাতেই রবির প্রাপ্য ধন হরণ করে, ইহা লজ্জার কথা !

সৃজিলা দাসীরে সেই নিদারুণ বিধি—যে বিধি কমল সৃষ্টি করিয়াছেন, রবি যাহার প্রাণপতি হইলেও সমীরণে ও ভ্রমরে যাহার পরিমল ও মধু হরণ করে, সেই বিধি দ্রৌপদীকেও সৃষ্টি করিয়াছেন । এখানে দ্রৌপদীর বহু-স্বামিত্বের প্রতি সুন্দর ইঙ্গিত । এই কাব্যে জনা-পত্রিকায় দ্রৌপদী সম্বন্ধে আছে, "—পৌরব-সরেস নলিনী ! অলির সখী, রবির অধিনী, সমীরণ-প্রিয়া ।"

কারে নিন্দি—দ্রৌপদী-কমল কাহাকে নিন্দা করিবে ?—সমীরণকে, না, ভ্রমরকে ? পক্ষান্তরে, অন্যান্য স্বামীর কাহাকে ?

শুন তুমি, প্রাণকান্ত ! রবির বিরহে
নলিনী মলিনী যথা মুদিত বিষাদে,
মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে !
সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে,—
সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে
সমীরণ—ফোটে কি, হে, কভু পঙ্কজিনী,
কনক-উদয়াচলে না হেরি' মিহিরে,
কিরীটি ? আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে,—
হায়রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে—
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন !
আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে ?
পাঞ্চালীর চির—বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয় !—এই জানি, এই মানি মনে।
যা' ইচ্ছা করুন ধর্ম্ম, পাপ করি যদি
ভালবাসি' নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা, নৃমণি !
হেন সুখ ভুঞ্জি,' দুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে ?
যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজ্ঞসেনী,

পাপ করি যদি ভালবাসি নৃমণিরে—নৃমণিরে (এখানে অর্জ্জুনকে) ভালবাসিয়া যদি পাপ করিয়া থাকি—ধর্ম্ম যা-ইচ্ছা করুন।

যজ্ঞানলে জনমিল দাসী—দ্রুপদ রাজার যজ্ঞানলে এক পুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল। এই কন্যাই যাজ্ঞসেনী, নামান্তর, কৃষ্ণা, দ্রৌপদী।

জান তুমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে
রূপ-গুণ-যশে তব, হায় রে, বিবশা,
বরিনু তোমায় মনে! সখীদলে লয়ে
কত যে খেলিনু খেলা, কহিব কেমনে?
বৈদেহীর সুকাহিনী শুনি' লোক-মুখে
শিবের মন্দিরে পশি' পুষ্পাঞ্জলি দিয়া,
পূজিতাম শিব-ধনুঃ! কহিতাম সাধে,—
'ঋষি-বেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে
(জানি কামরূপ তুমি!) দিতে এ দাসীরে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
হে কোদণ্ড, ভাঙ্গিবেন তোমায় স্ববলে!
তা' হ'লে পাইব নাথে, বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি!'
শুনি' বৈদর্ভীর কথা, ধরিতাম ফাঁদে
রাজহংসে; দিয়া তা'রে আহার, পরা'য়ে
সুবর্ণ-ঘুংঘুর পায়ে, কহিতাম কানে,—

বৈদেহীর সুকাহিনী—জনকের সভায় হরধনু ভাঙ্গিয়া রামচন্দ্রের সীতা-লাভ-কাহিনী।

কামরূপ—ইচ্ছানুরূপ রূপ-ধারণ-ক্ষম।

বলীশ্রেষ্ঠ তিনি—শিবধনু ভঙ্গ করা বলীশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নহে।

শুনি বৈদর্ভীর কথা—বিদর্ভ-রাজ-দুহিতা দময়ন্তীর কাহিনী শুনিয়া অর্থাৎ দময়ন্তী রাজহংস দ্বারা বাঞ্ছিত নলের কাছে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই কাহিনী শুনিয়া।

'যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে
হস্তিনা ;— তথায় তুমি, রাজহংসপতি,
যাও শীঘ্র শূন্য-পথে ; হেরিবে সে পুরে
নরোত্তমে ; তাঁ'র পদে কহিও,—দ্রৌপদী
তোমার বিরহে মরে দ্রুপদ-নগরে !'
এই কথা ক'য়ে তা'রে দিতাম ছাড়িয়া।
হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি' ;—
'বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল পতি,
পুত্রবধূ তাঁ'র আমি ; বহ তুলি' মোরে,
বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে !
জল-দানে চাতকীরে তোষ, দাতা তুমি ;—
তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা
সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি !
মোর সে-বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে !'
আর কি শুনিবে, নাথ ? উঠিল যৎকালে
জনরব—'জতুগৃহে দহি' মাতৃ-সহ
ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডুরথী'—

বাহন যাঁহার তুমি—অর্থাৎ ইন্দ্রের। ইন্দ্র 'মেঘবাহন'।
পুত্রবধূ তাঁর আমি—(অর্জ্জুন, কুন্তীর ইন্দ্র-দত্ত পুত্র বলিয়া)।

জনরব—জতুগৃহ-দাহের পরে তাহাতে পাঁচজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের দগ্ধাবশিষ্ট থাকায়, জনরব উঠিয়াছিল যে,

কত যে কাঁদিনু আমি, ক'ব তা' কাহারে ?—
কাঁদিনু—বিধবা যেন হইনু যৌবনে !
প্রার্থিনু রতিরে পূজি,'—'হর-কোপানলে,
হে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব,
কত যে সহিলা দুঃখ, তাই স্মরি' মনে,
বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি !'
পরে স্বয়ম্বরোৎসব। আঁধার দেখিনু
চৌদিক, পশিনু যবে রাজসভা-মাঝে !
সাধিনু মাটিরে ফাটি' হইতে দু'খানি !
দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিনু,—'খসিয়া
পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাগ্নি সদৃশ,
হে লক্ষ্য ! জ্বলিয়া আমি মরি তব তাপে,

কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব পুড়িয়া মরিয়াছেন। পাঞ্চাল-নগরেও এ জনরব গিয়াছিল। কাঃ মহাভারতে দ্রুপদ-রাজের উক্তিতে আছে—

"জতু গৃহে মরিল যে পাণ্ডুর নন্দন।
হেন মতে ধ্বনি হৈল ঘোষে সর্ব্বজন ॥"—(আদিপর্ব্ব)

বিধবা যেন হইনু—(অনুরাগাতিশয্য-ব্যঞ্জক)। বিবাহ না হওয়া সত্ত্বেও।

মদনে মোর—মোর প্রাণপতিকে, যিনি মদনের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়াছেন।

আঁধার দেখিনু—জনরবে বিশ্বাস করিয়া দ্রৌপদী ভাবিয়াছিলেন—অর্জ্জুন নাই, অথচ অন্যকে বরণ করিতে হইবে !—এই ভাবিয়া আঁধার দেখিলেন।

দ্রুপদ-রাজ অর্জ্জুনকেই দ্রৌপদীর যোগ্য পাত্র বলিয়া

প্রাণ-পতি জতুগৃহে জ্বলিলা যেমতি !
না চাহি বাঁচিতে আর !—বাঁচিব কি সাধে ?'
উঠিল সভায় রব,—'নারিলা ভেদিতে
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররথী যত ।'—
জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে ।
ভস্মরাশি-মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে
কি কাজ করিলা তুমি, কে না জানে ভবে,
রথীশ্বর ? বজ্র-নাদে ভেদিল আকাশে
মৎস্য-চক্ষুঃ, তীক্ষ্ণ শর ! সহসা ভাসিল
আনন্দ-সলিলে প্রাণ ; শুনিনু সুবাণী
(স্বপ্নে যেন !)—'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি,

মনেমনে স্থির করিয়াছিলেন। এ কথা মহাভারতে আছে। এখানে দ্রৌপদীর পূর্ব্ব-রাগের ইহাই ভিত্তি।

অলক্ষ্য—এখানে, দুর্নিরীক্ষ্য।

ভস্মরাশি মাঝে—পক্ষান্তরে, হীনতেজাঃ রাজগণ মধ্যে।

গুপ্ত বৈশ্বানর সম—পক্ষান্তরে, অগ্নিসম তেজস্বী অর্জ্জুন, সে সময়ে ছদ্মব্রাহ্মণবেশ-ধারী বলিয়া "গুপ্ত"। মহাভারতে লক্ষ্য-বিদ্ধনোদ্যত অর্জ্জুনের বর্ণনায় আছে—

"মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য ঢাকিয়াছে মেঘে।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশু আচ্ছাদিত নাগে।"

কি কাজ করিলা তুমি, ইত্যাদি—স্বয়ম্বর-সভায় 'দ্রৌপদী-কর-প্রার্থী ক্ষত্ররথিকুল-মধ্যে ব্রাহ্মণ-বেশ-ধারী অর্জ্জুন লক্ষ্য-ভেদ করিয়াছিলেন।

ফুল-মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে !'
চাহিনু বরিতে, নাথ ; নিবারিলা তুমি
অভাগীর ভাগ্য-দোষে ! তা' হ'লে কি তবে
এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী ?
কিন্তু বৃথা এ বিলাপ !—হুহুঙ্কারি' রোষে,
লক্ষ রাজরথী যবে বেড়িল তোমারে ;
অম্বুরাশি-নাদ-সম কম্বুরাশি যবে
নাদিল সে স্বয়ম্বরে ;—কি কথা কহিয়া

বর—(ক্রিয়া-পদ)বরণ কর।

নিবারিলা তুমি—অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিলে,—

"হাথে দধি পাত্র মালা দ্রৌপদী সুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি॥
দধি মালা দিতে পার্থ কৈল নিবারণ।"
(কাঃ মঃ—আদিপর্ব্ব)

তা হলে কি তবে ইত্যাদি—স্বয়ম্বর-সভায় অর্জ্জুনকে বরণ করিলে, অর্জ্জুন একাই দ্রৌপদীর স্বামী হইতেন ;—দ্রৌপদীর বহু স্বামিত্ব ঘটিতে পাইত না।

লক্ষ রাজরথী যবে ইত্যাদি—স্বয়ম্বর-সভা ভঙ্গের পরে সমবেত ক্ষত্ররাজগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল। ভীতা দ্রৌপদী দ্বিজ-বেশী অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি।"

কি কথা কহিয়া ইত্যাদি—লক্ষ রাজরথীর সহিত একা অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া দ্রৌপদী ভীতা হইলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে সাহস দিয়াছিলেন;—

"অর্জ্জুন বলিলা তুমি রহ মোর কাছে।
দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে॥"—(ঐ)

সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি, হে, মনে ?
যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে
দ্রৌপদী ? আসন্ন কালে সে সুকথা গুলি
জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে।
কহিলে সম্বোধি' মোরে সুমধুর স্বরে ;—
'আশা-রূপে মোর পাশে দাঁড়াও, রূপসি !
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি,'
চন্দ্রমুখি ! যত ক্ষণ ফণীন্দ্রের দেহে
থাকে প্রাণ, কা'র সাধ্য হরে শিরোমণি ?—
আমি পার্থ !'—ক্ষম, নাথ, লাগিল তিতিতে
অনর্গল অশ্রুজল এ লিপি ! কেন না,—
হায় রে, কেন না আমি মরিনু চরণে
সে দিন !—কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে
আঁধা, বঁধু, অশ্রুনীরে এ তব কিঙ্করী !—**
**এত দূর লিখি' কালি, ফেলাইনু দূরে
লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া
স্মরি' পূর্ব্ব-কথা যত। বসি' তরু-মূলে,
হায় রে, তিতিনু, নাথ, নয়ন-আসারে !

কার সাধ্য হরে শিরোমণি—দ্রৌপদীও অর্জ্জুন-ফণীন্দ্রের শিরোমণি-স্বরূপা।

আঁধা—অন্ধা

কালি—গত কল্য।

কে মুছিবে চক্ষুঃ জল? কে মুছিবে, কহ ?
কে আছে এ অভাগীর এ ভবমণ্ডলে ?
ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ, ডুবি' জলাশয়ে,
কিম্বা পান করি' বিষ ; কিন্তু ভাবি যবে,
প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব
হেরিতে ও পদযুগ,—সান্ত্বনি পরাণে ;—
ভুলি' অপমান, লজ্জা, চাহি বাঁচিবারে !
অগ্নিতাপে তপ্তা সোণা গলে, হে, সোহাগে,
পায় যদি সোহাগায় ! কিন্তু কহ, রথি,
কবে ফিরি' আসি' দেখা দিবে এ কাননে ?
কহ ত্রিদিবের বার্ত্তা। কবীশ্বর তুমি,
গাঁথি' মধুমাখা গাথা, পাঠাও দাসীরে !
ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে
পারিজাত ; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,'
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে !
শুনেছি কামদা না কি দেবেন্দ্রের পুরী ;—
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে,
ভুলিতে পার, হে, যদি সুর-বালা-দলে,

এ কাননে—কাম্যক-বনে, যেখানে পাণ্ডবদিগের বাস-কালে অর্জ্জুন দেবগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, অস্ত্র-শিক্ষার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

কামদা—বাঞ্ছিত-ফল-প্রদায়িনী।

ভুলিতে পার হে যদি ইত্যাদি—(প্রেমের ব্যঙ্গোক্তি)।

এ কামনা কামদুহে কর দয়া করি'
পাণ্ডু যেন অভাগীরে চরণ-কমলে
ক্ষণকাল ! জুড়াইব নয়ন সুমতি
ও রূপ-মাধুরী হেরি',—ভুলি' এ বিচ্ছেদে ;
অপ্সরা-বল্লভ তুমি , নর-নারী দাসী ;
তা' বলে' করো না ঘৃণা—এ মিনতি পদে !—
স্বর্ণ-অলঙ্কার যা'রা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে ; পরে না কি রজত চরণে ?
কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে
আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি !
ধর্ম্ম-কর্ম্ম রত সদা ধর্ম্মরাজ-ঋষি ;
ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে

কামদুহে—স্বর্গকে। স্বর্গ কামদা বলিয়া 'কামদুহ' অর্থাৎ কামনা পূর্ণকারী।

অপ্সরা-বল্লভ তুমি—(বিদ্রুপোক্তি)।

নর-নারী—দাসী (দ্রৌপদী) মানব-রমণী।

পরে না কি রজত চরণে—(দ্রৌপদীর অর্জ্জুন-চরণাভিলাষ-ধ্বনি সুস্পষ্ট)।

এ বিকট বনে—কাম্যক-বনে। মহাভারতে এই বন-সম্বন্ধে আছে—"বড়ই দুর্গম বন,"।

ধর্ম্মরাজ ঋষি—ঋষিতুল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির।

ধৌম্য—ইনি পাণ্ডবদের পুরোহিত ; তাঁহাদের সঙ্গে বন-গমন করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রালাপে। মৃগয়ায় রত ভ্রাতা তব
মধ্যম ; অনুজ-দ্বয়, মহা ভক্তিভাবে,
সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে ; যথা-সাধ্য, দাসী
নির্ব্বাহে, হে মহাবাহু, গৃহ-কার্য্য যত।—
কিন্তু ক্ষুণ্ণমনা সবে তোমার বিহনে !
স্মরি' তোমা' অশ্রু-নীরে তিতেন নৃপতি,
আর তিন ভাই তব। স্মরিয়া তোমারে,
আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবানিশি !
পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি'
স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ, ভ্রমি' একাকিনী ;—
পূর্ব্বের কাহিনী যত, শুনি তাঁ'র মুখে !
পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি !

ভ্রাতা তব মধ্যম—(ভীম)।

অনুজ দ্বয়—(নকুল ও সহদেব)।

যথা সাধ্য—(বিনয় ব্যঞ্জক)।

নির্ব্বাহে—নির্ব্বাহ করে।

স্মরি তোমা অশ্রুনীরে ইত্যাদি—(কাশীরাম—মহাভারতে বনপর্ব্বে "অর্জ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ" দেখ)।

শুনি তাঁর মুখে—স্মৃতি-দূতীর মুখে শুনি অর্থাৎ স্মরণ করি। এ কথা বহন করে বলিয়া স্মৃতি 'দূতী'।

পাণ্ডবকুল-ভরসা—ইংরাজী "Hope of Troy"-এর সুন্দর অনুকরণ। মেঘনাদবধ-কাব্যে আছে "রাক্ষস-ভরসা"।

মহেষ্বাস—মহাধনুর্দ্ধর।

বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ-সমরে
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ শূরে ; নাশিবে কৌরবে !
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল-রাজে ;—
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে !—
এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে ;—
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি !
কে শিখায় অস্ত্র তোমা,' কহ, সুরপুরে,
অস্ত্রিকুল-গুরু তুমি ? এই সুর-দলে
প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি' হুঙ্কারে,
দমিলা খাণ্ডব-রণে ! জিনিলা একাকী
লক্ষরাজে, রথীরাজ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে ।
নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী
কিরাতেরে ! এ ছলনা, কহ, কি কারণে ?

নাশিবে কৌরবে—দুর্য্যোধনকে মারিবে।

পাণ্ডু-কুল-রাজে—যুধিষ্ঠিরকে।

এই গীত গায় আশা—সদাই আমাদের এই কুটীরে বসিয়া এই আশাই মনে উদিত হইয়া থাকে। মেঘনাদবধ কাব্যে অনুরূপ একটী আশা-গীত আছে—

"মারিবে বীরেন্দ্র —
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে ; মারিবে লক্ষ্মণে ;
* * * আশা মায়াবিনী
* * * *
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে ;"—(৪র্থ সর্গ)।

এস ফিরি,' নর-রত্ন! কে ফেরে বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি' একাকিনী?
কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি'
বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—

শুনি স্বপ্নে—(আশার প্রগাঢ়তা-ব্যঞ্জক। যাহা প্রগাঢ়রূপে মনে করা যায়, তাহারই স্বপ্ন হয়)।

কে শিখায় অস্ত্র তোমা—(আশ্চর্য্য ব্যঞ্জক)। অর্জ্জুনকে অস্ত্র-শিক্ষা দিবার মত লোক সুরপুরেও যেন অসম্ভব, ইহাই ভাব।

এই সুরদলে…………খাণ্ডব-রণে—ইন্দ্রাদি যে সব দেবগণের কাছে তুমি অস্ত্র শিক্ষা করিতে গিয়াছ, শুনিতে পাই, এই সব দেবগণকে তুমি খাণ্ডবদাহন-কালে পরাজিত করিয়াছিলে।

গাণ্ডীব—অগ্নির অনুরোধে বরুণদত্ত ধনুক, যাহা পাইয়া অর্জ্জুন খাণ্ডব-বনে দেবগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

জিনিলা একাকী লক্ষ রাজে—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিলে সমবেত রাজগণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

ছদ্মবেশী কিরাতেরে—হিমালয়ে অর্জ্জুনের তপস্যাকালে মহাদেব কিরাতের বেশ ধরিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কাশীরাম-মহাভারতে আছে, পার্থই ভূমিতলে পড়িয়াছিলেন।

এ ছলনা—অস্ত্র-শিক্ষার জন্য সুরপুরে গমন, দ্রৌপদীর কাছে ইহা ছলনা মাত্র। যেহেতু, অর্জ্জুনই ত অস্ত্রিকুল-শ্রেষ্ঠ; তাঁহাকে আবার কে অস্ত্র-শিক্ষা দিতে পারে?

ভ্রাতৃত্রয়ে—'ত্রয়ে' ভ্রমাত্মক। ভ্রাতা চারিজন। 'ভ্রাতৃগণে' বলিলেই হইত।

তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহ !
আর কি অধিক ক'ব ? যদি দয়া থাকে,
আসি' দেখ, কি দশায় তোমার বিরহে,—
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে !
পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে
ঋষিপত্নী পুণ্যবতী ; পূর্ব্ব-পুণ্য-বলে
স্বেচ্ছাচর পুত্র তাঁ'র ! তেজস্বী সু-শিশু
দিবামুখে রবি যেন ! বেদ-অধ্যয়নে
সদা রত ! দয়া করি' বহিবেন তিনি,
মাতৃ-অনুরোধে, পত্র, দেবেন্দ্র-সদনে।
যথাবিধি পূজা তাঁ'র করিও সুমতি।
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা।—
কি কহিনু, নরোত্তম ? কি কাজ উত্তরে ?—
পত্রবহ-সহ ফিরি' আইস এ বনে !

স্বেচ্ছাচর—যিনি ইচ্ছামত যথা-তথা বিচরণ করিতে সমর্থ। যেমন এই পত্র, তেমনই এই পত্রবাহক কবির স্বকপোল-কল্পিত।

যথাবিধি পূজা—সেবাদ্বারা মনস্তুষ্টি সাধন।

কি কাজ উত্তরে ?—(ব্যাকুলতা-ব্যঞ্জক)। উত্তর না দিয়া, ফিরিয়া এস।

দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী

[ভগদত্তপুত্রী ভানুমতী দেবী রাজা দুর্য্যোধনের পত্নী। কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন পাণ্ডবকুলের সহিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্প দিনের মধ্যে রাজমহিষী ভানুমতী তাঁহার নিকট নিম্ন লিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
করি' যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে !
নাহি নিদ্রা ; নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে !—
না পারি দেখিতে চখে খাদ্যদ্রব্য যত।
কভু যাই দেবালয়ে ; কভু রাজোদ্যানে ;
কভু গৃহ-চূড়ে উঠি,' দেখি নিরখিয়া
রণ-স্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে
ঘন ঘনজালে যেন ; জ্বলে শর-রাশি,
বিজলীর ঝলা সম ঝলসি' নয়নে !
শুনি' দূর সিংহনাদ, দূর শঙ্খ-ধ্বনি,

অধীর—(কুফল-আশঙ্কায়)।
দেবালয়ে—(তোমার মঙ্গল-কামনা হেতু)।
রাজোদ্যানে—(মনকে ভুলাইয়া রাখিতে)।
জ্বলে শররাশি—(চাক্‌চিক্য-হেতু)।
সিংহনাদ—(আক্রমণকারী বীরদিগের)।
শঙ্খধ্বনি—(যুদ্ধে আহ্বান ব্যঞ্জক)।

কাঁপে হিয়া থরথরে ! যাই পুনঃ ফিরি'।
স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে,
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা ;—
যথা বসি' সভাতলে অন্ধ নরপতি !
কি যে শুনি, নাহি বুঝি—আমি পাগলিনী !
মনের জ্বালায় কভু, জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়, পড়িয়া কাঁদি শাশুড়ীর পদে,
নয়ন-আসারে ধৌত করি' পা দু'খানি !
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে !
নারি' সান্ত্বনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী ;—
কাঁদে কুরু-বধূ যত ; কাঁদে উচ্চ-রবে,
মায়ের আঁচল ধরি,' কুরু-কুল-শিশু,
তিতি' অশ্রুনীরে, হায়, না জানি কি হেতু !-
দিবানিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।
কুক্ষণে মাতুল তব—ক্ষম দুঃখিনীরে !—
কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্র-কুল-গ্লানি,

সঞ্জয়ের মুখে—(ব্যাসের প্রসাদে সঞ্জয় দিব্য-চক্ষু পাইয়া ধৃতরাষ্ট্র সমীপে বসিয়া প্রত্যহ রণক্ষেত্রের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষবৎ বর্ণন করিতেন)।

নাহি বুঝি—(বিহ্বলতা-ব্যঞ্জক)।

মাতুল তব—শকুনি।

ক্ষম দুঃখিনীরে—তোমার মাতুলের আগমন 'কুক্ষণে' বলিতেছি, এ জন্য ক্ষমা কর।

আইল হস্তিনাপুরে! কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষ-বিদ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে!
এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্ম্মতি,
কাল-কলি-রূপে পশি' এ বিপুল-কুলে!
ধর্ম্মশীল কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ-সম
কে আছে, কহ তা,' শুনি? দেখ ভীমসেনে,—
ভীম পরাক্রমী শূর, দুর্ব্বার সমরে!
দেব-নর-পূজ্য পার্থ,—অব্যর্থ প্রহরী!
কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল সুমতি,
সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি?
মেদিনী-সদনে রমা দ্রুপদ-নন্দিনী!—
কা'র হেতু এ সবারে ত্যজিলা, ভূপতি?—
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায়, ঠেলি' ফেলি,'

অক্ষ-বিদ্যা—পাশাখেলা; যাহা হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটনা-স্রোত এখন কুরুক্ষেত্র-রণে দাঁড়াইয়াছে।

কাল-কলিরূপে—কলি যেমন নলের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটাইয়াছিল, শকুনিও তেমনি এ বিপুল কুরুকুলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটাইয়াছে। 'কাল' ধ্বংস-ব্যঞ্জক।

প্রহরী—(এখানে "প্রহরণ-ধারী" অর্থে ব্যবহৃত)। বীর।

মেদিনী-সদনে রমা—বৈকুণ্ঠধামে যেমন লক্ষ্মী, এ পৃথ্বী-ধামে দ্রৌপদী তেমনই,—অর্থাৎ নানাগুণে ভূষিতা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।

গঙ্গাজলপূর্ণ ঘটে—পক্ষান্তরে, সজ্জন পাণ্ডবদিগকে।

কেন অবগাহ দেহ কর্ম্মনাশা-জলে ?—
অবহেলি' দ্বিজোত্তমে, চণ্ডালে ভকতি ?
অম্বু-বিম্ব, নীরবিন্দু ফুল-দূর্ব্বাদলে—
নহে মুক্তাফল, দেব ! কি আর কহিব ?
কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে ক'বে আমারে ?
এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি,
ক্ষত্রমণি ! ভাবি' দেখ,—চিত্ররেসন যবে,
কুরুবধূদলে বাঁধি' তব সহ রথে,
চলিল গন্ধর্ব্ব-দেশে, কে রাখিল আসি'

কর্ম্মনাশা-জলে—(অপবিত্রত্ব ও পরিত্যজনীয়ত্ব-ব্যঞ্জক)।

অম্বু-বিম্ব ইত্যাদি—শকুনি-প্রদত্ত উপদেশ, ফুল ও দূর্ব্বাদলে অম্বু-বিম্ব মাত্র ; আপাততঃ মুক্তার ন্যায় দেখিতে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। (পাণ্ডবদিগকে বঞ্চিত করিয়া একেশ্বর হওয়ার অসম্ভবত্ব-ব্যঞ্জক)।

নীরবিন্দু—বহুকাল হইতে সকল সংস্করণেই আছে—"নীরবৃন্দ"। ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ। কবির "আত্মবিলাপ" কবিতায় আছে,—

"নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলঝলে,
কে না জানে অম্বুবিম্ব, অম্বুমুখে সদাঃ পাতি ?"

দেহ ক্ষমা—ক্ষান্ত হও।

চিত্রসেন যবে—সবলবাহনে ও সপরিবারে দুর্য্যোধন প্রভাস-তীর্থে যাইতে গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্রসেনের উদ্যান ভঙ্গ করায়, চিত্রসেন তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সপরিবার দুর্য্যোধনকে বন্দী করিয়া লইলে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় ভীমার্জ্জুন তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। (কাঃ মঃ—বনপর্ব্ব)।

কুল-মান-প্রাণ তব, কুরুকুলমণি ?
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে
ভাসে লোক ; তুমি যা'র পরমারি, রাজা,
ভাসিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে !
হে কৌরবকুল-নাথ, তীক্ষ্ণ শরজালে
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার, সংগ্রামে,—
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব,
অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহসম,
আনায়-মাঝারে বন্ধ রিপুর কৌশলে ?
—হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ-সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর, গো, বসতি !
কেন গর্ব্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর,
রাজেন্দ্র ? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে ;

ভাসিল সে অশ্রুনীরে—(অসাধারণত্ব-ব্যঞ্জক)। শত্রুর বিপদে লোকের আনন্দই হয়, কিন্তু গন্ধর্ব্বরাজ কর্তৃক তোমার লাঞ্ছনায় পাণ্ডবেরা তোমার দুঃখে দুঃখী হইয়াছিল।

মান রক্ষিল যে তব—(তোমার সহিত তোমার পরিবার-বর্গের উদ্ধার সাধন করিয়া)।

হে, দয়া ইত্যাদি—তোমার এমন উপকারক পাণ্ডবদিগের প্রতি যদি তোমার দয়া না হয়, তবে মানব-হৃদয়ে দয়ার বাস কেন ?

গর্ব্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর—(বীরত্বাভিমানী কর্ণ এই বিষম যুদ্ধের একজন পরামর্শ দাতা)।

দেবতাকুলে জিনিল যে রণে—খাণ্ডব-দাহে অর্জ্জুন ইন্দ্রাদি দেবগণকে রণে পরাজিত করিয়াছিলেন।

তোমা' সহ কুরুসৈন্যে দলিল একাকী
মৎস্য-দেশে ; আঁটিবে কি রাধেয় তাহারে ?
হায়, বৃথা আশা, নাথ ! শৃগাল কি কভু
পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে ?
সূতপুত্র সখা তব ! কি লজ্জা, নৃমণি,—
তুমি চন্দ্রবংশচূড়, ক্ষত্রবংশপতি ?
জানি আমি ভীমবাহু ভীষ্ম পিতামহ ;
দেব-নর-ত্রাস বীর্য্যে দ্রোণাচার্য্য গুরু ।
স্নেহ-প্রবাহিনী কিন্তু এ দোঁহার বহে
পাণ্ডব-সাগরে, কান্ত, কহিনু তোমারে !
যদিও না হয় তাহা ; তবুও কেমনে,

দলিল একাকী মৎস্য-দেশে—বিরাটে উত্তর গো-গৃহে কুরুসৈন্যগণ কর্ত্তৃক গোহরণ করায়, বিরাট্-রাজপুত্র উত্তর ও অর্জ্জুন সসৈন্যে কুরুদিগের বিস্তর লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন ।

রাধেয়—কর্ণ । জন্মান্তে পরিত্যক্ত শিশুকে সূত-গৃহিণী রাধা পুত্রবৎ পালন করিয়াছিলেন ।

সূতপুত্র—নিকৃষ্ট সূত অধিরথ কর্ত্তৃক পালিত পুত্র, কর্ণ । কুন্তীর কানীন তনয় । যমুনায় তরণী-যোগে যাইবার সময়ে জন্মিয়া জলে পড়িয়াছিল । অধিরথ নামে এক সূত এই শিশু পাইয়া গৃহে লইয়া যায় । সেখানে তাহার পুত্রহীনা ভার্য্যা উহাকে পুত্রস্নেহে পালন করে ।

সখা তব !—(অসম-মিলন ব্যঞ্জক) ।

স্নেহ-প্রবাহিনী ইত্যাদি—ভীমবাহু ভীষ্ম এবং বীরত্বে দেব-নর-ত্রাস দ্রোণাচার্য্য তোমার পক্ষে হইলেও কিন্তু তাঁহাদের স্নেহ পাণ্ডব-পক্ষে ।

হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ?—
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটী
একাকী এ বীরদ্বয়ে ! সৃজিলা কি, তুমি,
দাবাগ্নির রূপে, বিধি, জিষ্ণু ফাল্গুনিরে
এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে ?
শুন, নাথ ;—নিদ্রা-আশে মুদি যদি কভু
এ পোড়া নয়ন দু'টি, দেখি মহাভয়ে
শ্বেত-অশ্ব, কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে !
রথ-মধ্যে কাল-রূপী পার্থ ! বাম করে
গাণ্ডীব—কোদণ্ডোত্তম ! ইরম্মদ-তেজা
মর্ম্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে, হে, দক্ষিণে !
কাঁপে হিয়া—ভাবি, শুনি দেবদত্তধ্বনি !
গরজে বায়ুজ ধ্বজে কাল-মেঘ যেন !

উত্তর-গোগৃহ-রণে ইত্যাদি—কুরুগণ বিরাটরাজের উত্তর-গোগৃহে গিয়া গো-হরণ করিয়া অর্জ্জুনের হস্তে সবিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। (মহাভারতে বিরাট-পর্ব্বে দেখ)।

দাবাগ্নির রূপে—নাশকতায় অর্জ্জুন দাবাগ্নি-সদৃশ।

শ্বেত-অশ্ব, কপিধ্বজ স্যন্দন—(অর্জ্জুনের রথ ও রথাশ্ব)।

গাণ্ডীব—(অর্জ্জুনের সুপ্রসিদ্ধ ধনুকের নাম)।

ইরম্মদ-তেজা—বজ্রাগ্নির ন্যায় তেজ-সম্পন্ন।

দেব-অস্ত্র—যাহা অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে পাইয়াছেন।

দেবদত্ত-ধ্বনি—অর্জ্জুনের শঙ্খের নাম 'দেবদত্ত'।

গরজে বায়ুজ ধ্বজে—অর্জ্জুনের রথচূড়ায় পবননন্দন

ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া
কালাগ্নি। কি ক'ব, দেব, কিরীটের আভা ?-
আহা, চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড়-ভালে !
উজলিয়া দশদিশ, কুরুসৈন্য-পানে
ধায় রথবর বেগে ! পালায় চৌদিকে
কুরুসৈন্য,—তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে
যথা ! কিম্বা বিহঙ্গম হেরিলে অদূরে
বজ্রণখ বাজে যথা পালায় কুজনি,'
ভীত-চিত; মিলি আঁখি অমনি কাঁদিয়া !
   কি ক'ব ভীমের কথা ? মদকল-করী-
সদৃশ উন্মদ দুষ্ট নিধন-সাধনে !
জবাযুগ-সম আঁখি—রক্তবর্ণ সদা !
মার্-মার্-শব্দ মুখে ! ভীম গদা হাতে,
দণ্ডধর-হাতে, হায়, কাল-দণ্ড যথা !
শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে
ধরিলা দুরন্তে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণী।
কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে—

সশরীরে বিদ্যমান থাকিয়া ভীষণ গর্জ্জনে শত্রুর মনে ভয়োৎপাদন করিতেন।

তমঃপুঞ্জ রবির দর্শনে যথা—(কুরুসৈন্যের অক্ষমতা-ব্যঞ্জক)।

কিন্তু যদি দেব পিতা—দেব-সমাগমে ভীমের জন্মই ভানুমতী জানিতেন। কিন্তু কোন্ দেবের সমাগমে, তাহা তিনি

সর্ব্ব-অন্তকারী যিনি! ব্যাঘ্রী বুঝি দিল
দুগ্ধ দুষ্টে! নর-নারী-স্তন-দুগ্ধ কভু
পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে?
বাড়িতে লাগিল লিপি; তবুও কহিব
কি কুস্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে
দেখিনু;—বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি;
আকুল সতত প্রাণ না পারি বুঝিতে
এ কুহক! গত রাত্রে বসি' একাকিনী
শয়ন-মন্দিরে তব নিরানন্দ এবে—
কাঁদিনু! সহসা, নাথ, পূরিল সৌরভে
দশদিশ্; পূর্ণচন্দ্র-আভা জিনি' আভা
উজ্জ্বলিল চারিদিক্; দাসীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা দেববালা—অতুলা জগতে!

জানিতেন না। তাই, তিনি ভীমের প্রচণ্ডতা ভাবিয়া অনুমান করিতেছেন যে, অব্যর্থ দণ্ডধর যমই, বোধহয়, ভীমের জন্মদাতা হইবেন।

ব্যাঘ্রী বুঝি দিল দুগ্ধ দুষ্টে—(ভীমের নির্দ্দয়তা-ব্যঞ্জক) মাতৃদুগ্ধের গুণে লোকের প্রকৃতি গঠিত হয়, ইহা সাধারণ ধারণা। মেঘনাদবধে লক্ষ্মণের প্রতি সীতার উক্তি—

"——ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্মদিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি।"—(৪র্থসর্গ)।

গতরাত্রে বসি একাকিনী—এখান হইতে স্বপ্ন-কাহিনীর আরম্ভ।

নিরানন্দ এবে—শয়নমন্দির 'এবে' অর্থাৎ এখন দুর্য্যোধনের অভাবে নিরানন্দ।

চমকি' চরণযুগে নমিনু সভয়ে।
মুছিয়া নয়ন-জল, কহিলা কাতরে
বিধুমুখী,—'বৃথা খেদ, কুরুকুলবধু,
কেন তুমি কর আর ? কে পারে খণ্ডাতে
বিধির নির্ব্বন্ধ, হায়, এ ভবমণ্ডলে ?—
ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র !'—দেখিনু তরাসে,
যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি !
বহিছে শোনিত-স্রোত প্রবাহিণী রূপে ;
পড়িয়াছে গজরাজি,—শৈলশৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে ; হতগতি অশ্ব ; রথাবলী
ভগ্ন ; শত-শত শব ! কেমনে বর্ণিব
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল-মশানে !
দেখিনু রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি !
আর-এক মহারথী পতিত ভূতলে,
কণ্ঠে শূন্য-গুণ ধনুঃ ;—দাঁড়ায়ে নিকটে,

ওই দেখ যুদ্ধ ক্ষেত্র—দেব-বালা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ভবিষ্য ঘটনাগুলি ভানুমতীকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন। স্বপ্নে ভবিষ্য ঘটনার দৃশ্য প্রদর্শন মেঘনাদবধেও আছে। জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধকালে মূৰ্চ্ছিতা সীতা স্বপ্নে জননী বসুন্ধরা কর্তৃক প্রদর্শিত ভবিষ্য ঘটনার দৃশ্য দেখিয়াছিলেন।

রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি—(ভীষ্ম)।

আর এক মহারথী পতিত ভূতলে—(দ্রোণ)।

কণ্ঠে শূন্যগুণ ধনুঃ—"অশ্বত্থামা হত" শুনিয়া পুত্র-শোকে

আস্ফালিছে অসি অরি মস্তক ছেদিতে !
আর-এক বীরবরে দেখিনু শয়নে
ভূ-শয্যায় ! রোষে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি'
রথচক্র ; নাহি বক্ষে কবচ ; আকাশে

দ্রোণাচার্য্য যখন অচেতন হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার হস্তস্থিত ধনুর একপ্রান্ত তাঁহার কণ্ঠে সংলগ্ন ছিল। কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জ্জুন শরদ্বারা সেই ধনুর গুণ কাটিলে, ছিন্নগুণ ধনু আচার্য্যের কণ্ঠে বিদ্ধ হইয়াছিল।—(কাঃ-মঃ-দ্রোণপর্ব্বে দেখ)।

আস্ফালিছে অসি অরি ইত্যাদি—(ধৃষ্টদ্যুম্ন)। ছিন্নগুণ ধনু কণ্ঠে বিদ্ধ হওয়ায় দ্রোণাচার্য্য যন্ত্রণায় কাতর হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন।—

"কণ্ঠতলে বিদ্ধ ধনু, অস্থির হইল তনু,
রথেতে পড়িয়া গেল দ্রোণ।
হেন কালে ধৃষ্টদ্যুম্ন, রথে পড়ি দেখি দ্রোণ,
খড়্গ লয়্যা ধাইল সত্বর।
যেন ধায় মৃগপতি, তেন ধায় শীঘ্রগতি,
উঠে গিয়া রথের উপর॥
কাটিল দ্রোণের শির, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর,"
(কাঃ মঃ—দ্রোণ পর্ব্ব)।

আর এক বীরবরে—(কর্ণকে)।

ভূ-শয্যায়—কর্ণ ভূমির উপরে দাঁড়াইয়া রথারূঢ় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের প্রতি কর্ণের উক্তি—

"রথের উপরে তুমি, অভাগ্যেতে আমি ভূমি,"
(কাঃ মঃ—কর্ণপর্ব্ব)।

রোষে মহী গ্রাসিয়াছে রথ-চক্র—

"ব্যক্ত হয় ব্রহ্মশাপ, কর্ণ পায় অনুতাপ,
পৃথিবী গ্রাসিল রথচক্র।"—(কাঃ মঃ—কর্ণপর্ব্ব)

[মহাভারতে একাধিক সংস্করণে আছে,—"ব্যর্থ হয় ব্রহ্ম শাপ" কিন্তু ইহার অর্থ হয় না। বোধ হয় "ব্যক্ত" হইবে।]

আভাহীন ভানু দেব,—মহাশোকে যেন !
অদূরে দেখিনু হ্রদ ; সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যা'ন গড়াগড়ি,
ভগ্ন-ঊরু ! কাঁদি' উচ্চে, উঠিনু জাগিয়া !—
কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে ?
এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি' !
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী !
কি অভাব তব, কহ ? তোষ পঞ্চজনে ;
তোষ অন্ধ বাপ-মায়ে ; তোষ অভাগীরে ;—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি !

নাহি বক্ষে কবচ—

"অর্জ্জুন যে সুসন্ধানে, কবচ কাটেন বাণে,
নিবারিতে নারে কর্ণ বীর।"—(ঐ)

আভাহীন ভানু-দেব—

"সন্ধ্যাকালে পড়ে কর্ণ, গগন লোহিত বর্ণ"—(ঐ)।

মহাশোকে যেন—(কর্ণ, সূর্য্যের পুত্র বলিয়া)।

হ্রদ—দ্বৈপায়ন-হ্রদ, যেখানে ভগ্নোরু দুর্য্যোধন অবশেষে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

রাজরথী একজন—(দুর্য্যোধন)।

পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র—পঞ্চপাণ্ডবেরা পাঁচখানি মাত্র গ্রাম চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন সূচ্যগ্র ভূমিও তাঁহাদিগকে দিবেন না বলায়, বিবাদের সূত্রপাত হয়।

অন্ধ বাপ-মায়—ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার সাধ্বী মহিষী গান্ধারীও চোখে কাপড় বাঁধিয়া স্বামী যে সুখে বঞ্চিত, তাহা হইতে নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করিয়াছিলেন। সুতরাং কার্য্যত দুর্য্যোধনের বাপ-মা, দুজনেই অন্ধ।

১ জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা দেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমন্যুর নিধনানন্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে দুঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে,
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূন্য আমি!
শুন, নাথ, মনঃ দিয়া ;—মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ-পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা। কহিলা সুমতি—
(না জানি পূর্ব্বের কথা ; ছিনু অবরোধে
প্রবোধিতে জননীরে ;) কহিলা সুমতি
সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী
সুভদ্রানন্দনে, দেব! কি আশ্চর্য্য, দেখ—
অগ্নিময় দশদিশ্ পুনঃ শরানলে!
প্রাণপণে যোঝে যোধ ; হেলায় নিবারে

কি যে লিখিয়াছে বিধি ইত্যাদি—(বৈধব্যাশঙ্কা-ব্যঞ্জক)।

সঞ্জয়ের মুখে—সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি দ্বারা কুরুক্ষেত্রের ঘটনাবলী যেমন-যেমন দেখিতেন, তৎক্ষণাৎ সে-সকল ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেন।

সুভদ্রা-নন্দনে—(অভিমন্যুকে)।

অগ্নিময় দশদিশ্ ইত্যাদি—(অভিমন্যুর বীরত্ব-ব্যঞ্জক)।

যোধ—(অভিমন্যু)।

অস্ত্রজালে শূরসিংহ ! ধন্য শূরকুলে
অভিমন্যু !' নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয়। নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখপানে রহিলা চাহিয়া ।
'দেখ, কুরুকুলনাথ,'—পুনঃ আরম্ভিলা
দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পালাইছে সপ্তরথী ! নাদিছে ভৈরবে
আর্জ্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে !
পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ ;
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে ;
সভয়ে হেষিছে অশ্ব ! হায়, দেখ চেয়ে,
কাঁদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে !—

নীরবে—(না জানি, বীর অভিমন্যু কর্ত্তৃক কুরু-পক্ষের কি অনিষ্টই সাধিত হয়, এই ভাবিয়া)। ঔৎসুক্যেও নীরব থাকিবার কথা।

দূরদর্শী—ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ-সংবাদ শুনাইবার জন্য ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্য-দৃষ্টি-শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে, কুরুক্ষেত্র-রণে যে-যে ঘটনা ঘটিতেছিল, সঞ্জয় তৎক্ষণাৎ তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেন।

আর্জ্জুনি— অর্জ্জুন-তনয় (অভিমন্যু)।

কাঁদিছেন পুত্র তব ইত্যাদি—অভিমন্যু কুরুসেনা ক্ষয় করিতে থাকিলে, দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের কাছে করুণ কাতরোক্তি করিয়াছিলেন। (কাঃ মহাভারতে "অভিমন্যু-বধ" দেখ)।

মজিল কৌরব আজি আর্জ্জুনির রণে!'
কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা; কাঁদিয়া মুছিনু
অশ্রুধারা। দূরদর্শী আবার কহিলা;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি'
কোদণ্ড-টঙ্কার, প্রভু! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ! কোন রথী গুণসহ কাটে
ধনুঃ; কেহ রথচূড়, রথচক্র কেহ।
কাটিয়া পাড়িলা দ্রোণ ভীম-অস্ত্রাঘাতে
কবচ; মরিল অশ্ব; মরিল সারথি!
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে—
মদকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে!'
নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা কাতরে
পুনঃ দূরদর্শী,—'আহা! চিররাহু-গ্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে!

মজিল কৌরব ইত্যাদি—দ্রোণাচার্য্য-পদে ইহাই দুর্য্যোধনের কাতরোক্তি।

সপ্ত মহারথী—(দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি)।

কোন রথী গুণ-সহ কাটে ইত্যাদি—সপ্তরথীর কেহ অভিমন্যুর ধনু, কেহ রথ-চূড়া, কেহ রথচক্র ইত্যাদি কাটিয়া অভিমন্যুকে অস্ত্রহীন করিয়া, অবশেষে বধ করিয়াছিলেন।

রিক্তহস্ত—অস্ত্রহীন।

পৌরব-কুল-ইন্দু—(অভিমন্যু)।

অন্যায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
আর্জ্জুনি ! হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী ;
নাদিছে কৌরবকুল জয়-জয়-রবে !—
নিরানন্দে ধর্ম্মরাজ চলিলা শিবিরে।'
হরষে-বিষাদে পিতা, শুনি' এ বারতা,
কাঁদিলা ; কাঁদিনু আমি। সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
কহিলা সভয়ে,—'উঠ, কুরুকুলপতি !
পূজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু !
ওই দেখ, কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনি

অন্যায় সমরে—কুরুপক্ষের একজন ব্যূহ-মুখ বন্ধ করিলেন এবং সাতজন একত্র মিলিয়া বালক অভিমন্যুকে নিরস্ত্র করিয়া বধ করিলেন—ইহা 'অন্যায়' সমর।

নিরানন্দে— ভ্রাতুষ্পুত্র অভিমন্যুর শোকে)।

ধর্ম্মরাজ—(যুধিষ্ঠির)।

হরষে-বিষাদে পিতা—কুরুপক্ষের জয়ে ধৃতরাষ্ট্রের হর্ষ ; কিন্তু অন্যায় সমরে বালক অভিমন্যু হত হওয়ায় বিষাদ।

ত্যজিয়া আসন—(ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিবার জন্য ঔৎসুক্য ব্যঞ্জক)।

জামাতার হেতু—জামাতা জয়দ্রথের মঙ্গল-কামনায়। জয়দ্রথ ব্যূহ-মুখ রোধ করিয়াছিলেন বলিয়া, পাণ্ডবপক্ষের কেহ অভিমন্যুর সাহায্যার্থ ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। সেই-জন্য অর্জ্জুন পুত্রবধ-প্রতিবিধিৎসায় জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

কপিধ্বজে—বানরাঙ্কিত-ধ্বজা-সম্বলিত অর্জ্জুনের রথের নাম।

অধীর বিষম শোকে ! গরজে গম্ভীরে
হনূ স্বর্ণরথচূড়ে ! পড়িছে ভূতলে
খেচর ; ভূচরকুল পালাইছে দূরে !
ঝক্‌ঝকে দিব্য বর্ম্ম ; খেলিছে কিরীটে
চপলা ; কাঁপিছে ধরা থর-থর-থরে !
পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে কুরু ; পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে
আপনি পাণ্ডব-নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে !
মুহুর্মুহুঃ ভীমবাহু টঙ্কারিছে বামে
কোদণ্ড—ব্রাহ্মাণ্ড-ত্রাস ! শুন কর্ণ দিয়া,

গরজে গম্ভীরে হনূ ইত্যাদি—যুদ্ধকালে হনূমান সশরীরে অর্জ্জুনের কপিধ্বজ রথের উপরে বিদ্যমান থাকিয়া ভীষণ গর্জ্জনে শত্রুর মনে ভয় উৎপাদন করিতেন।

মহাভারতে ভীমের প্রতি হনূমানের উক্তি—

'অর্জ্জুনের কপিধ্বজে হৈব অধিষ্ঠান।'—(বনপর্ব্ব)

বিষম শোকে—পুত্রশোকে।

খেলিছে কিরীটে চপলা—(অর্জ্জুনের মুকুটের উজ্জ্বলতা-ব্যঞ্জক)। ইন্দ্র অর্জ্জুনকে "কিরীট" নামক এক সমুজ্জ্বল মুকুট দান করিয়াছিলেন। এই কিরীট-ধারী বলিয়া অর্জ্জুনের নামান্তর "কিরীটী"।

আপনি পাণ্ডব-নাথ,—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, যুধিষ্ঠির। সকল সংস্করণেই আছে—"পাণ্ডব, নাথ,"। ইহার অর্থ হয় না। এখানে অর্থ এই যে, অর্জ্জুনের প্রচণ্ড কোপ দেখিয়া কুরু-পক্ষীয় বীরগণ অথবা কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভীত হইলেন ; এমন কি, পাণ্ডব-নাথ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও ভীত হইলেন।

বামে—অর্জ্জুন বামহস্তে শরক্ষেপণ করিতেন। এইজন্য তাঁহার নামান্তর "সব্যসাচী"।

কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে ;—
"কোথা জয়দ্রথ এবে—রোধিল যে, বলে
ব্যূহ-মুখ ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত ;—
তুমি, হে বসুধা, শুন ; তুমি জলনিধি ;—
তুমি, স্বর্গ, শুন ; তুমি, পাতাল, পাতালে ;—
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা ; জীব এ জগতে
আছ যত ; শুন সবে !—না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি !—
অগ্নিকুণ্ডে পশি' তবে যাব ভূতদেশে ;
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে !'—
অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু ! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে।
কহ এ দাসীরে, নাথ, কহ সত্য করি',—
কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে

হে বসুধা, ইত্যাদি—এখানে, বসুধা, জলনিধি, স্বর্গ, পাতাল, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা,—এগুলিতে ব্যক্তিত্ব আরোপিত করিয়া "শুন" বলা হইয়াছে। অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহাকে সমাসোক্তি (Personification) বলে।

ভূতদেশে—প্রেতপুরে, যমালয়ে।

অজ্ঞান হইয়া ইত্যাদি—(বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুনের ঐরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শুনিয়া স্বামী জয়দ্রথের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ভাবিয়া)।

আবার দোষী—পূর্ব্বে কাম্যক-বনে পাণ্ডবদের অনুপস্থিতি-

তুমি ? পূর্ব্বকথা স্মরি' চাহে কি দণ্ডিতে
তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ ? কোথায় রোধিলে
কোন্ ব্যূহ-মুখ তুমি, কহ তা' আমারে ?
কহ শীঘ্র ; নহে, দেব, মরিব তরাসে !
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি' !
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে !
নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে !
কাল-অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী ? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ?

কালে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া ভীম কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এখানে "আবার" বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য।

জিষ্ণুর সকাশে—'জিষ্ণু' অর্থাৎ জয়শীল। বীরত্বে অর্জ্জুন সর্ব্বত্র জয়শীল বলিয়া অর্জ্জুনের নামান্তর—জিষ্ণু।

পূর্ব্বকথা—কাম্যক-বনে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী-হরণ-ব্যাপার।

পুনঃ—সেবার ভীম জয়দ্রথের লাঞ্ছনা করিয়া দ্রৌপদীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখন আবার অর্জ্জুন কি সেই হরণ-কথা স্মরণ করিয়া, 'পুনঃ' তোমায় দণ্ড দিতে উদ্যত ?

কোথায় রোধিলে ইত্যাদি—দুঃশলা সঞ্জয়মুখ-শ্রুত অর্জ্জুনের উক্তির—("রোধিল যে বলে ব্যূহ-মুখ")—সম্যক্ ধারণা করিতে পারেন নাই।

রসশূন্য মুখে—(শুষ্কমুখ ভয়-বিহ্বলতা-ব্যঞ্জক)।

বনচরে—বনচর মৃগকে।

তারে—ত্রাণ করে, উদ্ধার করে।

কে কহ, রক্ষিবে তোমা,' ফাল্গুনি রুষিলে ?
হে বিধাতঃ, কি-কুক্ষণে, কোন্ পাপদোষে
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল-সমরে
তুমি ? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে !—
নাদিল কাতরে শিবা ; কুক্কুর কাঁদিল
কোলাহলে ; শূন্যমার্গে গর্জ্জিল ভীষণে
শকুনী-গৃধিনীপাল ! কহিলা জনকে

ফাল্গুনি—উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে অর্জ্জুনের জন্ম বলিয়া, তাঁহার নামান্তর—ফাল্গুন বা ফাল্গুনি।

অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে—দুর্য্যোধনের জন্ম-সম্বন্ধে মহাভারতে আছে—

"তবে কথোদিনে, হৈল দুর্য্যোধনে,
মূর্ত্তিমন্ত যেন কলি।
ভীম যেই দিনে, জন্মিল কাননে,
সেই দিনে দুর্য্যোধন।
জনম মাত্রকে, ঘোর শব্দে ডাকে,
যেন গর্দ্দভ গর্জ্জন ॥
তার ডাক শুনি, যেন গৃধ্র ধ্বনি,
পেচক শৃগাল ডাকে।
কুক্কুর বিড়াল, ডাকে পালে পাল,
নগর পূরিল কাকে ॥
বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
দশদিগ্ যায় পুড়ি।
ঝিহির মুদির, বরিষে রুধির,
ঝনঝনা হয় গিরি ॥"——(কাশীরাম)

বিদুর,—সুমতি তাত ; 'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ ! কুরুবংশ-ধ্বংস-রূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা
সে কথা ! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে !
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল !
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
পৌরব-পঙ্কজ-রবি চির রাহুগ্রাসে !

সুমতি তাত—বিদুর ধার্ম্মিক বলিয়া "সুমতি"।

ত্যজ এ নন্দনে—দুর্য্যোধনের জন্মকালে নানা দুর্নিমিত্ত ঘটিতে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র, বিদুরাদিকে কর্ত্তব্য বিধানের মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে. বিদুর ঐ পুত্র পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন—

"বিদুর বলেন অবধান মহারাজ।
যত অকুশল দেখি ভাল নহে কাজ॥
ইথে প্রায়শ্চিত্ত রাজ নাহি আর কিছু।
তবে সে মঙ্গল ত্যজ এই শিশু॥"—(কাঃ মঃ—আদি পর্ব্ব)

কুরুবংশ-ধ্বংস-রূপে ইত্যাদি—মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি—

"কুলের অন্তক রাজা এ পুত্র তোমার।" ইত্যাদি—(ঐ)

না শুনিলা পিতা ইত্যাদি—

"এতেক বচন যদি বিদুর বলিল।
পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল॥"—(ঐ)

মোহের ছলনে—পুত্র-স্নেহ-রূপ মোহের মায়ায়।

পৌরব-পঙ্কজ-রবি—পৌরবকুল-রূপ পঙ্কজের পক্ষে রবি-স্বরূপ। রবি-কিরণেই পঙ্কজের প্রফুল্লতা। মেঘনাদবধে নানা স্থলে আছে—"লঙ্কার পঙ্কজ-রবি"। "পঙ্কজ-রবি" কথাটী মধুসূদন কাশীরামের মহাভারত হইতেই লইয়াছেন। মহাভারতে আছে—"ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস"। রূপকটী কবিজন-

বীর্য্যাঙ্কুর অভিমন্যু হতজীব রণে !
কে ফিরে আসিবে বাঁচি' এ কাল-সমরে ?
এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি' !
ফেলি' দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনুঃ ;—
ত্যজি' রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।
এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদ-তীরে
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে,—
হেরে হাসি' সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে ! কি কাজ রণে তোমার ? কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডু রথী ?
চাহে কি, হে, অংশ তা'রা তব রাজ্যধনে ?
তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি,
মম হেতু, প্রাণনাথ, দেখ ভাবি' মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।—
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি !

প্রিয়। জয়দেবের গীত-গোবিন্দে আছে—"যদুকুলনলিনী-দিনেশ"।

চিররাহুগ্রাসে—ভীষ্ম-রবি যম রূপ-রাহুগ্রস্ত। (রূপক)। রবি রাহুগ্রস্ত হইলে, তাহা হইতে মোক্ষ আছে ; তাহা অচির। কিন্তু যমরূপ রাহুর গ্রাস হইতে নিস্তার নাই ; তাই 'চির'।

বীর্য্যাঙ্কুর—অভিমন্যু যেন মূর্ত্তিমান বীর্য্য। বালকত্ব হেতু 'অঙ্কুর'।

মম হেতু—কুরুরাজ দুর্য্যোধন আমার সহোদর বলিয়া।

একজন জন্যে কেন ত্যজ' অন্য জনে ?—
কুটুম্ব উভয় তব !—আর কি কহিব ?
কি ভেদ, হে, নদদ্বয়ে, জন্ম হিমাদ্রিতে ?
তবে যদি গুণ-দোষ ধর, নরমণি ;—
পাপ-অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ ?
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা !) ধরিয়া
রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ ? দেখাইল তাঁ'রে
উরু ? কাড়ি' নিতে তাঁ'র বসন চাহিল—
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি ?
ভ্রাতার সুকীর্ত্তি যত, জাননা কি তুমি ?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী !
এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি' !
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি' তুমি ! কে না জানে, কহ,

জন্ম হিমাদ্রিতে—(যে নদ-দ্বয়ের)।

গুণ,-দোষ ধর—দোষ-গুণ ধরিয়া বিচার কর ।

কে পাতিল—কুরু-পক্ষই অক্ষ-ক্রীড়া রূপ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন, যাহাতে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে বনবাসে যাইতে হইয়াছিল ।

কে আনিল সভাতলে ইত্যাদি—(কুরু-পক্ষই এ সব কুকার্য্য করিয়াছিলেন)।

স্ব-মন্দিরে বসি—(কুরু-পাণ্ডব দিগের কলহ-ব্যাপারে ঔদাসীন্য-ব্যঞ্জক)।

মহারথী রথীকুলে সিন্ধু-অধিপতি ?
যুঝেছ অনেক যুদ্ধে ; অনেক বধেছ
রিপু ; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ ?
ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি ;
কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
রণে তুমি হেরি' পার্থে, দেবযোনি-জয়ী ?
কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডব-দাহনে ?—
কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্ব্বাধিপতি ?—
কি করিলা লক্ষরাজা স্বয়ম্বর কালে ?—

সিন্ধু-অধিপতি—সিন্ধু-দেশের রাজা জয়দ্রথ।

এ কৌন্তেয়—অর্জ্জুন। 'এ' উপস্থিত প্রসঙ্গ-ব্যঞ্জক। যে অর্জ্জুন তোমাকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

প্রহরী—(প্রহরণ-ধারী অর্থে)। ভানুমতী-পত্রিকায় আছে—"দেব-নর-পূজ্য পার্থ, অব্যর্থ প্রহরী"।

নরযোনি— মানব।

দেব-যোনি-জয়ী— অর্জ্জুন বীরত্ব-গুণে দেবতা-গন্ধর্ব্ব-বিজয়ী।

কি করিলা আখণ্ডল ইত্যাদি—খাণ্ডব-দাহনে দেবগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের বিক্রম সম্বন্ধে দৈববাণী শুনিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয়েন।—(আদি পর্ব্বে দেখ)।

কি করিলা চিত্রসেন—প্রভাস-তীর্থে গন্ধর্ব্বাধিপতি চিত্রসেন দুর্য্যোধনকে সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে থাকিলে, অর্জ্জুনের যুদ্ধে চিত্রসেনকে পরাজিত ও বন্দী হইতে হইয়াছিল।
(বন-পর্ব্বে দেখ)।

কি করিলা লক্ষরাজা ইত্যাদি—দ্রৌপদীর-স্বয়ম্বর-সভায়

স্মর, প্রভু! কি করিলা উত্তর-গোগৃহে
কুরুসৈন্য-নেতা যত পার্থের প্রতাপে?
এ কালাগ্নি-কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে?—
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে?
ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে
সিন্ধুপতি;—মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি!
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে!
জানি আমি, কহিতেছে আশা তব কানে—

অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিলে, দ্রৌপদী কর্তৃক বরিত হয়েন। তখন হিংসায় সমবেত রাজগণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের বিক্রম দেখিয়া তাঁহাদিগকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল।—(বনপর্ব্ব)।

কি করিলা উত্তর-গোগৃহে-ইত্যাদি—বিরাট-রাজের উত্তর-গোগৃহে গো-হরণকারী কুরুগণকে অর্জ্জুন কর্তৃক সবিশেষ লাঞ্ছিত হইতে এবং অবশেষে প্রাণভিক্ষা লইয়া স্বদেশে ফিরিতে হইয়াছিল।—(বিরাট-পর্ব্ব)।

ভুল না নন্দনে—পত্নীকে ভুলিলেও পুত্রকে ভুলা যায় না বলিয়া, দুঃশলা অবশেষে পুত্রের দোহাই দিতেছেন—যদি শিশু-পুত্রকে স্মরণ করিয়া জয়দ্রথ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসেন।

মণিভদ্র ভুলনা—মহাভারতে আছে, যখন জয়দ্রথ যুদ্ধে নিহত হয়েন, তখন সুরথ নামক তাঁহার একটি শিশুপুত্র ছিল। কবি এখানে মায়ের মুখে, যেন ডাকনামের মত, স্নেহ-বাচক মণিভদ্র-নামটী বসাইয়াছেন। এ নামটী কবি-কল্পিত।

মায়াবিনী!—'দ্রোণ গুরু সেনাপতি এবে;
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে; অশ্বত্থামা শূরে;
কৃপাচার্য্যে; দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি!
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি?
কে সে পার্থ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমায়?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী!—
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে!
মুদি' আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি' পদতলে,—
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে!
ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এসো ছদ্মবেশে,
না ক'য়ে কাহারে কিছু! অবিলম্বে যা'ব
এ পাপ-নগর ত্যজি' সিন্ধুরাজালয়ে!
কপোতমিথুন-সম যাব উড়ি' নীড়ে!—
ঘটুক, যা'থাকে ভাগ্যে কুরু-পাণ্ডু-কুলে!

কে সে পার্থ?—(অবজ্ঞা-ব্যঞ্জক)।
মুদি' আঁখি ভাব—ভাবনা বা কল্পনা করিতে গেলে চক্ষু বুঁজিতে হয়।
কপোত-মিথুন সম—(প্রগাঢ়-দাম্পত্য-প্রণয়-ব্যঞ্জক)। কপোত-মিথুনের দাম্পত্য-প্রণয় চির-প্রসিদ্ধ।
নীড়ে—পক্ষান্তরে, স্বস্থানে, শান্তিময় স্বরাজ্যে।

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী

[জাহ্নবী দেবীর বিরহে রাজা শান্তনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহু দিবস গঙ্গাতীরে উদাসীন-ভাবে কালাতিপাত করেন। অষ্টম বসু অবতার দেবব্রত (যিনি মহাভারতীয় ইতিবৃত্তে ভীষ্ম পিতামহ নামে প্রথিত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, জাহ্নবীদেবী নিম্ন-লিখিত পত্রিকা খানির সহিত পুত্রবরকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি',
মম জলদল-সহ মিশে দিবানিশি!
ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা

এই কবিতাটী পড়িবার পূর্ব্বে কাশীরাম-মহাভারতে আদি পর্ব্বে "শান্তনুর উৎপত্তি," ও "অষ্টবসুর জন্ম বিবরণ" পড়িয়া দেখিলে ভাল হয়।

বৃথা তুমি, ইত্যাদি—জাহ্নবী যে উদ্দেশ্যে শাপগ্রস্ত অষ্ট বসুকে গর্ভে ধারণ করিতে এবং শান্তনুর সহিত যে অঙ্গীকারে, তাঁহার ভার্য্যাত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইলে এবং শান্তনু স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে, জাহ্নবী অষ্টমপুত্র দেবব্রতকে লইয়া, শান্তনুর কাছে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। সুতরাং জাহ্নবীর জন্য শান্তনুর ব্যাকুলতা 'বৃথা'।

ভ্রম মম তীরে, ইত্যাদি—জাহ্নবীর বিরহে শান্তনু কাতর হইয়াছিলেন, এ কথা মহাভারতে আছে—

"গঙ্গার শোকেতে রাজা হইল কাতর।
নিরন্তর গঙ্গা-গুণ স্মরে নৃপবর॥
গঙ্গার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবনে॥"—(আদিপর্ব্ব)।

ভূত পূর্ব্ব কথা—পূর্ব্বকার দাম্পত্য-প্রণয়-কাহিনী।

স্বপ্ন—নিদ্রা-অবসানে ! এ চির-বিচ্ছেদে
এই হে ঔষধ মাত্র, কহিনু তোমারে !
হর-শির-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি
জাহ্নবী। তবে-যে কেন নরনারী-রূপে
কাটাইনু এত কাল তোমার আলয়ে,
কহি, শুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে
ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বসুদলে

এ চির-বিচ্ছেদ—(পুনর্মিলনের অসম্ভবত্ব-ব্যঞ্জক)।

নরনারী-রূপে—নরের নারী অর্থাৎ ভার্য্যারূপে।

সরোষে—(অষ্ট বসুগণ বশিষ্ঠের কামদুঘা গাভী হরণ করায়)।

ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা—কাশীরাম-মহাভারতে আছে—

"ধ্যান করি দেখে তবে বরুণ-নন্দন।
জানিল হরিল গাভী বসু অষ্টজন॥
ক্রোধেতে বশিষ্ঠশাপ দিল তৎক্ষণে।
নর যোনি জন্ম গিয়া লহ অষ্টজনে॥
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ শুনি বসুগণে।
করযোড়ে স্তুতি করে মুনি বিদ্যমানে॥
মুনি বলে মোর বাক্য না হয় খণ্ডন।
বৎসরেক গর্ভবাসে রবে সাত জন॥
বৎসরে বৎসরে ক্রমে হইবে মুকতি।
সবে নাহি মুক্ত হবে একটি বেকতি॥
তোমা সবা মধ্যে গাভী নিল যেই জনে।
নরলোকে রহি মুক্ত হবে চিরদিনে॥"—(আদি পর্ব্ব)

বসুদলে—অষ্টবসুকে। অষ্ট বসুর নাম—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভব। মতান্তরে, অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সূর্য্য, আকাশ, চন্দ্র ও নক্ষত্র।

যেদিন, পড়িল তা'রা কাঁদি' মোর পদে,
করিয়া মিনতি-স্তুতি নিষ্কৃতির আশে!
দিনু বর—'মানবিনী-ভাবে ভবতলে
ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা' সবাকারে।'
বরিনু তোমারে সাধে, নরবর তুমি,
কৌরব! ঔরসে তব, ধরিনু উদরে
অষ্টশিশু,—অষ্টবসু তা'রা, নরমণি!—
ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট সরোরুহ!
কত যে পুণ্য, হে, তব, দেখ ভাবি' মনে!
সপ্তজন ত্যজি' দেহ গেছে স্বর্গধামে।

পড়িল তারা কাঁদি মোর পদে ইত্যাদি—

"মুনি শাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
স্তুতি করি আমারে মাগিল এই বর॥
জন্মমাত্র আমা সবে ডুবাইবে জলে।
অঙ্গীকার কৈল আমি তা সবার বোলে॥"—(ঐ)

নিষ্কৃতির আশে—নরজন্ম হইতে শীঘ্র উদ্ধারের আশায়।

বরিনু তোমারে সাধে, ইত্যাদি—

"তে কারণে ভার্য্যা আমি হৈলাম তোমার।
এই ত কুমার রাজা বসু-অবতার॥
মায়ের বিহনে পুত্র দুখিত হইব।
তে কারণে পুত্র আমি সঙ্গে লৈয়া যাব॥
পালন করিয়া পুত্র যুবক হইলে।
তোমারে আনিয়া দিব কথোদিন গেলে॥
এত বলি পুত্র লৈয়া হৈল অন্তর্ধান।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা গেল নিজস্থান॥"—(ঐ)

সপ্ত জন ত্যজি দেহ ইত্যাদি—বসুগণের কাছে প্রতিশ্রুতি-অনুযায়ী জাহ্নবী সাত পুত্রকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে ;—
দেব-নর-রূপী রত্নে গ্রহ যত্নে তুমি,
রাজন্ ! জাহ্নবীপুত্র দেবব্রত বলী
উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি ;—
শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণি-রূপে,
যথা আদি-পিতা তব চন্দ্রচূড়-চূড়ে !

মুনির শাপও ছিল, এক এক বৎসরান্তে এক একটী করিয়া সাতজন বসু নরজন্ম হইতে উদ্ধার পাইবেন—

"এক দুই তিন চারি পাচ ছয় সাত।
একে একে গঙ্গা দেবী করিল নিপাত ॥"—(ঐ)

অষ্টম নন্দনে—এই পুত্রই অষ্টম বসু অবতার, দেবব্রত (ভীষ্ম)। এই অষ্টম পুত্রকেও জাহ্নবী জলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যতা হইলে, শান্তনু পুত্র-স্নেহ-বশে নিজকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া জাহ্নবীকে তিরস্কার এবং পুত্র নাশ নিবারণ করেন। তখন, পালনার্থ ঐ শিশু-পুত্রকে লইয়া, এবং পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রত্যর্পণ করিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়া, জাহ্নবী রাজাকে পরিত্যাগ করেন। এখন জাহ্নবী বয়ঃপ্রাপ্ত সেই পুত্রকে রাজ-সকাশে প্রত্যর্পণ করিতেছেন। এতাবৎ পৌরাণিক কাহিনী। কেবল, পুত্রের হাত দিয়া এই পত্রিকা খানি প্রেরণ, কবির কল্পিত।

দেব-নর-রূপী—দেব-গুণ-সম্পন্ন মনুষ্যরূপী। নরাকারে দেবতা।

গ্রহ—(ক্রিয়া-পদ)। গ্রহণ কর।

ভারত-ভালে—ভারতবর্ষ-রূপ মহাপুরুষের শিরোদেশে।

আদি পিতা তব—(চন্দ্র)। শান্তনু চন্দ্র-বংশীয় রাজা।

পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি,
তব হেতু। নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল
এ বিচ্ছেদ-দুঃখ তুমি। অখিল জগতে,
নাহি হেন গুণী আর, কহিনু তোমারে!
মহাচল-কুল-পতি হিমাচল যথা;—
নদপতি সিন্ধুনদ; বন-কুলপতি
খাণ্ডব; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী—
বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রেষ্ঠ! আর ক'ব কত?
আপনি বাগ্‌দেবী, দেখ, রসনা-আসনে
আসীনা; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা;
যমসম বল ভুজে! গহন বিপিনে

তব হেতু—তোমাকে প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া।

নাহি হেন গুণী আর—(দেবব্রত ভীষ্মের মত)। মহাভারতে পুত্র-প্রত্যর্পণ-কালে জাহ্নবী বলিতেছেন—

"আমা হৈতে পাইলা যেই অষ্টম কুমার।
দেবব্রত নাম ধরে তনয় তোমার॥
এ পুত্রের গুণ রাজা না যায় কথনে।
অস্ত্রশিক্ষা কৈল বশিষ্ঠের স্থানে॥
দেবগুরু দৈত্যগুরু সম শাস্ত্রে জ্ঞান।
অস্ত্র শিক্ষা জ্ঞানে ভৃগুরামের সমান॥
সংসারে যতেক বিদ্যা যত নীতি ধর্ম্ম।
এ পুত্রের অগোচর নহে কোন কর্ম্ম॥
তোমারে দিলাম পুত্র লহ মহারাজ।
অভিষেক করিয়া করহ যুবরাজ॥"

কমলে কমলা—কমলে যেমন কমলার (লক্ষ্মীর) চিরবাস, দেবব্রতের হৃদয়ে তেমনি দয়ার চিরবসতি।

যথা সর্ব্বভুক্‌বহ্নি, দুর্ব্বার সমরে!
তব পুণ্যবৃক্ষ-ফল এই, নরপতি!
স্নেহের সরসে পদ্ম! আশার আকাশে
পূর্ণশশী! যত দিন ছিনু তব গৃহে,
পাইনু পরম প্রীতি! কৃতজ্ঞতা-পাশে
বেঁধেছ আমারে তুমি; অভিজ্ঞান-রূপে
দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শান্তমতি।
পত্নী-ভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে:
অসীম মহিমা তব; কুল-মান-ধনে
নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে!
তরুণ যৌবন তব;—যাও ফিরি' দেশে;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা-নগরী!
যাও ফিরি,' নরবর; আন গৃহে বরি'
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে; কর রাজ্য সুখে!
পাল প্রজা; দম রিপু; দণ্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি;—বাড়াও সভভ

পুণ্যবৃক্ষ-ফল—পিতার পুণ্যে সুপুত্র।

অভিজ্ঞান-রূপে—স্মারক-রূপে অর্থাৎ এই পুত্রকে দেখিয়া জাহ্নবীকে মনে পড়িবে।

শান্তমতি—(শান্তনুকে সম্বোধন)। মহাভারতে আছে—

"শান্তশীল পুত্র নাম শান্তনু থুইল"।

বরি বরাঙ্গী রাজেন্দ্র বালে—কোন সুন্দরী রাজেন্দ্র-বালাকে বিবাহ করিয়া।

সতের আদর সাধি' সৎক্রিয়া যতনে !
বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে। মহাযশা পুত্র হ'বে তব সম,
যশস্বি ; প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী !
কি কাজ অধিক ক'য়ে ? পূর্ব্বকথা ভুলি',
করি' ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্র-গৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে !
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ, ভবধামে !—
কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যাঁ'র দেবব্রত রথী !
ল'য়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি'
হস্তিনায়, হস্তিগতি ! অন্তরীক্ষে থাকি'
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি' দিবানিশি !

কালে উপযুক্ত কালে।

পূর্ব্বকথা—আমাদের প্রণয়-কাহিনী।

ভক্তিরসে—(গঙ্গার প্রতি)।

প্রণম সাষ্টাঙ্গে—(আমাকে)।

হস্তিগতি—সম্বোধন। দৃঢ় পাদক্ষেপ হেতু গজগতি সুপ্রসিদ্ধ।

তব সুখে হইব হে সুখী—(প্রেমের চমৎকার পরিণতি ও পরাকাষ্ঠা ব্যঞ্জক)।

পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্ব্বশী-নাম ত্রোটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।]

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি!—
গত রাত্রে অভিনিনু দেব-নাট্যশালে
লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নাম নাটক; বারুণী
সাজিল মেনকা; আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী,—'দেখ নিরখি' চৌদিকে,
বিধুমুখি! দেবদল এই সভাতলে;
বসিয়া কেশব ওই! কহ মোরে, শুনি,

স্বর্গচ্যুত আজি, ইত্যাদি—কেন, তাহা পরে কথিত হইতেছে।

অভিনিনু—অভিনয় করিয়াছিলাম।

বারুণী সাজিল মেনকা—মেনকা-অপ্সরী বারুণীর ভূমিকা লইয়া অভিনয় করিয়াছিল। (কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে ৩য় অঙ্ক দেখ)।

অম্ভোজা—লক্ষ্মী। সমুদ্র-মন্থনে লক্ষ্মী সমুদ্র-গর্ভ হইতে উঠিয়াছিলেন।

কহিলা বারুণী—(ইন্দিরাকে)।

'কা'র প্রতি ধায় মনঃ ?'—গুরুশিক্ষা ভুলি',
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু—
'রাজা পুরুরবা প্রতি !'—হাসিলা কৌতুকে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী-সহ, আর দেব যত ;
চারি দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে !
সরোষে ভরত-ঋষি শাপ দিলা মোরে !
শুন, নরকুলনাথ ! কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেব সভাতলে,
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে ?—

গুরু শিক্ষা ভুলি—অভিনয়-অভ্যাস-কালে নাট্যাচার্য্য এই স্থলে বারুণীর জিজ্ঞাসার উত্তরে ইন্দিরাকে যাহা বলিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া। (পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশীর প্রগাঢ় আসক্তি-ব্যঞ্জক)।

রাজা পুরুরবা প্রতি—উর্ব্বশী যে ইন্দিরার ভূমিকা লইয়াছেন, পুরুরবার প্রতি আসক্তি বশতঃ সে কথা ভুলিয়া, নিজের মনোগত ভাবে উত্তর দিলেন। ইন্দিরার উত্তর হইবে—"পুরুষোত্তমের প্রতি"।

হাসিলা—অভিনয় কালে এরূপ ভুল শ্রোতৃবর্গের হাস্যজনক। বিশেষ, ইহাতে নিজের মনোভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

ভরত-ঋষি সরোষে ইত্যাদি—ইনিই নাট্যাচার্য্য। ইন্দিরার ভূমিকায় এরূপ হাস্যজনক রসভঙ্গ হইল দেখিয়া 'সরোষে'।

শাপ দিলা মোরে—স্বর্গচ্যুতি-শাপ।

কহিনু যে কথা—অর্থাৎ "পুরুরবার প্রতি"।

কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে !
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম ; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির-আঁখি সূর্য্যমুখী ; ও চরণে রত
এ মনঃ !—উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী, হে, তোমারি !
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি !
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর ; ঘোরবনে পশি' আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর ! যদি কৃপা কর,
তাও কহ ; যা'ব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে,—
পিঞ্জর ভাঙ্গিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে ! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ?
শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে

কৃপা—প্রেম-কৃপা।

কি ছার স্বর্গ ইত্যাদি—পুরুরবার সহিত মিলনে উর্ব্বশীর স্বর্গাধিক সুখ, ইহাই ভাব।

শূর—পুরুরবা বীর পুরুষ ছিলেন। কেশী-দৈত্যের হস্ত হইতে উদ্ধার করায় উর্ব্বশী তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ। 'শূর' সম্বোধনের ইহাই সার্থকতা।

শুভক্ষণে—দৈত্য কর্ত্তৃক হরণ ভয়ানক দুর্ঘটনা হইলেও, সেই উপলক্ষে পুরুরবার সহিত পরিচয় ও প্রণয় হইয়াছিল বলিয়া, উর্ব্বশীর পক্ষে সে ঘটনা "শুভক্ষণে"ই ঘটিয়াছিল।

হেমকূটে ! এখনও বসিয়া বিরলে
ভাবি সে সকল কথা ! ছিনু পড়ি রথে,
হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে !
সহসা কাঁপিল গিরি ! শুনিনু চমকি'
রথচক্র-ধ্বনি দূরে শতস্রোতঃ-সম !
শুনিনু গম্ভীর নাদ—'অরে রে দুর্ম্মতি,
মুহূর্ত্তে পাঠা'ব তোরে শমনভবনে ;'—
প্রতিনাদ-রূপে কেশী নাদিল ভৈরবে !
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে !

কেশী, ইত্যাদি—একদিন সখী চিত্রলেখার সহিত স্বর্গাপ্সরা উর্ব্বশী কুবের-ভবন হইতে স্বর্গে ফিরিতেছিলেন। পথ-মধ্যে হেমকূট-পর্ব্বতে কেশী-নামক দৈত্য,ইন্দ্রের প্রতি শত্রুতা নিবন্ধন, উহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। এই সময়ে চন্দ্রবংশীয় প্রতাপশালী রাজা পুরুরবা সূর্যলোক হইতে প্রত্যাগমন-কালে আকাশ-পথে মেনকাদি অপ্সরাগণের মুখে ঐ কথা শুনিয়া, উহাদের উদ্ধার করেন। পরে, হেমকূট-শিখরে সকলে মিলিত হইলে, উর্ব্বশী ও রাজা উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন। পরে দেবরাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অপ্সরাগণ স্বর্গে প্রত্যাগমন করিলে, উক্ত নাটকাভিনয় হয় এবং তৎপ্রসঙ্গে উর্ব্বশীর প্রতি স্বর্গচ্যুতি-অভিশাপ।

এখনও ইত্যাদি—(সে ঘটনার অসামান্যত্ব ব্যঞ্জক)।

ছিনু পড়ি রথে—(কেশী-দৈত্যের রথে)।

রথ-চক্রধ্বনি দূরে—পশ্চাদ্ধাবমান পুরুরবার অতি দ্রুতগামী রথচক্রের শব্দ।

গম্ভীর নাদ—(পুরুরবার কণ্ঠধ্বনি)।

হারাইনু জ্ঞান ইত্যাদি—দুই পক্ষের ঘোরনাদের ভীষণতা ব্যঞ্জক।

পাইনু চেতন যবে, দেখিনু সম্মুখে
চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী—
দেবী-মানবীর বাঞ্ছা! উজ্জ্বল দেখিনু
দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে
হেমকূট-হৈমকান্তি—রবি-করে যেন!
রহিনু মুদিয়া আঁখি শরমে, নৃমণি;
কিন্তু এ মনের আঁখি মেলিল হরষে,
দিনান্তে কমল-কান্তে হেরিলে যেমতি
কমল! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে!
চিত্রলেখা-পানে তুমি কহিলা চাহিয়া—

পাইনু চেতন যবে—(উদ্ধারান্তে হেমকূট-পর্ব্বতে)।

ও রূপমাধুরী—(পুরুরবার)।

রবিকরে যেন—(পুরুরবার দেহ-কান্তির উজ্জ্বলতা ব্যঞ্জক)।

কিন্তু এ মনের আঁখি ইত্যাদি—লজ্জায় চর্ম্মচক্ষু বুঁজিয়া রহিল বটে, কিন্তু আমার মনশ্চক্ষু তোমায় দেখিবার জন্য আহ্লাদে খুলিল অর্থাৎ মন তোমার প্রতি আকৃষ্ট রহিল।

দিনান্তে—(পরদিন অর্থে)। 'নিশান্তে' হইলেই ভাল হইত।

কমল-কান্তে—কমলিনী-কান্ত সূর্য্যকে। কোন-কোন সংস্করণে আছে—"কমলা-কান্তে"। ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ। প্রথম সংস্করণে "কমল-কান্তে" আছে।

কহিলা চাহিয়া—(চিত্রলেখা-পানে) চাহিয়া কহিয়াছিলে।

'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে
তমোহীনা; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া; দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ-বররুচি রুচ্যমান এবে,
মোহান্তে! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী
আবার প্রসাদে, শুভে!'—আর যা' কহিলে,

যথা নিশা ইত্যাদি—এ স্থলটী বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে পুরুরবার উক্তির অনুবাদ বলিলেও হয়।—

"আবির্ভূতে শশিনি তমসা রিচ্যমানেব রাত্রি
নৈশস্যার্চ্চির্হুতভুজ ইব ছিন্নভূয়িষ্ঠ ধূমা।
মোহেনান্তর্ব্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা
গঙ্গারোধঃপতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্॥"

ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া—রাত্রিকালে অগ্নি-শিখার কায়া ধূমহীন।

এ বরাঙ্গ-বররুচি—(উর্ব্বশীর) বরাঙ্গের সুন্দর কান্তি।

রুচ্যমান—দীপ্তিমান, শোভমান। কোন কোন সংস্করণে দেখা যায়—"রিচামান।" বোধ হয়, কোন "পণ্ডিত" উপরি-উক্ত সংস্কৃত-শ্লোকটী স্মরণ করিয়া 'রুচ্যমান'-স্থলে 'রিচ্যমান' করিয়া থাকিবেন। প্রথম সংস্করণে আছে—"রুচামান"।

প্রসাদে—হর্ষে, আনন্দে। উপরি-উক্ত সংস্কৃত শ্লোকে আছে—"গচ্ছতীব প্রসাদম্।"

আর যা কহিলে, ইত্যাদি—বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে মোহাভিভূতা উর্ব্বশী সম্বন্ধে পুরুরবার উক্তি গুলি দেখ।—

"যদৃচ্ছয়া ত্বং সকৃদপ্যবন্ধ্যয়োঃ
পথি স্থিতা সুন্দরি যস্য নেত্রয়োঃ।
ত্বয়া বিনা সোহপি সমুৎসুকো ভবেৎ
সখিজনস্তে কিমু রূঢ় সৌহৃদঃ॥"

এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি,
রসিকতা! নরকুল ধন্য তব গুণে!
এ পোড়া হৃদয়-কম্পে কম্পবান্ দেখি
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি
পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি, হে, মনে?
ম্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে
জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্ব্বশী,
হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা!
সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে,
নররাজ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ?—

এ পোড়া হৃদয়-কম্পে—এখনও পুরুরবার সহিত মিলন হয় নাই বলিয়া হৃদয় 'পোড়া'। দৈত্যজনিত ভয়ে 'কম্প'।

কম্পবান দেখি ইত্যাদি—মোহাভিভূতা উর্ব্বশীর হৃদয়-কম্পে তাঁহার বক্ষঃস্থ মন্দার-দাম কম্পিত হইতেছিল দেখিয়া।

মধুচ্ছন্দে তুমি পড়িলা যে শ্লোক—বিক্রমোর্ব্বশী-নাটকের নিম্নলিখিত শ্লোকটী এখানে লক্ষ্য—

"মন্দারে কুসুম দাম্না গুরুরস্যাঃ সূচ্যতে হৃদয় কম্পঃ।
মুহুরুচ্ছ্বসতা মধ্যে পরিণাহবতোঃ পয়োধরয়োঃ॥"

মধুচ্ছন্দে অর্থাৎ মধুরচ্ছন্দে, সুমিষ্ট স্বরে ও তালে।

ম্রিয়মাণ জন—মুমূর্ষু ব্যক্তি।

সুরবালা—উর্ব্বশী দেববালা। নারায়ণের ঊরু হইতে উর্ব্বশীর জন্ম। মতান্তরে, কামদেব স্বীয় ঊরু হইতে উর্ব্বশীকে সৃষ্টি করেন।

সুরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে
তোমার, বিক্রমাদিত্য ! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব, রণস্থলে !
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য্য হেরি' !
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা ? শুন, রাজা ! তব রাজবনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা ! রূপগুণাধীনা
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে, কি দিবে—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে !
কঠোর তপস্যা নর করি' যদি লভে
স্বর্গভোগ ; সর্ব্ব-অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে

সুরপুর-চির-অরি—দৈত্য। এখানে, কেশী দৈত্য।

বিক্রমাদিত্য—(সম্বোধন)। বিক্রমে অর্থাৎ তেজে আদিত্য স্বরূপ অর্থাৎ মহাতেজস্বী।

বজ্রীর অধিক বীর্য্য—ইন্দ্রাধিক বীরত্ব।

মলিন মনোজ লাজে—মনোজ অর্থাৎ অনঙ্গ-দেব, যিনি রূপের জন্য প্রসিদ্ধ, তিনিও পুরুরবার রূপ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া লজ্জায় মলিন।

তব রাজবনে........তেমতি নন্দনে—অর্থাৎ মর্ত্ত্যেও যেমন, স্বর্গেও তেমনি, রূপ-গুণ সম্পন্ন পুরুষকে রমণী স্বেচ্ছায় আত্ম সমর্পণ করে।

কি ভবে, কি দিবে—কি মর্ত্ত্যে, কি স্বর্গে।

যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা' পদে !
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি' তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে !
উর্ব্বীধামে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্ব্বীশ ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে। কি আর লিখিব ?
বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুখে
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি' ! বিজ্ঞ তুমি, দেখ, হে, ভাবিয়া !
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি'

উর্ব্বীধামে—পৃথিবীতে।

উর্ব্বীশ—ক্ষিতীশ।

রাজস্ব ইত্যাদি—(রাজার কাছে স্থান পাইলে প্রজাকে রাজকর দিতে হয়)।

বিষের ঔষধ বিষ, শুনি লোকমুখে——উদ্ভট শ্লোকের "বিষস্য বিষমৌষধম্" প্রবাদ-বাক্য স্বরূপ। শ্লোকটী এই—

"দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে হরিণায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।"

শাপ-বিষ—দুঃখকর বলিয়া শাপ বিষ-স্বরূপ। কিন্তু উর্ব্বশীর পক্ষে ভরত-ঋষির শাপ (স্বর্গচ্যুতি) বিরহ-বিষের ঔষধ-স্বরূপ হইল।

কৃপা করি—ঋষি রুষ্ট হইয়া শাপ দিয়া থাকিলেও, উর্ব্বশীর পক্ষে তাহা 'কৃপা'।

পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা, ছাড়ি' মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে!
লিখিনু এ লিপি বসি' মন্দাকিনী-তীরে,
নন্দনে। ভূমিষ্ঠ-ভাবে পূজিয়াছি, প্রভু,
কল্পতরুবরে, ক'য়ে মনের বাসনা।
সুপ্রফুল্ল ফুল, দেব, পড়িয়াছে শিরে!
বীচি-রবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে
আমার কহেন—'তুই হ'বি ফলবতী।'
এ সাহসে, মহেষ্বাস, পাঠাই সকাশে
পত্রিকা-বাহিকা সখী চারু-চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি' পথ, স্থির-আঁখি হ'য়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ!—নিবেদনমিতি!

লিখিনু এ লিপি—বিক্রমোর্ব্বশী-নাটকে উর্ব্বশী ভূর্জ্জ-পত্রে লিখিয়া রাজার প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। তবে, সে লিপি অভিশাপের পূর্ব্বে লিখিত।

ভূমিষ্ঠ-ভাবে—ভূমিতে মস্তক লুটাইয়া।

কল্পতরুবরে—এই স্বর্গীয় তরুর কাছে যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়, ইহা পৌরাণিক কাহিনী।

সুপ্রফুল্ল ফুল ইত্যাদি—(মনস্কামনার সিদ্ধি-সূচক)।

হর-প্রিয়া—(স্বর্গস্থ গঙ্গা) মন্দাকিনী।

মহেষ্বাস—মহাধনুর্দ্ধর।

নিবেদনমিতি—সচরাচর এইরূপেই পত্র শেষ করা হইয়া থাকে। এখানে অপ্রত্যাশিত ভাবে ইহা কবিতা-পংক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় চমৎকারিত্ব।

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী-পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,—পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। রাজা নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদ-পরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্র-শোকে একান্ত কাতরা হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজ-সমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধ-পর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হেষে অশ্ব ; গর্জ্জে গজ ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু ; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি'
রণমদে রাজসৈন্য ;—কিন্তু কোন্ হেতু ?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—

এই উপাখ্যানটী কবি কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে লইয়াছেন। কাশীরাম উহা জৈমিনি-ভারত হইতে লইয়াছেন। তবে জৈমিনি-ভারতে মহিষীর নাম "জ্বালা"। কাশীরাম নাম দিয়াছেন "জনা"।

রাজ তোরণে—প্রাসাদের পুরোভাগে, যেখানে উৎসব-সূচক বাদ্যাদি হইয়া থাকে।

রণ বাদ্য—(এখানে সন্ধি ও মিত্রতা সূচক)।

সাজিছ কি·········যুঝিতে—(ব্যঙ্গোক্তি)। বস্তুতঃ ঐ সব যুদ্ধ জন্য নহে। এ সব অর্জ্জুনকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত।

প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে ?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু ! যাও বেগে, গজরাজ যথা,
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি' নিনাদে !
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে !
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে !
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ;
নাশ, মহেষ্বাস, তারে ! ভুলিব এ জ্বালা,—
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে !

প্রতিবিধিৎসিতে—'প্রতিবিধানিতে'ই কবির মনোগত ভাব। 'প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা করিতে' নহে, প্রতিবিধানই করিতে। মেঘনাদ-বধ কাব্যে "প্রতিবিধানিতে" ও "প্রতি-বিধিৎসিতে" দুয়ের প্রয়োগই আছে।

ফাল্গুনির লোহে—অর্জ্জুনের রক্তে অর্থাৎ অর্জ্জুনকে মারিয়া।

এই তো সাজে তোমারে—(ব্যঙ্গোক্তি)। জনা জানেন যে, এ সব রণসজ্জা নহে—ইহা অর্জ্জুনকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত। তাই গঞ্জনা দিবার জন্য এই ব্যঙ্গোক্তি করিতেছেন।

কিরীটীর—'কিরীটী' অর্জ্জুনের নামান্তর।

খণ্ডমুণ্ড—ছিন্ন মস্তক।

অন্যায় সমরে—বালক প্রবীরের সহিত কুরুক্ষেত্র-বীর অর্জ্জুনের সমর 'অন্যায়'।

নাশ—নাশ কর। 'শ' অকারান্ত করিয়া পড়িতে হইবে।

এ জ্বালা—(পুত্রহন্তার বিনাশে)।

জন্মে মৃত্যু ;—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ সমরে পড়ি', গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু ? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।
হায়, পাগলিনী জনা ! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি ! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে !
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
কি লজ্জা ! দুঃখের কথা, হায় ক'ব কা'রে ?
হতজ্ঞান আজি কি, হে, পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী ?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি' পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব ? তা' না হ'লে, কহ মোরে, কেন

জন্মে মৃত্যু—জন্মিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

পাল……ক্ষত্রধর্ম্ম—অর্থাৎ রিপু নাশ কর।

পাগলিনী জনা—পুত্রশোকে জনা পাগলিনী। তাই অতিথি সৎকারের উদ্যোগকে রণসজ্জা ভাবিতেছে।

বসিছে—বসিয়া আছে।

পুত্রহা—পুত্রহন্তা। অতিথি-রতনে—(ব্যঙ্গোক্তি)।

এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি ? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত ? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি ?
কোথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি ?
না ভেদি' রিপুর বক্ষ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে. মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে ? কি কহিবে, কহ,
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব ল'বে
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত ?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে ;—এ কি ভ্রান্তি তব ?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,

পরশ—স্পর্শ কর।'শ' অকারান্ত করিয়া পড়িতে হইবে।

যাহা প্রবীরের লোহে লোহিত—অর্থাৎ যে হস্ত প্রবীরকে বিনষ্ট করিয়াছে।

ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম এই কি—পুত্রহন্তা শত্রুর সহিত মিত্রতা করা।

নরনারায়ণ-জ্ঞানে—অর্জ্জুনকে নররূপে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া। অর্জ্জুন প্রবীরকে বধ করিলে, অগ্নি-দেব (নীলধ্বজের জামাতা) নীলধ্বজকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে এবং অর্জ্জুনের সহিত মিত্রতা করিতে বলিয়াছিলেন—

"আমার বচনে রাজা পরিহর রণ।
মনুষ্য না হয় পার্থ নর-নারায়ণ ॥"—(কাঃ মঃ)

ভোজবালা—ভোজরাজের কন্যা।

স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে
(কি লজ্জা!) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে?
এক মাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি?
নরনারায়ণ পার্থ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তা'র কি, হে, জনমিলা আসি'
হৃষীকেশ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্ত্তন গান গায়েন সতত।

স্বৈরিণী—বহুপতিসেবিকা, ব্যভিচারিণী।

জারজ অর্জ্জুনে—অর্জ্জুন কুন্তীর গর্ভজাত ইন্দ্র-পুত্র।

কুলটা যে নারী ইত্যাদি—দুর্ব্বাসা-দত্ত মন্ত্র জপ করিয়া কুন্তী দেবী, ধর্ম্ম, পবন ও ইন্দ্রের অনুগ্রহে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, ও অর্জ্জুন, এই তিন পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। (মহাভারতে আদিপর্ব্ব)।

হৃষীকেশ—অর্জ্জুনকে 'নরনারায়ণ' জ্ঞান করায়, এখানে 'হৃষীকেশ' বলিবার সার্থকতা।

দ্বৈপায়ন ঋষি—(মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেব) দ্বীপে জন্ম বলিয়া 'দ্বৈপায়ন'।

পাণ্ডব-কীর্ত্তন গান—পাণ্ডবদের গুণ-কীর্ত্তন। ব্যাসদেব পাণ্ডবদের পক্ষপাতী।

সত্যবতী-সুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে !'
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! করিলা
কামকেলি, ল'য়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্ম্মমতি ! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা ? কুলাচার্য্য তিনি
কু-কুলের ? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা ? দ্রৌপদী বুঝি ? আঃ মরি কি সতী !
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ ! পৌরব-সরসে

সত্যবতী-সুত ব্যাস—সত্যবতীর বাল্য নাম মৎস্যগন্ধা। ব্যাসদেব পরাশর-মুনির ঔরসে ইঁহার কানীন পুত্র—(মঃ-আদিপর্ব্ব)।

ধীবরী জননী—মৎস্যগন্ধা (সত্যবতী) ধীবর-কন্যা।

পিতা ব্রাহ্মণ—(পরাশর মুনি)।

করিলা কাম-কেলি ইত্যাদি—ব্যাসদেব নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে কুলরক্ষার্থ বিচিত্রবীর্য্যের দুই বিধবা পত্নীতে পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন। জনা এই ঘটনাকে "কামকেলি" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছেন।

ধর্ম্মমতি—(এখানে বিদ্রূপাত্মক)।

তাঁর কথা—ব্যাসের কথা।

কুলাচার্য্য—(পাণ্ডবদের গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া এবং তাহাদের পিতামহ বলিয়া)।

পীতাম্বর—স্বয়ং বিষ্ণু।

শাশুড়ীর যোগ্য বধূ—পাণ্ডু-মহিষী কুন্তী ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভজনা করিয়া তিন পুত্র-লাভ করিয়াছিলেন, দ্রৌপদীও পঞ্চস্বামী ভজনা করিতেছেন।

নলিনী ! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া ! ধিক্ হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা !
লোক-মাতা রমা কি, হে, এ ভ্রষ্টা রমণী ?
জানি আমি, কহে লোক, রথীকুল-পতি,
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ ! বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম-বিবেচক তুমি, বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তা'রে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে ? রাজদলে তেঁই সে জিতিল !

পৌরব-সরসে নলিনী ইত্যাদি—সরোবরে যেমন নলিনী—অলি, রবি, সমীরণ, সকলেরই প্রিয়া, পৌরব-কুলে দ্রৌপদীও সেইরূপ পঞ্চস্বামীর ভোগ্যা।

হেন দুঃখে—পুত্রশোকাচ্ছন্ন অবস্থাতেও মুখে হাসি আসিতেছে।

লোক-মাতা রমা—ত্রিভুবন-পূজিতা লক্ষ্মী দেবী।

ছদ্মবেশে—ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া যখন একচক্রা-নগরে পাণ্ডবগণ এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান ও ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তখন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে তাঁহারা ব্রাহ্মণের বেশেই পাঞ্চাল-নগরে আসিয়া স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ছলিল—ব্রাহ্মণ ভাবিয়া অর্জ্জুনকে নিহত করিতে সাহস করে নাই। (জনার এই বিশ্বাস)।

দহিল খাণ্ডব দুষ্ট, কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র-রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী! দ্রোণাচার্য্য গুরু,-
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি' ? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে

দহিল খাণ্ডব ইত্যাদি—খাণ্ডব-দাহনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে ছিলেন। জনার বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ সহায় না থাকিলে অর্জ্জুন খাণ্ডব-দাহনে সমর্থ হইতেন না।

শিখণ্ডীর সহকারে—স্ত্রীলোক সম্মুখে দেখিলে ভীষ্ম তৎপ্রতি অস্ত্র চালনা করিবেন না, জানিয়া শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া ভীষ্মকে হীনবল করা হইয়াছিল। (মহাভারতে ভীষ্ম-পর্ব্বে দেখ।)

কি কুছলে ইত্যাদি—ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের অশ্বত্থামা-নামক হস্তী হত হইলে, দ্রোণাচার্য্যকে "অশ্বত্থামা হত" এই কথা শুনান হয়। তাহাতে দ্রোণ, পুত্র অশ্বত্থামা হত বুঝিয়া, শোকে কাতর হইয়া রথে পড়িয়া যান। তখন অর্জ্জুন তাঁহার কণ্ঠলগ্ন ধনুকের গুণ, বাণদ্বারা ছেদন করিলে, ধনুকাগ্রভাগ দ্রোণের কণ্ঠে বিদ্ধ হইয়া তিনি মৃতপ্রায় হয়েন। এই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মৃতপ্রায় আচার্য্যের শিরশ্ছেদ করেন। (দ্রোণ-পর্ব্বে দেখ।)

বসুন্ধরা গ্রাসিল ইত্যাদি—অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধকালে অকস্মাৎ পৃথিবী কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিল। কর্ণের উক্তি দেখ—

"বিধিদোষে হৈল বক্র, পৃথিবী গ্রাসিল চক্র"—(মঃ কর্ণ পর্ব্ব)

রথচক্র যবে, হায় ; যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,—
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে ! কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি, হে, এই, মহারথি ?
আনায়-মাঝারে আনি' মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজপরাক্রমে !
কি না তুমি জান, রাজা ? কি ক'ব তোমারে ?
জানিয়া-শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি ? হায় রে, কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ !—পার্থের সমীপে ?
কোথা বীরদর্প তব ? মানদর্প কোথা ?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে ?

ব্রহ্মশাপে বিকল সমরে—

"ব্যক্ত হয় ব্রহ্মশাপ, কর্ণ পায় অনুতাপ,
পৃথিবী গ্রাসিল রথ চক্র।" —(ঐ)

অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাকালে একদিন ভ্রমবশে কর্ণের অস্ত্রে এক ব্রাহ্মণের হোম-ধেনু নিহত হয়। তাহাতে ব্রাহ্মণ কর্ণকে শাপ দেন—মৃত্যুকালে ধরণী তাঁহার রথচক্র গ্রাস করিবেন।

আনায়-মাঝারে—জালের মধ্যে।

ভীরুচিত—ভীরুচিত্ত, কাপুরুষ।

কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?—
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা! গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা! দুরন্ত ফাল্গুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায়রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে

কুরঙ্গীর অশ্রুবারি—(ক্ষমতার অভাবে শুধু-কাতরতার নিস্ফলতা ব্যঞ্জক)।

কোকিলের কাকলী-লহরী—(মৃদুতা-হেতু প্রভঞ্জনের উচ্চনাদ নিবারণে অক্ষম)।

নীরবয়ে—নীরব করে।

ভীরুতার সাধনা—ভীরুর কাতর প্রার্থনা।

বলবাহু—বলীর বাহু অর্থাৎ বাহুবল-সম্পন্ন ব্যক্তি।

বাম—(জনার ইচ্ছামত কার্য্য না করায়)।

লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা' কালে !—
হা প্রবীর ! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশমাস দশদিন নানা যত্ন স'য়ে,
এ উদরে ? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি, বাছা,
এ তাপ ? আশার লতা তাই, রে, ছিঁড়িলি ?
হা পুত্র ! শোধিলি কি, রে, তুই এইরূপে
মাতৃধার ? এই কি, রে, ছিল তোর মনে ?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা ? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে ?
কেন বা জ্বলিস্, মনঃ ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে ? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর ; বিবরে লুকায়ে

এইরূপে—(মরিয়া)। বাঁচিয়া থাকিয়া মাতৃঋণ শোধ করিতে হয়। (মনের দুঃখে মৃত পুত্রের প্রতি গঞ্জনা বাক্য)।

রে অবোধ—'পোড়া আঁখি'কে সম্বোধন।

কে মুছিবে তোরে ইত্যাদি—(সহানুভূতি করিবার লোকাভাব ব্যঞ্জক)। ইহাতে স্বামীর প্রতি অভিমানের ইঙ্গিত আছে।

কে জুড়াবে······তোরে—'তোরে' অর্থাৎ মনকে।

খণ্ড শিরোমণি······তোর—প্রবীর, জনা-হৃদয়-রূপ ফণীর শিরোমণি স্বরূপ ছিল।

'তোর' অর্থাৎ জনার মন-রূপ ফণীর।

কাঁদি' খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি!—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নবমিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি'—
চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্রকুলবালা আমি; ক্ষত্র-কুল-বধূ;—
কেমনে এ অপমান স'ব ধৈর্য্য ধরি'?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত-নগরে

ওরে মণিহারা ফণি—(নিজের প্রতি সম্বোধন)।

যাও চলি, ইত্যাদি—(নীলধ্বজের প্রতি বিদ্রূপোক্তি)। অর্জ্জুনকে যজ্ঞের অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়াই নীলধ্বজ ক্ষান্ত হয়েন নাই—অশ্ব রক্ষা করিবার জন্য তিনি অর্জ্জুনের সঙ্গে গিয়াছিলেন।—

"এত বলি নীলধ্বজ অর্জ্জুনের সঙ্গে।
তুরঙ্গ রাখিতে রাজা গেল অতি রঙ্গে॥"—(মহাভারত)

মহাযাত্রা—যে যাত্রায় আর পুনরাগমন নাই অর্থাৎ মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাত্রা।

পুত্রের উদ্দেশে—(মৃত্যু-ব্যঞ্জক)। পুত্র যেখানে গিয়াছে. সেইখানে।

কেমনে এ অপমান স'ব ইত্যাদি—মহাভারতেও জনা ক্ষত্রোচিত তেজঃ-সম্পন্না নারীরূপে চিত্রিতা।

জাহ্নবীর জলে—মহাভারতে আছে, পতির অক্ষত্রোচিত ব্যবহার জন্য ক্রোধে মাহেশ্বরী পুরী ত্যাগ করিয়া ভ্রাতা উল্মুকের কাছে গিয়া ভ্রাতাকে অর্জ্জুন-হত্যার জন্য অনুরোধ

'লভি অস্তে ! যাচি চির-বিদায় ও পদে !
ফিরি' যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি',
নরেশ্বর, "কোথা জনা ?" বলি' ডাক যদি,—
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা ?" বলি' ।

করেন । কিন্তু ভ্রাতাও তাহা করিতে অস্বীকার করায় জনা ভাগীরথী-জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন ।—

"ভাগীরথী-তীরে জনা গেল শীঘ্রগতি ।
জোড় হাত হয়ে বলে আপন ভারতী ॥
শুন গঙ্গা দেবি, আমি করি নিবেদন ।
তোমার সলিলে আমি ত্যজিব জীবন ॥
অর্জ্জুন আমার পুত্রে বধিলেক প্রাণে ।
সেই হৈতে চিত্তে হৈল বড় অভিমানে ॥
কাতর হইয়া স্বামী ভজিল অর্জ্জুনে।
দুঃখ নিবারিতে কেহ নাহি তোমাবিনে ॥
অর্জ্জুন নিধন হেতু আমি ত্যজি প্রাণ ।
আপনি করিবে মাতা ইহার বিধান ॥
এত বলি গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল ।
পুত্রশোক পায়্যা জনা শরীর ত্যজিল ॥
—(কাঃ মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্ব্ব) ।

বীরাঙ্গনা-কাব্য সমাপ্ত

